আধুনিক ভূ-পরিচয়

(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক)

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ

সি টি (ইনস্‌টিটিউট্ অব্ এডুকেশন্, লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
টিচার্স ট্রেনিং বিভাগের অধ্যাপক ও ভূগোলের পরীক্ষক

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, as a text-book for classes III & IV (Calcutta Gazette dated 20 August, 1942)

INDIAN BRANCH

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস
বোম্বাই কলিকাতা মাদ্রাজ

ADHUNIK BHU-PARICHAYA
(Bengali)
A MODERN GEOGRAPHY
By A. K. Banerjee

প্রথম মুদ্রিত	১৯৩৭
পুনর্মুদ্রিত	১৯৩৮
দ্বিতীয় সংস্করণ	১৯৩৯
তৃতীয় সংস্করণ	১৯৪০
চতুর্থ সংস্করণ	১৯৪৪
পুনর্মুদ্রিত	১৯৪৫
পুনর্মুদ্রিত	১৯৪৮
পঞ্চম সংস্করণ	১৯৫০

PRINTED IN INDIA BY B. N. BOSE AT THE BOSE PRESS
30, BROJO MITTER LANE, CALCUTTA AND PUBLISHED BY
GEOFFREY CUMBERLEGE, OXFORD UNIVERSITY PRESS, CALCUTTA

সূচীপত্র

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য

NOTE

Acknowledgements for permission to use the following are due to: The Exclusive News Agency for the photograph of 'Sahara'; Mr Will F. Taylor for the photograph of 'The Great Wall of China'; The Algerian Government for the illustration of an oasis; The East Indian Railway for the photograph of Willingdon Bridge; The Statesman Ltd for the photograph of the premises of the Hongkong and Shanghai Banking Corporation; The Darjeeling Himalayan Railway Co Ltd for the illustration of the railway line to Darjeeling; The Indian Tea Market Expansion Board for the photographs of Darjeeling and of a Tea Garden; The Assam Bengal Railway Co Ltd for the photographs of the Chittagong Court and loading at the Chittagong Jetty; Messrs G. G. Harrap & Co Ltd for an illustration of Eskimo Children Dancing from *Uncle Peter's Travels, Book II*; Sir Humphrey Milford and the Oxford University Press for the illustration of a Bedouin Sheikh from Warburton's *Days in the Golden East*, for Tibetan types and Tibetan salutations from Huc's *The Land of the Lamas,* for a North American Indian from Hambly's *The Native Races of British North America,* for the mountains of Tibet, a yak, a prayer-wheel, a Tibetan tent, an Arab tent, Pigmies and their huts, a Pigmy, a Toupig, an Eskimo family outside Igloo, a Sledge, a map showing types of people at their homes and a Kangaroo from Stembridge's *The World-Wide Geographies Vol. I,* for the illustration of a camel and the pyramid from *The World-Wide Geopraphies Vol II*, for the illustration of the relief maps of Australia, North and South America and Africa from *The World-Wide Geographies Vol. IV*, for the illustration of a potter's work from Miss D. M. Billington's *The Art of the Potter* and for a map of the world from A. J. Herbertson's *Physiographical Introduction* to *Geography.*

গ্রাম ও গ্রামের লোকজনের কথা

খাবার ও পোশাক—ঘরবাড়ি—কাজকর্ম্ম
যাতায়াতের যানবাহন

§ ১

অরুণের পত্র

জাপান হইতে অরুণের পত্র আসিয়াছে। অরুণের বন্ধু রবি শিক্ষক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া পত্রখানি ক্লাসে পড়িতেছে—সকলে স্থির হইয়া শুনিতেছে।

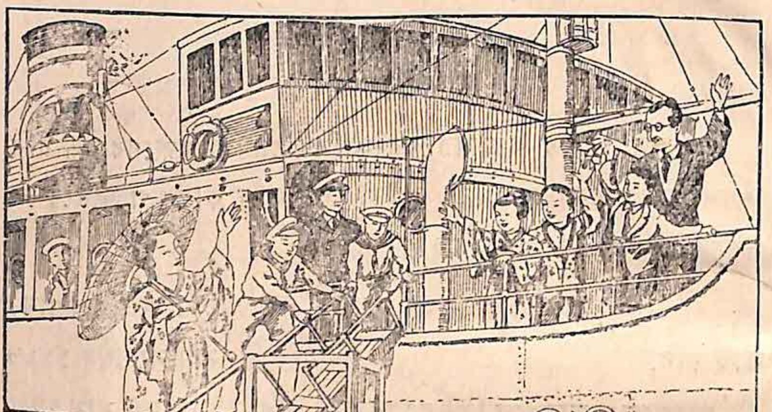
টোকিও (জাপান)

ভাই রবি,

২রা নভেম্বর ১৯৩৬

জলপথে ও স্থলপথে তিন বৎসর ভ্রমণ করিয়া আজ দুই মাস হইল আমরা টোকিও শহরে পৌঁছিয়াছি। পৃথিবীর নানাস্থানে আমি যে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, নূতন নূতন ঘটনা ও অদ্ভুত মানুষ দেখিয়াছি তাহা ক্ষুদ্র পত্রে কি জানাইব! ইচ্ছা হইতেছে এখনই ছুটিয়া গিয়া তোমাদের সকলের নিকট আমার সকল কথা বলি। কিন্তু এখনও আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলা দেশ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল দূরে। তবে বাবা, মা, আমার ছোট বোন অমিয়া ও আমি—আমরা সকলেই আমাদের সুন্দর ছোট্ট গ্রামটিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত। এখান হইতে জাহাজে কলিকাতায় ফিরিতে প্রায় একমাস লাগিবে। আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে—একমাস পরে আবার তোমাদের সকলকে দেখিতে পাইব—আবার স্কুলের মাঠে তোমাদের সহিত

খেলিব—দেশের কথা তোমাদের নিকট শুনিব—বিদেশের নানা গল্প তোমাদের বলিব। জাপান দেশটি যেমন সুন্দর, এখানকার ছেলে-মেয়েরাও সেইরূপ সর্ব্বদা হাসিমুখ; কিন্তু তাই বলিয়া কি দেশের মত এখানে ভাল লাগে ?



জাহাজ এখনই ছাড়িবে—ওটানী ও ওহারুর মা জাহাজ হইতে নামিয়া যাইতেছেন

তোমরা শুনিয়া নশ্চয়ই খুশি হইবে যে বাবার এক জাপানী বন্ধুর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে যাইতেছে। ছেলেটির নাম 'ওটানী' ও মেয়েটির নাম 'ওহারু'। তাহারা মার কাছে বাংলা শিখিতেছে। তাহারা আমাদের গ্রামে কয়েকদিন থাকিয়া পরে বাংলার অন্যান্য গ্রাম ও শহর দেখিতে যাইবে।

তুমি স্কুলের সকল বন্ধুকে আমার ভালবাসা দিবে ও শিক্ষক মহাশয়দের আমার শ্রদ্ধা জানাইবে।—ইতি

তোমার বন্ধু—অরুণ।

§২

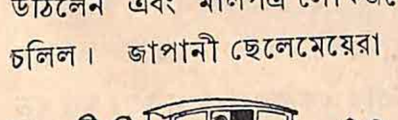
সমতল বাংলার কথা—গ্রাম

আজ অরুণরা আসিবে। রবি অরুণদের আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। রবি সঙ্গে লইয়াছিল দুইখানি গরুর গাড়ি, দুইখানি পালকি, একটি ডুলি ও কয়েকজন লোক। রেলগাড়ি হইতে নামিয়া রবি, অরুণ ও ওটানী একখানি গরুর গাড়ি দখল করিল, অমিয়া ও ওহারু ডুলিতে উঠিয়া বসিল, অরুণের বাবা ও মা দুইখানি পালকিতে উঠিলেন এবং মালপত্র লোকজনের মাথায় ও অন্য গরুর গাড়িতে চলিল। জাপানী ছেলেমেয়েরা বাংলার গ্রামের যানবাহনগুলি অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল।



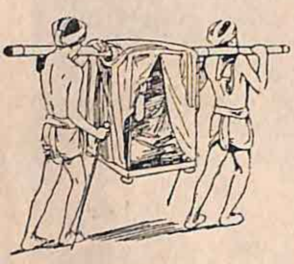
গরুর গাড়ি

তখন পৌষমাস। বেশ শীত পড়িয়াছে, সকলে গরম পোশাক পরিয়াছে; মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময়



পালকি

সকলেই পায়ের উপর একখানি করিয়া পশমের কাপড় ঢাকা দিলেন। শীতকালে চারিদিক্ ফাঁকা, মাঠে কোথাও বাঁধাকপি বা কোথাও ফুলকপি হইয়াছে। আবার কোথাও সরিষা ফুলের দল সবুজ মাঠের মাঝে মাঝে হলুদ রং ছড়াইয়া দিয়াছে। অরুণের পিতা ওটানী ও ওহারুকে বলিতে লাগিলেন,—"বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই এইরূপ সমতল। বাংলার অধিকাংশ জমির জন্ম নদীর পলিমাটিতে—সেইজন্য বাংলার জমি এত উর্ব্বর; জাপানের মত অসমতল বা পাথুরে নয়। বর্ষাকালে এই সব স্থানে নদীর জল আসে এবং পলি পড়ে, তাহাতে ধান, কলাই, শাক-সবজি প্রচুর জন্মায়।" গল্প করিতে করিতে সকলে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল।



ডুলি

§৩

গ্রামের পথে

ক্রমে ক্রমে সকলে অরুণ ও রবিদের গ্রামের নিকটে আসিতে লাগিল। রবি, ওটানী ও অরুণকে দূর হইতে তাহাদের গ্রামখানি দেখাইল। ওটানী দেখিল পথে আসিতে যেকয়খানি ছোট-বড় গ্রাম সে দেখিয়াছে সবগুলিই দূর হইতে প্রায় একপ্রকার মনে হয়। বড় বড় অশ্বত্থ, বট ও আম গাছে ঘেরা গ্রামগুলি দূর হইতে মাঠের মাঝে মাঝে এক একটি ঝোপের মত দেখায়। কুটীরগুলি গাছপালার আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছে। গ্রামের বাহিরে মাঠে বাঁধা গরু-বাছুর আর রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখিয়া গ্রাম আছে বলিয়া বুঝা যায়।

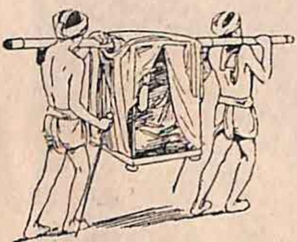
দূর হইতে অরুণদের গ্রামখানিও গাছপালায় ঢাকা একটি ঝোপের মতই মনে হইতেছিল। গাড়ি গ্রামের যতই নিকটে আসিতে লাগিল ততই কুটীরগুলি স্পষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গাড়ি, পালকি, ডুলি ও অন্যান্য সকলে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ওটানী ও ওহারু দেখিল সারি সারি কুটীরগুলি গ্রামের সরু রাস্তার দুইধারে দাঁড়াইয়া আছে।



গ্রামের এক অংশ

গ্রামখানি খুব ছোট নয়। একটি বিদ্যালয়, একটি ছোট পোষ্ট অফিসও আছে। কুটীরগুলির দেওয়াল মাটির ও চাল গোলপাতার—কোন কোনটির আবার চাল টিনের। অবশেষে তাহারা অরুণদের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

সকলেই পায়ের উপর একখানি করিয়া পশমের কাপড় ঢাকা দিলেন। শীতকালে চারিদিক্ ফাঁকা, মাঠে কোথাও বাঁধাকপি বা কোথাও ফুলকপি হইয়াছে। আবার কোথাও সরিষা ফুলের দল সবুজ মাঠের মাঝে মাঝে হলুদ রং ছড়াইয়া দিয়াছে। অরুণের পিতা ওটানী ও ওহারুকে বলিতে লাগিলেন,—"বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই এইরূপ সমতল। বাংলার অধিকাংশ জমির জন্ম নদীর পলিমাটিতে—সেইজন্য বাংলার জমি এত উর্ব্বর; জাপানের মত অসমতল বা পাথুরে নয়। বর্ষাকালে এই সব স্থানে নদীর জল আসে এবং পলি পড়ে, তাহাতে ধান, কলাই, শাক-সবজি প্রচুর জন্মায়।" গল্প করিতে করিতে সকলে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল।



ডুলি

§৩

গ্রামের পথে

ক্রমে ক্রমে সকলে অরুণ ও রবিদের গ্রামের নিকটে আসিতে লাগিল। রবি, ওটানী ও অরুণকে দূর হইতে তাহাদের গ্রামখানি দেখাইল। ওটানী দেখিল পথে আসিতে যেকয়খানি ছোট-বড় গ্রাম সে দেখিয়াছে সবগুলিই দূর হইতে প্রায় একপ্রকার মনে হয়। বড় বড় অশ্বত্থ, বট ও আম গাছে ঘেরা গ্রামগুলি দূরহইতে মাঠের মাঝে মাঝে এক একটি ঝোপের মত দেখায়। কুটীরগুলি গাছপালার আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছে। গ্রামের বাহিরে মাঠে বাঁধা গরু-বাছুর আর রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখিয়া গ্রাম আছে বলিয়া বুঝা যায়।

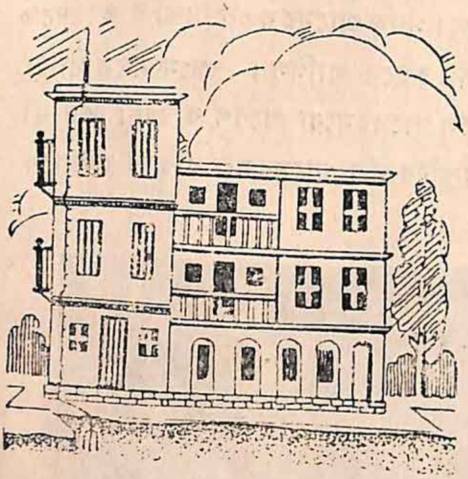
দূর হইতে অরুণদের গ্রামখানিও গাছপালায় ঢাকা একটি ঝোপের মতই মনে হইতেছিল। গাড়ি গ্রামের যতই নিকটে আসিতে লাগিল ততই কুটীরগুলি স্পষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গাড়ি, পালকি, ডুলি ও অন্যান্য সকলে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ওটানী ও ওহারু দেখিল সারি সারি কুটীরগুলি গ্রামের সরু রাস্তার দুইধারে দাঁড়াইয়া আছে।



গ্রামের এক অংশ

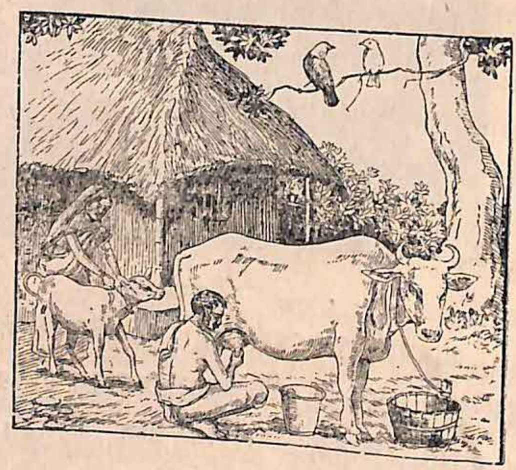
গ্রামখানি খুব ছোট নয়। একটি বিদ্যালয়, একটি ছোট পোষ্ট অফিসও আছে। কুটীরগুলির দেওয়াল মাটির ও চাল গোলপাতার —কোন কোনটির আবার চাল টিনের। অবশেষে তাহারা অরুণদের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

অরুণদের বাড়ি



অরুণদের বাড়ি

অরুণদের অবস্থা ভাল, বাড়িখানি উঁচু পোঁতার উপর তৈয়ারী, অনেকগুলি ঘর,—ঘরগুলি বড় বড়। দেওয়ালে বড় বড় জানালা আছে। ওহারুও অমিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়িখানি দেখিতে লাগিল। বাড়ির মধ্যে বেশ বড় উঠান, উঠানে ধানের দুটি মরাই। উঠান হইতে একটি রাস্তা বাড়ির পিছনের বাগানে গিয়াছে, তাহারা সেই রাস্তা দিয়া যাইয়া দেখিল বাড়ির পিছনে সুন্দর একটি পুকুর—এবং একটি গোয়ালঘরে কয়েকটি গরু রহিয়াছে। সেই সময় গাই দোয়ানো হইতেছিল।



গাই দোয়ানো হইতেছে

বাংলা দেশে আসিয়া ওটানী ও ওহারু, বাঙালীর মতই পোশাক পরিল। ওহারু অমিয়ার মত একখানি শাড়ি ও জামা পরিল। ওটানী অরুণের ন্যায় একখানি ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিল। যদিও তখন শীতকাল তথাপি তাহারা সুতায় প্রস্তুত ধুতি ও শাড়ি পরিয়াছিল। কারণ বাংলার শীতে সুতী কাপড়ের উপর একটি পশমের জামা বা চাদর পরিলেই চলে। বাংলায় শীতকালে জাপান বা ইংল্যাণ্ডের মত ঠাণ্ডা পড়ে না।

বাঙালীর খাদ্য

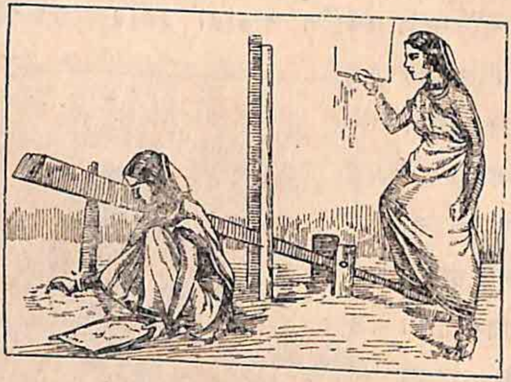
কিছুক্ষণ পরে অরুণের মা ছেলেদের খাইতে ডাকিলেন। জাপানীছেলেমেয়েরা দেখিল তাহাদের বাড়ির মতই মেঝেতে বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা।



কাঁসারী থালা গড়িতেছে

বাড়ীতে বোনা কার্পেটের আসন—কাঁসার থালায় ভাত, তরকারি, কাঁসারবাটিতেডাল ও কাঁসারগেলাসে জল দেওয়া হইয়াছে। জাপানে খাবার দেওয়া হয় সাধারণতঃ জাপানে প্রস্তুত চীনামাটির বাসনে, কিন্তু

আমাদের বাংলা দেশে খাওয়া হয় বাংলায় প্রস্তুত কাঁসার ও পিতলের বাসনে। ভাতগুলি অতি সুন্দর। অরুণের মা বলিলেন, চাল বাড়িতেই তৈয়ারী হয়। নানারূপ তরি-তরকারির সহিত বাংলার লোকেরা দুধ



চাল বাড়িতেই তৈয়ারী হয়

ও মাছ খাইতে ভালবাসে। ছেলেমেয়েরা ভাতের সহিত ঘরের গরুর খাঁটী দুধ ও বাড়ির পুকুরের টাট্‌কা মাছ তৃপ্তির সহিত আহার করিল।

§ ৪

গ্রামের কথা

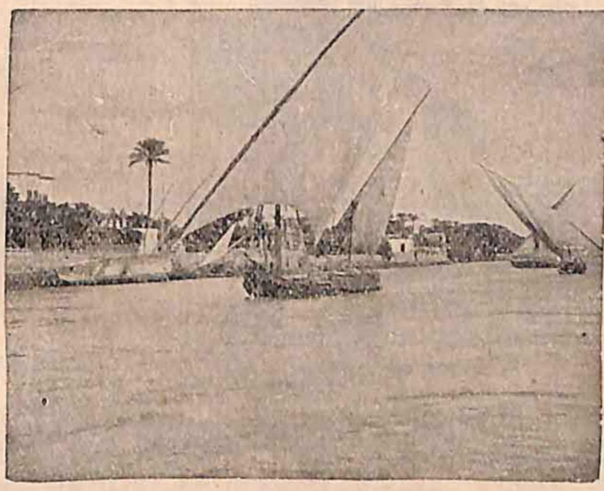
অরুণদের গ্রামখানি মাঝারি—দুই শত ঘর লোকের বাস। অবশ্য বাংলা দেশে এত ছোট গ্রাম আছে—যেখানে মাত্র পঁচিশ ঘর লোক আছে এবং এত বড় গ্রাম আছে যেখানে পাঁচ শত ঘর বা আরও বেশী লোকের বাস।

গ্রামখানি পুরাতন। পাশ দিয়া একটি নদী বহিয়া যাওয়ায় বহু-দিন হইতে গ্রামটির পরিচয় অনেকেই পাইয়াছে। নদী এবং রেল-

ষ্টেশন নিকটে থাকায় এই গ্রামটি কেনা-বেচার একটি কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহুলোক এই গ্রামে আসিয়া কেনা-বেচা করে।

আহারের পর ছেলেমেয়েদের লইয়া অরুণের পিতা গ্রাম ঘুরিতে বাহির হইলেন।

নদীর ধারটি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সকলে সেই দিকেই চলিলেন। গ্রাম হইতে নদীর দিক্‌টি ক্রমে ক্রমে ঢালু হইয়াগিয়াছে। ছেলেরা উৎসাহের সহিত ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া নদীর দিকে ছুটিল। নদীর ধারটি মনোরম। শীতকালে নদীর কালো জল ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। নদীর উপর কয়েকটি মাল বোঝাই নৌকা, পাল তুলিয়া চলিয়াছে। নদীর ধারে অধিকাংশই জেলেদের বসতি—মাছ ধরা ও মাছ কেনা-বেচাই তাহাদের পেশা। সকলে দেখিল যেখানে গ্রামের প্রধান রাস্তাটি নদীর ধারে আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে কেবল কয়েকটি আড়তদারের দোকান।



নদীর ধার

জেলেদের বাড়ীর ধারে বড় বড় জাল শুকাইতেছে। কয়েকজন

বৃদ্ধ জেলে জাল বুনিতেছে। ওহারু ও ওটানীকে দেখিয়া জেলেদের ছেলেমেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অরুণ, অমিয়া ও তাহাদের জাপানী বন্ধুরা কিয়ৎক্ষণ মাছধরা দেখিয়া গ্রামের প্রধান রাস্তা যেখানে নদীর ধারে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই দিকে চলিল। দেখিল জেলেরা একটি ডিঙ্গি লইয়া চলিয়াছে।


জেলে মাছ ধরিতেছে

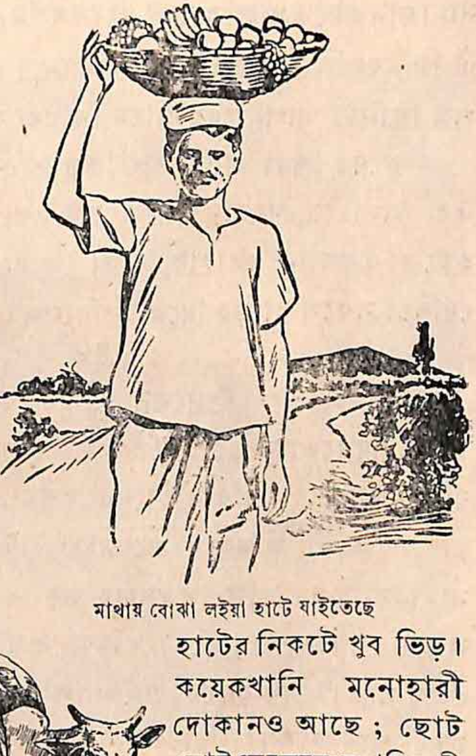
§৫

গ্রামের হাট

গ্রামের হাট সেই স্থানেই বসে। সেদিন হাটবার, ছেলেমেয়েরা যতই হাটের নিকটে আসিতে লাগিল ততই লোকজনের ভিড় বাড়িতেলাগিল। সাধারণতঃ গ্রামের পুরুষেরা একখানা মোটা কাপড় পরে। কেহ গায়ে জামা


জেলেডিঙ্গি

দেয়, কেহ বা খালি গায়েই থাকে। স্ত্রীলোকেরা শাড়ি পরে এবং রুপার গহনা পরে। দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ গহনা পরে না।



মাথায় বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছে

হাটের পথে, কেহ মাল লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেছে—কেহ বা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া ফিরিতেছে। জিনিস-পত্রের মধ্যে অধিকাংশই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য—চাল, ডাল, শাকসবজি, তৈল, নূতন কাপড় ও গামছা।

হাটের নিকটে খুব ভিড়। কয়েকখানি মনোহারী দোকানও আছে ; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিদেশী



গরুর পিঠে মাল বোঝাই করিয়া হাটে যাইতেছে



কামারের দোকান

খেলনার দোকানগুলির আশে পাশে ঘুরিতেছে। কেহ কেহ অল্প

দামের বাঁশী কিনিয়া বাজাইতেছে। হাটের সামনে নদীর ঘাটে নানাস্থান হইতে মাল বোঝাই কয়েকখানি নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। ঐ জিনিষগুলি বিক্রয় হইলে মহাজনেরা নিজেদের দরকারী জিনিস পত্র কিনিয়া আপনাদের গ্রামে ফিরিয়া যাইবে।

অরুণের পিতা বাড়ির জন্য কিছু তরি-তরকারি ও মাছ কিনিলেন এবং কাঁসারীর দোকান হইতে দুটি গেলাস ও কামারের দোকান হইতে একখানি লোহার হাতা কিনিলেন। পরে কিছুক্ষণ হাট দেখিয়া সকলে বাড়ির দিকে ফিরিলেন।

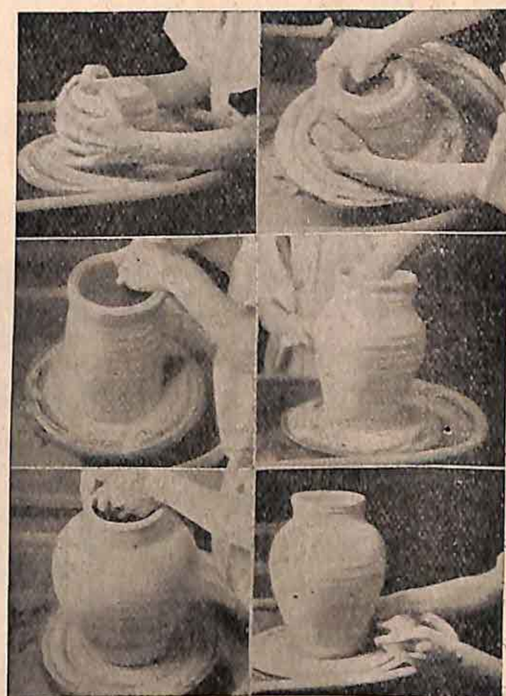
§৬

গ্রামের অন্যান্য স্থান

পরদিন ভোরে ছেলেমেয়েরা উঠিয়া মুখ-হাত ধুইতেছে এমন সময় রবি আসিল। রবি তাহাদের লইয়া গেল—রবিদের বাগানে। রবিদের প্রজা কৃত্তিবাস সবেমাত্র টাট্‌কা খেজুর-রস গাছ হইতে নামাইয়াছে। কৃত্তিবাস খেজুর গুড় করিবার জন্য বাগানটি জমা লইয়াছিল। খোকাবাবুদের দেখিয়া সে বলিল,—"বাবুরা, খেজুর-রস খেয়ে যাও।" রবি বন্ধুদের ডাকিয়া লইয়া কৃত্তিবাসের দেওয়া রস খুশি হইয়া পান করিল। তারপর সকলে গ্রাম দেখিতে বাহির হইল।

"রবিদা—রবিদা!" রবি ফিরিয়া দেখে পিছনে গোবিন্দ। রবিরা দাঁড়াইল। গোবিন্দ বলিল,—"মা আপনাদের একবার ডাকছেন।" রবি বলিল,—"কেন রে, গোবিন্দ?" ওটানী ও ওহারুর দিকে চাহিয়া গোবিন্দ বলিল,—"কি জানি, রবিদা!" রবি বুঝিল বিদেশী বালকবালিকাদের দেখিবার জন্যই গোবিন্দের মা তাহাদের ডাকিয়াছেন। তাহারা ফিরিল।

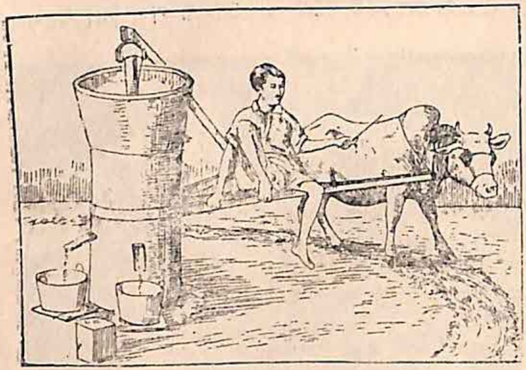
গোবিন্দরা "কুমার"। গোবিন্দের পিতা তখন চাক ঘুরাইয়া মাটির ঘট তৈয়ারি করিতেছিলেন। অরুণদের সঙ্গে পরিচয়ের পর গোবিন্দের মা একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন এবং তাহারা সকলে দেখিতে লাগিল—এক তাল মাটি চাকের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে গোবিন্দের পিতার হাতের নিপুণ স্পর্শে কেমন সুন্দর এক একটি ঘটে পরিণত হইতেছে।



কুমারের চাক

কিছুক্ষণ সেই-স্থানে থাকিয়া তাহারা অন্য স্থান দেখিবার জন্য বাহির হইল। পথের ধারে কি যেন দেখিয়া ওটানী হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সকলে ফিরিয়া দেখিল কলুর ঘানির চোখ-বাঁধা বলদটি একটি মোটা কাঠের চারিদিকে ঘুরিতেছে। রবি তখন জাপানী ছেলে ওটানীকে বুঝাইয়া দিল যে ঐ কাঠটি ঘানি এবং বলদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সরিষা ভাঙ্গিতেছে এবং ফলে সরিষার তৈল প্রস্তুত হইতেছে। এইটি এ গ্রামের কলুদের বাড়ি।

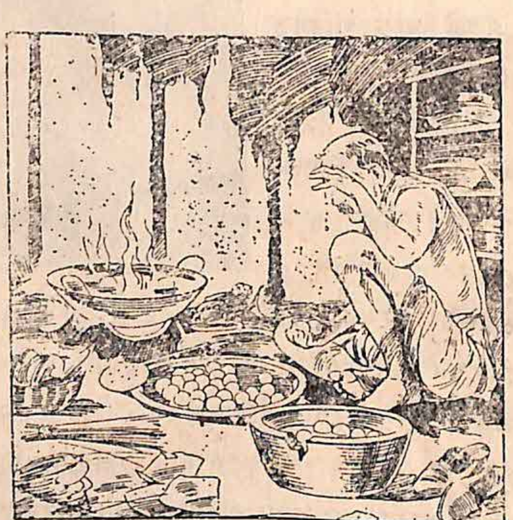
সকলে মিলিয়া ঘানিঘরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। কলু হাসিমুখে ছেলেদের দেখাইল, কি করিয়া সরিষা দেয় ও কি ভাবে তৈল বাহির হয়।



কলুর ঘানি

কলুদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কিছু খাইবার ইচ্ছা হইল। রবি তাহার বন্ধুদের লইয়া গ্রামের ময়রার দোকানে গেল। একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া তাহারা কিছু গরম কচুরি ও জিলিপি কিনিয়া খাইতে লাগিল। ময়রা তখন কচুরি ভাজিতেছিল।

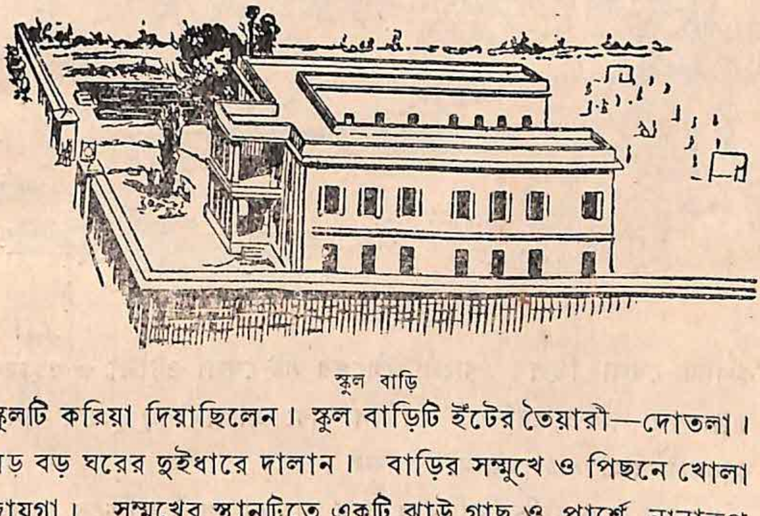
খাবার খাইবার পর তাহারা গেল মাঠের ধারে এবং সেখানে কিছুক্ষণ খেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল।



ময়রার দোকান

আজ দুপুরে তাহারা স্কুল দেখিতে যাইবে; সুতরাং বাড়ি ফিরিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লইল। রবি আসিয়া তাহাদের ডাকিল ও সকলে স্কুল দেখিতে চলিল। যাইবার সময় অরুণের পিতা রবিকে বলিলেন, ফিরিবার পথে সে যেন পোষ্ট অফিস হইতে কয়েকখানি পোষ্টকার্ড ও খাম কিনিয়া আনে।

অরুণদের বাড়ি হইতে উত্তরদিকে দশমিনিট চলিবার পর তাহারা স্কুলের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামের জমিদারেরা

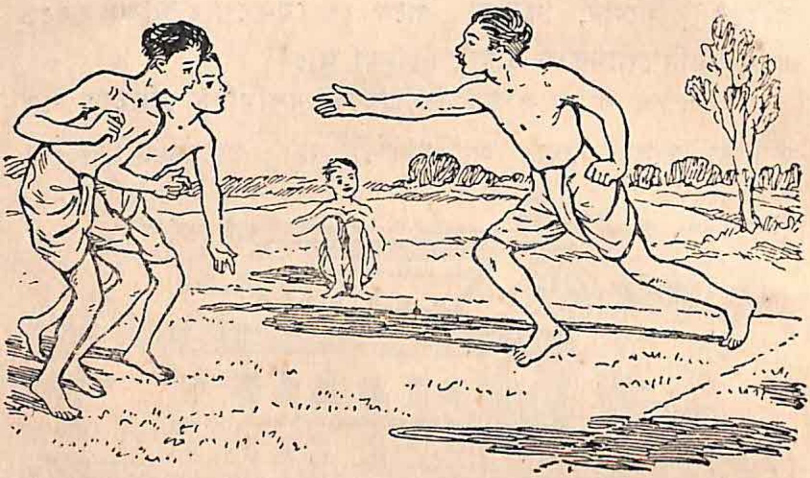


স্কুল বাড়ি

স্কুলটি করিয়া দিয়াছিলেন। স্কুল বাড়িটি ইঁটের তৈয়ারী—দোতলা। বড় বড় ঘরের দুইধারে দালান। বাড়ির সম্মুখে ও পিছনে খোলা জায়গা। সম্মুখের স্থানটিতে একটি ঝাউ গাছ ও পার্শ্বে নানারূপ ফুলের গাছ লাগান হইয়াছে। পশ্চাতের খোলা স্থানটি খেলিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

অরুণ শিক্ষক মহাশয়দের প্রণাম করিল এবং তাঁহারাও অরুণদের দেখিয়া খুশি হইলেন। ঘণ্টা বাজিলে ছেলেরা ক্লাসে গেল এবং অরুণরা রবিদের ক্লাসে গিয়া বসিল। শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের

বলিলেন, অরুণ যে কয়দিন আছে সে কয়দিন প্রত্যহ গল্পের ঘণ্টায় এক একটি দেশের গল্প বলিবে। ছেলেরা শুনিয়া অত্যন্ত খুশি। সেদিন শনিবার। সকাল সকাল ছুটির পর স্কুলের মাঠে ছেলেদের



কপাটি খেলা

কপাটি খেলা ছিল। বাংলা দেশের এই খেলা ওটানী ও ওহারু আনন্দের সহিত দেখিতে লাগিল এবং জাপানী জুজুৎস্থর নানা কায়দার কথা তাহাদের মনে পড়িল।

স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পথে তাহারা পোষ্ট অফিসে গেল। গ্রামের পোষ্ট অফিসটি ছোট। একজন পোষ্টমাষ্টার এবং দুইজন পিয়ন সব কাজই করে। একটি বড় টিনের ঘর—আসবাবের মধ্যে আছে একটি পোষ্টবক্স, একটি ঘড়ি, কয়েকটি আলমারি ও সিন্দুক এবং মাষ্টার মহাশয়ের চেয়ার, টেবিল ও পিয়নদের টুল। পোষ্ট অফিসটি ছোট হইলেও গ্রামের সকল খবর ইহারই মধ্য দিয়া বাহিরে

যায় এবং বাহিরের সকল সংবাদ গ্রামে আসিয়া পৌঁছায়। পোষ্টকার্ড ও খাম কিনিয়া ছেলেরা বাড়ি ফিরিল।

গ্রামে যে কয়েকদিন তাহারা ছিল প্রত্যহ স্কুলে যাইত এবং খুব আনন্দ করিয়া কাটাইত। অরুণের বলা বিদেশের গল্প-গুলি শিক্ষক মহাশয়েরা বিদ্যালয়ের একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্রে বাহির করিলেন।

একদিন পত্র আসিল, কার্য্য উপলক্ষ্যে অরুণের পিতাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সঙ্গে যাইবার জন্য ছেলেমেয়েরাও তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। সুতরাং স্থির হইল সকলে কলিকাতায় যাইবে। অরুণের পিতা গ্রামে আসিয়া একখানি নূতন ঘর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং জানালা দরোজা গ্রামের ছুতার সাধুচরণকে তৈয়ারি করিতে দিয়াছিলেন। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে তিনি সাধুকে কাঠের জন্য কিছু টাকা দিতে চান। তিনি অরুণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অরুণ, এই টাকাগুলি তুমি সাধুকে দিয়ে এসো।" অরুণ ও ওটানী একজন কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া চলিল। সাধুর বাড়ি পৌঁছিতেই, সে তাহাদের কারখানার মধ্যে



করাত দিয়া কাঠ কাটিতেছে

একখানি বেঞ্চিতে যত্ন করিয়া বসাইল। সাধু তখন করাত দিয়া এক খানি কাঠ কাটিতেছিল। সে বলিল,—"আপনারা কি একটু অপেক্ষা করিবেন? আমি হাতের কাজটা শেষ করিয়া টাকা লইতেছি।" বালকেরা বেঞ্চিতে বসিয়া সাধুর কাজ দেখিতে লাগিল। সাধুর কাজ শেষ হইলে সে টাকা লইল এবং ছেলেদের কারখানা দেখাইল। পরে তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

অনুশীলন

বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের মধ্যে প্রধান কোনটি?

বাংলাদেশে প্রচুর মৎস্য জন্মাইবার কারণ কি?

বাংলাদেশের অধিবাসীদের পোশাকের সহিত ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের পোশাকের তুলনা কর।

লোকে হাটে যায় কেন?

গ্রামের হাট সাধারণতঃ কোন স্থানে বসে?

বাংলার গ্রামের লোকদের প্রধান পেশা কি কি? নামগুলি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখ।

বাংলার গ্রামে কি কি যানবাহন আছে?

হাতের কাজ

একখানি খাতার পাতায় গরুর গাড়ি, ডুলি, পালকি প্রভৃতি যানবাহনের ছবি সংগ্রহ করিয়া গঁদ দিয়া লাগাইয়া রাখ।

[শিক্ষক মহাশয় শিশিতে মাটিগোলা ঘোলা জল রাখিয়া পলি কিভাবে থিতাইয়া পড়ে ছাত্রদের দেখাইবেন।]

বাংলা দেশের কথা—শহর

§১

অরুণরা গ্রামের পথ ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের গাড়ি, পালকি ও ডুলি মাঠের পথে ধীরে ধীরে চলিতেছে। ফাল্গুন মাস, শীতের প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে মাঠ ও পল্লীর রূপ অন্য রকম হইয়াছে। বৃক্ষ-লতা নূতন কচি, কোমল পত্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোন কোনটিতে আবার নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছে। নানা পাখীর ডাকের মধ্যে কোকিলের স্বর শোনা যাইতেছে। পল্লীগ্রামের বসন্তকালের শোভা দেখিতে দেখিতে সকলে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

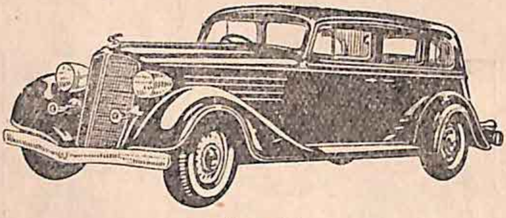


চাষী লাঙ্গল দিতেছে

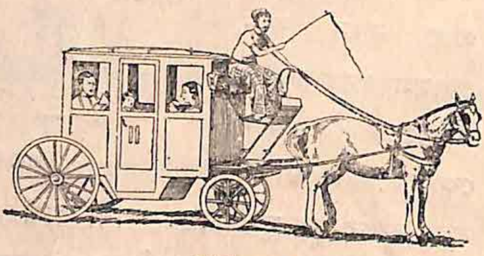
টিকিট কিনিয়া ও মালপত্রের ব্যবস্থা করিয়া সকলে ট্রেনে উঠিল। দুইধারে সমতলক্ষেত্র, মাঝে মাঝে গাছপালায় ঘেরা গ্রাম, তাহার মধ্য দিয়া ট্রেনখানি দ্রুত চলিতেছে। মাঠে জল সেচনের জন্য কয়েকটি খালও পথে পড়িল। চাষারা লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত্র চষিতেছে এবং রাখাল ছেলেরা গরুর পাল লইয়া গাছের তলায় বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে গাড়ি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল।

বড় ষ্টেশন, খুব গোলমাল। মুটে এবং মোটর ও ঘোড়ার গাড়ির চালকেরা আরোহীদের নানারূপ প্রশ্নে বিরক্ত করিতেছে। অরুণের পিতা মালপত্র মুটের মাথায় দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন এবং ছেলেমেয়েদের সহিত একখানি ভাড়া মোটরে বসিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী মালপত্রগুলি লইয়া একখানি ঘোড়ার গাড়িতে বসিল।



মোটর গাড়ি



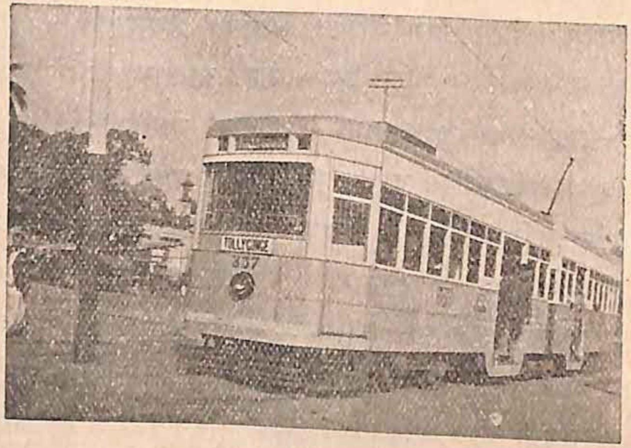
ঘোড়ার গাড়ি

§২

শহরের পথ

দুইমাস পল্লীতে বাস করিয়া, শহরের কোলাহল ও লোকজন খুব বেশী বলিয়া মনে হইতেছিল। সদর রাস্তায় আসিয়া তাহারা দেখিল—মোটর ও ঘোড়ারগাড়ি ব্যতীত যাতায়াতের জন্য ট্রাম গাড়ি, বাইসাইকেল ও বাস আছে এবং মাল বহিবার জন্য গরু ও মহিষের গাড়ি আছে। অরুণ ও অমিয়ার মনে হইল রাস্তার যানবাহনগুলি লণ্ডন শহরের মত। লণ্ডনেও বাস, মোটর গাড়ি ও ট্রাম আছে। তবে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি বা গরু ও মহিষের গাড়ি নাই; লণ্ডনে শহরের নীচে টিউব-রেলগাড়ি চলে। অরুণ ও অমিয়া যখন কলিকাতা শহরটি দেখিয়া লণ্ডনের ছবি মনে মনে আঁকিতেছিল এবং গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিল, তখন ওটানী ও ওহারুর চোখ কোন একটি বস্তু দেখিয়া ভিজিয়া আসিতেছিল। অরুণের পিতা অন্যমনস্ক ছিলেন। হঠাৎ জাপানী ছেলেমেয়েদের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে পথে রিক্সগুলি দেখিয়া জাপানী শিশুদের স্বদেশের কথা মনে পড়িয়াছে। তাহাদের অন্যমনস্ক ভাব কাটাইবার জন্য তিনি ছেলেমেয়েদের বলিলেন,—"গ্রামের তুলনায় শহরটিতে কত বেশী লোক! বড় শহরের একটি রাস্তায় একদিনে যত লোক চলাচল করে পল্লীগ্রামের একটি বড় মেলাতেও এত লোক হয় না। শহরের অধিকাংশ বড় রাস্তার দুইধারে পায়ে চলার পথ ও মধ্যে

গাড়ি চলার পথ থাকে। বড় রাস্তায় এত বেশী গাড়ি চলে যে পায়ে-চলা পথের ব্যবস্থা না থাকিলে কত বেশী লোকের গাড়ি চাপা পড়িয়া মৃত্যু হইত তাহা বলা যায় না।"

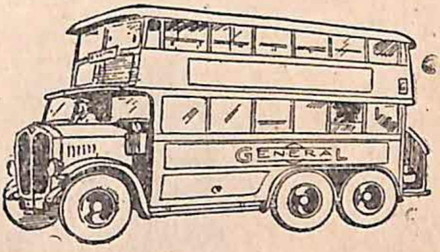


ট্রামগাড়ি

শহরের বড় বড় অট্টালিকা, রাস্তার ধারে সাজান দোকান ও নানা দেশের লোকজন দেখিতে দেখিতে তাহাদের গাড়ি নির্দ্দিষ্ট হোটেলের সাম্‌নে আসিয়া থামিল। গাড়ি বিদায় করিয়া থাকিবার জন্য তাহারা দোতলার একখানি ঘর ঠিক করিল। গ্রামে স্নানের ব্যবস্থা পুকুরে ; শহরে বাড়িতেই কলের জল পাওয়া যায়। সকলে সেই জলে হাত-মুখ ধুইয়া লইল।

সেই সন্ধ্যায় তাহারা একখানি ছাদ-খোলা ঘোড়ার গাড়িতে শহর দেখিতে বাহির হইল। বড় শহরের রাত্রির শোভাও মনোহর। গ্যাস্ ও বৈদ্যুতিক আলোয় পথ আলোকিত। সারি

সারি দোকানগুলিও আলোক-মালায় সজ্জিত। কিছুক্ষণ শহর দেখিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আহারাদির পর শুইয়া পড়িল।



বাস

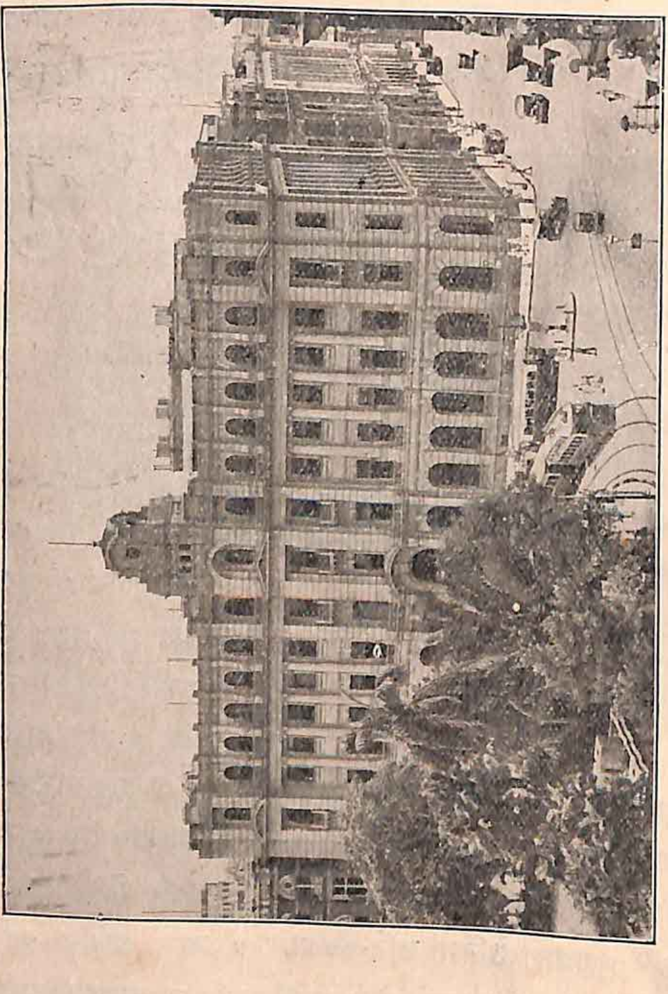
§৩

বাজার

পরদিন ভোর হইতেই ছেলেমেয়েরা নিকটের একটি 'পার্কে' বেড়াইতে গেল। ফিরিবার পথে তাহারা দেখিল একটি বাজার। চাষীও জেলের মাথায় এবং গরুর গাড়ি বা মোটর লরীতে শাক-সবজি ও মাছ বাজারে যাইতেছে। পল্লীগ্রামের ন্যায় শহরে সপ্তাহে একবার বা দুইবার হাট বসে না। বাজারে প্রত্যহ প্রায় দিনরাতই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েরা বাজারের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহারা শুনিল তরি-তরকারি ও মাছ প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতেও আসিয়াছে। ট্রেন, লরী প্রভৃতি যানবাহনের সুবিধা হওয়ায় পল্লীগ্রাম হইতে তাজা জিনিস অনায়াসেই শহরে আসে।



রিক্সা



শহরের একটি বড় বাড়ি

§৪
শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল সেখানে আরওঅনেক লোক থাকেন। অরুণের পিতা বলিলেন এই সব লোকের মধ্যে অধিকাংশ চাকরি করেন, কেহ কেহ ব্যাবসাও করেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকের পেশা চাষ করা। শহরগুলি ব্যাবসার কেন্দ্র, নানাদেশের জিনিসপত্র এখানে আমদানি হয় এবং শহরের মধ্য দিয়া দেশবিদেশে চালান হয়। পল্লীগ্রামের লোক অপেক্ষা শহরের লোকেরা অবস্থাপন্ন।

ছেলেমেয়েদের আহার সমাপ্ত হইলে অরুণের পিতা তাহাদের লইয়া স্কুল, কলেজ প্রভৃতি দেখিতে গেলেন। কলিকাতার প্রতি পাড়ায় তাহারা অনেকগুলি ছোট-বড় বিদ্যালয় দেখিতে পাইল। শহরে অনেক কলেজও আছে। বৈকালে তাহারা গঙ্গার ধারে ভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখিল অনেক বড় বড় জাহাজ গঙ্গাবক্ষে দাঁড়াইয়া আছে। কাপ্তেনের অনুমতি লইয়া তাহারা একখানি জাহাজের ভিতর ঘুরিয়া আসিল। অনেকদিন পর আবার জাহাজের মধ্যে আসিয়া তাহাদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

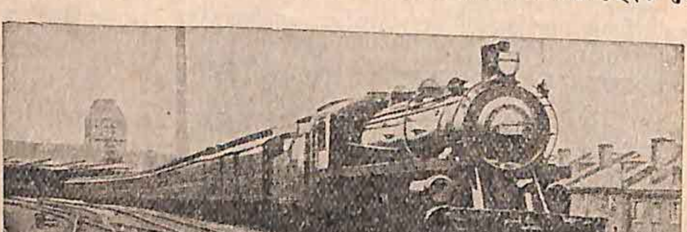
অরুণের পিতার কার্য্যোপলক্ষ্যে তাহাদের কিছু বেশী দিনের জন্য কলিকাতায় থাকিতে হইল। তাহারা মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় বায়স্কোপ দেখিত, গড়ের মাঠে হকি খেলা দেখিত ও চিড়িয়াখানা, যাদুঘর ও শিবপুরের বোটানিক্ গার্ডেন প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইত। একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ দেখিয়া আসিল। দমদমে এরোড্রোম দেখিতে গিয়া, প্রত্যেকে পাঁচটাকা খরচ করিয়া এরোপ্লেনে চড়িল।

বৈশাখের মাঝামাঝি—কলিকাতায় অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখার তলায়—জানালায় ভিজা খস্‌খস্ দিয়া—বসিয়া থাকিতে হয় ; রাস্তার পিচ্ গলিয়া উত্তাপ আরও বাড়ায়। এত উত্তাপে অরুণের পিতার শরীর খারাপ হইতে লাগিল। ওটানী ও ওহারু রোগা হইয়া গেল। তখন অরুণের পিতা স্থির করিলেন দার্জ্জিলিং যাইবেন। হিমালয়ের কথা ছেলে-মেয়েরা অনেকদিনই শুনিয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পাহাড়টি দেখিবার জন্য তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পার্ব্বত্য বাংলা ও পাহাড়িয়া

§৫

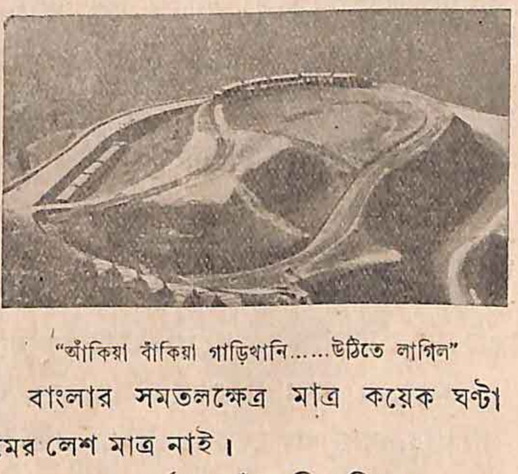
কয়েকদিনের মধ্যে অরুণের মা কলিকাতায় আসিলেন এবং সকলকে লইয়া অরুণের পিতা দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া শিলিগুড়ি গেলেন এবং সেখান হইতে হিমালয়ের কোলে দার্জ্জিলিং শহরে যাইবার জন্য ছোট রেলে



দার্জ্জিলিং মেল

চড়িলেন। আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়িখানি উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল, গম্ভীর হিমালয়ের আকাশ-

স্পর্শী শুভ্র চূড়া ও বিরাট্ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানি দেখা গেল। রেলগাড়ি হইতে পাহাড়ের ফাঁক দিয়া দূরে অতি নিম্নে সবুজরঙের সমতলক্ষেত্র মাঝে মাঝে ছবির মত দেখা যাইতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা এই মনভুলান দৃশ্য দেখিবার জন্য গাড়ির দুইধারের জানালায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ওটানী হিমালয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"জ্যাঠামহাশয়, আপনি বলিয়াছিলেন বাংলা দেশের অধিকাংশ সমতল—তবে কি আমরা বাংলা ছাড়াইয়াছি ?"



"আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়িখানি......উঠিতে লাগিল"

প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, আজ তোমাদের আমি বাংলা দেশের কথাই বলিব।" অরুণের মা ইতোমধ্যে সকলের গায়ে পশমের জামা, পায়ে মোজা ও মাথায় টুপি পরাইয়া দিলেন। বাংলার সমতলক্ষেত্র মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছাড়াইয়াছে, কিন্তু গরমের লেশ মাত্র নাই।

অরুণের পিতা ছেলেমেয়েদের পর্ব্বতের ফাঁক দিয়া নিম্নে সমতলক্ষেত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ সমতলক্ষেত্র এবং এই উচ্চ পর্ব্বত যাহার উপর দিয়া এখন আমরা চলিতেছি সবই বঙ্গদেশ। কলিকাতা হইতে আমরা উত্তর দিকে আসিয়াছি। উত্তরে বঙ্গদেশ হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য হিমালয়ের সামান্য মাত্র স্থান বাংলা অধিকার করিয়াছে। হিমালয় সমস্ত ভারতের উত্তর সীমা নির্দ্দেশ

করিতেছে। বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশ মিলিয়াছে বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ব্ব সীমায়। পশ্চিমদিকে বাংলার জমি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া রাজমহল পর্ব্বত ও ছোটনাগপুরের মালভূমির প্রান্তে মিশিয়াছে। পূর্ব্বদিকেও বাংলার সমতলক্ষেত্র ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া আসাম ও ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ও উত্তর সীমায় আসিয়া মিশিয়াছে। বাক্স হইতে একখানি মানচিত্র বাহির করিয়া তিনি দেখাইলেন বঙ্গদেশের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমানা উচ্চভূমিতে মিশিয়াছে এবং দক্ষিণ দিক্ ক্রমে ক্রমে ঢালু হইয়া সাগর স্পর্শ করিয়াছে। তিনি একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি এক ইঞ্চি কাটিলেন এবং তাহার সাহায্যে মানচিত্রে চিহ্নিত উচ্চ ও নিম্নভূমি মাপিয়া দেখাইলেন যে বাংলার অধিকাংশ স্থান সমতল।

গল্প শুনিতে শুনিতে সকলে হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। অরুণের পিতা ছেলেমেয়েদের জানালার বাহিরে দেখিতে বলিলেন। সকলে দেখিল পাহাড়ের গা বহিয়া গেরুয়া রঙের জলের স্রোত চারিদিক্ দিয়া নামিয়া আসিতেছে।

অরুণের পিতা বলিলেন,—"তোমরা দেখিয়াছ বৃষ্টির জল কত পরিষ্কার, কিন্তু পাহাড়ের গা বহিয়া এত ঘোলা হইয়া পড়িতেছে কেন বলিতে পার ?"

অরুণ বলিয়া উঠিল,—"পাহাড়ের গায়ের ধুলা-বালি মিশিয়া ঐরূপ হইয়াছে।" অরুণের পিতা বলিলেন,—"তুমি কতকটা ঠিকই বলিয়াছ, কিন্তু এই জলের সঙ্গে আরও আছে পাথরের অতি ক্ষুদ্র কণা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের স্রোতের সঙ্গে এই পাথরের কণা বড় নদীতে মিশিয়া বাংলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। এই পাথর ক্ষয় হওয়া



কণাগুলির সমষ্টিকে আমরা পলিমাটি বলি।” অমিয়া বলিয়া উঠিল, —“বাবা, আপনি দেশে যাইবার সময় বলিয়াছিলেন বাংলা দেশ পলিমাটি দিয়া গঠিত।”

“হ্যাঁ, তোমার ঠিক মনে আছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, আত্রেয়ী, যমুনা প্রভৃতি নদী হিমালয়ে জন্মলাভ করিয়া হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া পাথর-গলা মাটি লইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছে এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানা প্রসারিত হইতেছে।”

“পলিমাটি দ্বারা বাংলার সমতলক্ষেত্র গঠিত বলিয়া জমি উর্ব্বর এবং অতি অল্প চেষ্টায় এখানে ফসল জন্মায়, আর সেইজন্য চাষ-আবাদ করাই অধিকাংশ বাঙালীর উপজীবিকা।”

ওটানী বলিল,—“জ্যাঠামহাশয়, আপনাদের গ্রামে থাকিতে আমি দেখিয়াছি চাষারা কত সহজে লাঙ্গল দিয়া জমি চষিতে পারে। আমাদের দেশে কিন্তু পাহাড়ের ধার কাটিয়া কাটিয়া চাষের জন্য ধাপে ধাপে সরু স্থান করিয়া লয় এবং সেইস্থানে ধান চাষ হয়।”

অরুণের পিতা বলিলেন,—“পাহাড়ী স্থানগুলিতে চাষ ঐভাবেই করিতে হয়! দার্জ্জিলিংএ দেখিতে পাইবে—চা ঐভাবে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষ হইতেছে।”

ছেলেমেয়েরা যখন গল্প শুনিতেছিল অরুণের মা কিছু রুটি, মাছ ভাজা আর চা আনিয়া তাহাদের খাইতে বলিলেন।

ক্ষুধা সকলেরই পাইয়াছিল এবং পাহাড়ী শীতে গরম চা দেখিয়া সকলেই খুশি। সকলে খাইতে লাগিল—খাইতে খাইতে অরুণের

পিতাবলিতেলাগিলেন,—“বাংলা দেশে অনেকগুলি নদী আছে এবং নদীতে অসংখ্য মাছ। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের লোকেরা খুব বেশী মাছ খাইতে পায়। নদীর ধারের এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলায় সমুদ্রের ধারের লোকে মাছের ব্যাবসা করে। পূর্ব্বে সমুদ্রতীরের



চায়ের চাষ

বাঙালীরা জাহাজ তৈয়ারি করিয়া দেশ বিদেশে যাইত। এখনও চট্টগ্রামের অনেক লোক জাহাজে কাজ করে।”

ওটানী বলিল,—“জ্যাঠামহাশয়, বাবা বলিতেন, খোকা, জাপানে সব জিনিস আমরা চাষ করেছি, কিন্তু একটি জিনিসের জন্য আমাদের জাহাজকে কলিকাতার বন্দরে যেতেই হয়, সেটি পাট’।”

“তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন ওটানী, পাট বাংলা দেশ ছাড়া

আর বড় একটা হয় না। সারা পৃথিবীর চটের কাপড়, চটের থলে বাংলার পাটে প্রস্তুত হয়। পাট বিক্রয় করা বাংলার একচেটিয়া ব্যাবসা।

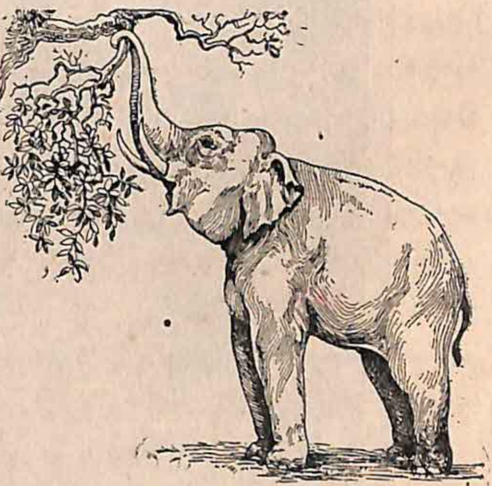
ইতোমধ্যে বৃষ্টি থামিয়াছে। বৃষ্টির জলে সদ্যঃস্নাত পাহাড়ের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। একদিকে গভীর খাত, অন্যদিকে পাহাড়ের চূড়াগুলি যেন আকাশ ধরিবার ইচ্ছায় উঠিয়াছে। পাহাড়েরগায়ে বড় বড় গাছ। ওহারু বলিল,— "জ্যাঠামহাশয়, ঐ সকল জঙ্গলে বাঘ আছে?"



সুন্দরবনের বাঘ

জ্যাঠামহাশয় বলিলেন,— "হ্যাঁরে—মা, হ্যাঁ। হিমালয়ের নিম্ন ভাগে ঐ সব গভীর জঙ্গলকে 'তরাই' ও 'দুয়ার' বলে। ঐসকল স্থান খুব স্যাঁতসেঁতে, আর ওখানে ম্যালেরিয়া হয়। বাঘ, হাতী, ভল্লুক প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ার ওখানে অনেক পাওয়া যায়।" অরুণের একটি পাখীমারা বন্দুক ছিল। সে বলিয়া উঠিল,— "বাবা, আমরা তোমার সঙ্গে একদিন শিকারে যাব।" অনিলবাবু

বলিলেন,—"বেশত, বড় হইলে তুমি বড় জানোয়ার শিকার করিবে। খুব বড় বড় বাঘ থাকে বাংলা দেশের দক্ষিণে সুন্দরবনে। দক্ষিণ বঙ্গের যে স্থানটি সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থানটির নাম সুন্দরবন। সেখানে সুন্দরী গাছ অনেক আছে বলিয়া তার নাম হইয়াছে সুন্দরবন। ঐ বনের মধ্য দিয়া গঙ্গানদীর অনেক মুখ সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই সকল নদীতে অনেক কুমীর। সুন্দরবনের নদীর ধারে ধারে অনেক হরিণও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সুন্দরবনের জঙ্গল কিছু কিছু কাটিয়া চাষ-আবাদ হইতেছে। তোমাদের একবার ষ্টীমারে করিয়া সুন্দরবন বেড়াইতে লইয়া যাইব। গ্রামের কুটীরের চাল ছাইবার জন্য গোল-পাতা সুন্দরবন হইতে আইসে। মধু আর মোম সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।"


হাতী

গাড়ী 'ঘুম' ষ্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছে।

অরুণের বাবার সুন্দরবনের গল্প তখনও চলিতেছিল; ওহারু অন্যমনে দুইটি লোকের দিকে চাহিয়াছিল; তাহারা গাড়ির অপর প্রান্তে বসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছিল। লোক-দুইটির

আকৃতি বাংলার সমতলক্ষেত্রের লোকদের মত নয়,—দেহ বলিষ্ঠ, চোখ ছোট, গোল-গাল মুখ ও নাক চ্যাপ্টা। পশমের ঢিলে



তিব্বতের লোক

আলখাল্লা পরিয়াছে। ওহারু জিজ্ঞাসা করিল,—"ওরা কোন দেশের লোক, জ্যাঠামহাশয় ?"

অনিলবাবু বলিলেন,—"তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর না!" ওহারু

অপরিচিত লোক দুইটির নিকটে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অরুণ খুব সাহসী ছেলে, সে বলিল,—"আমি উহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি।" তখন সব ছেলেমেয়ে উঠিয়া গিয়া লোকদুইটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কোন দেশের লোক? ছেলেমেয়েরা নিকটে আসিতে তাঁহারা হাসিয়া কাছে বসিতে বলিলেন। প্রশ্নটি প্রথমে তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। উঁহাদের মধ্যে একজন-কলিকাতায় বহুদিন ছিলেন, তিনি বলিলেন তাঁহাদেরদেশ তিব্বত। তাঁহারা দার্জ্জিলিংএ কয়েকদিন থাকিয়া দেশে ফিরিবেন। অমিয়া বলিয়া উঠিল,—"আপনারা দার্জ্জিলিংএ আমাদের হোটেলে একদিন আসিবেন? আপনাদের দেশের গল্প আমরা শুনিব।" তিব্বতী ভদ্রলোক অমিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং অমিয়াও ওহারুকে ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া দুইটি রঙিন কাঁচের মালা উপহার দিলেন। মালা লইয়া অমিয়া মাকে দেখাইল এবং বলিল যে সে উঁহাদের দার্জ্জিলিংএর বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অমিয়া তার বাবার নিকট হইতে বাসার ঠিকানা লইয়া তিব্বতী ভদ্রলোকটিকে দিল।

§৬

চাকৃমাদের কথা

অমিয়ার বাবা ছেলেমেয়েদের পাহাড়ী লোকদের বিষয় জানিবার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন,—"তোমাদের আমি বলিয়াছি বাংলা দেশটি উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকে উচ্চ ও পার্ব্বত্য এবং ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমতল, সমতলক্ষেত্রে আমরা বাস করি। সমতল ভূমির লোকেরা অনেক উন্নত ও সভ্য। পার্ব্বত্য বাংলায় অধিবাসীদের আকৃতি, প্রকৃতি, আহার ও পরিচ্ছদ সমতলের

অধিবাসীদের হইতে ভিন্ন। বাংলার পূর্ব্ব সীমানায় চট্টগ্রামের ও ত্রিপুরার পাহাড়ী স্থানগুলিতে 'চাক্‌মা'রা বাস করে। চাক্‌মারা খুব বলবান। চাক্‌মারা বাঁশের মাচার উপর ঘর বাঁধে। তাহারা সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুদের ন্যায় পোশাক পরে। তাহারা মাংসপ্রিয়, নানারূপ জীব-জন্তুর মাংস—এমন কি সাপ, বেঙ পর্য্যন্ত খায়। পুরুষরা মাথায় পাগড়ি পরে। মেয়েরা রঙিন কাপড় পরে এবং ফুলের গহনা পরিতে ভালবাসে। চাক্‌মারা চাষ করে, কাঠ বিক্রয় করে এবং নৌকা নির্ম্মাণ করে। মেয়েরা অধিক পরিশ্রমী। তাহারা চাষ করে, কাপড় বুনে এবং অন্যান্য কাজ করে। এই পাহাড়ীরা যেখানে চাষের সুবিধা থাকে সেইখানে লাঙল চালাইয়া চাষ করে। পার্ব্বত্য স্থানে গাছপালা পোড়াইয়া মাটি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখে, পরে বর্ষাকালে সেইস্থানে গর্ত্ত করিয়া নানারূপ শস্যের বীজ পুঁতিয়া দেয়। পরে যে ফসলের যখন সময় সেই ফসল ফলে। এইরূপ চাষকে বলে 'জুম' চাষ। এই চাষ যাহারা করে তাহাদের 'জুমিয়া' বলে।"

§৭

সাঁওতালদের কথা

"আর একদল পাহাড়ীদের তোমরা দেখিয়াছ—গ্রামে থাকিতে। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে একদিন আমরা নাচ দেখিতে গিয়াছিলাম।" সকলে বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, মনে আছে। তাহারা ত সাঁওতাল, মেয়েরা মাথায় জবাফুল পরিয়া কেমন দল বাঁধিয়া নাচিতেছিল!" অরুণ বলিল,—"তাহাদের মাদল আর বড় বড় বাঁশীর আওয়াজ আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল।" ওহারু বলিল,—"তাহাদের গায়ের রং খুব কাল, খুব জোর

আছে গায় !" অমিয়া বলিল,—"তাহাদের কাপড় কি রকম মোটা আর ছোট !"

অরুণ বলিল,—"গ্রামে যখন ছিলাম এক দিন সন্ধ্যা বেলায় াড়ীর পাশে দুইজন সাঁওতাল তীর-ধনুক দিয়া কাঠবিড়ালী শকার করিতেছিল, আমি দেখিয়াছি।" অরুণের পিতা বলিলেন, —"তোমরা যাহাদের কথা বলিলে এই সাঁওতালরা বাস করে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের স্থানে স্থানে ; ইহারা বাংলার নানা স্থানে চাষের সময় কাজ করিতে আসে। পুকুর কাটা, রাস্তা করা এই সব কাজ ইহারা করে। ইহারা সত্যবাদী ও সর্দ্দারকে খুব মান্য করে।"

§৮

নেপালী, ভূটিয়া ও লেপ্‌চা

"দার্জ্জিলিংএ তোমরা অনেক রকম পাহাড়ী জাতি দেখিতে পাইবে। তাহারা হিমালয়ের উপরের নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছে। ইহারাও খুব বলবান। নেপালীরা খর্ব্বকায়। ভূটিয়ারা ও লেপ্‌চারা সেরূপ নয়। ইহাদের নাক চ্যাপ্টা, চক্ষু ছোট। এই সকল পাহাড়ীরা ভারী বোঝা পিঠে করিয়া পাহাড়ের উঁচু-নীচু পথে অনায়াসে যাতায়াত করে।"

গল্প করিতে করিতে ও হিমালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাহারা দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে পৌঁছাইল। ভূটিয়া কুলিরা তাহাদের মালপত্র দড়ি দিয়া বাঁধিয়া পিঠে চাপাইল এবং দড়িটি কপালে আটকাইল।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া উঁচু-নীচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়া তাহারা কিছুক্ষণ হাঁটিয়া নির্দ্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছিল। হোটেলের

জানালা হইতে হিমালয়ের তুষার-ঢাকা শুভ্র চূড়াগুলি দেখিয়া সকলের প্রাণ বিস্ময়ে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

আজ সকলেই ক্লান্ত, সুতরাং গরমজলে স্নানাদি সারিয়া কিছু আহার করিয়া সকলে বিশ্রাম করিল।

§ ৯

কয়েকদিনের মধ্যে পাহাড়ী ঠাণ্ডায় তাহাদের শরীর তাজা হইয়া উঠিল এবং ছেলেমেয়েরা বাংলার সমতলক্ষেত্র হইতে ৭০০০ ফুট উচ্চে ছবির মত এই শহরটির বুকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ম্যাল (Mall), প্রেক্ষণপর্ব্বত (Observatory Hill), বার্চ্চ পর্ব্বত (Birch Hill), যাদুঘর প্রভৃতি প্রাণ ভরিয়া দেখিল। একদিন তাহারা ভূটিয়া বস্তি দেখিতে গেল। ম্যাল হইতে যে রাস্তা লেবঙ্গের দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া তাহারা নামিয়া



তিব্বতী সম্ভাষণ

গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পৌঁছিল ভূটিয়াদের পাড়ায়। ভূটিয়ারা

অপরিচ্ছন্ন। অনেক লোক এক ঘরে বাস করে। মাংস ও চা খুবই খায়। দার্জ্জিলিং শহরে তাহারা নানারূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করে। মোট বয়, চাকরি করে, এবং কেহ বা ব্যাবসাও করে। তাহাদের দেখিয়া কয়েকটি ভূটিয়া ছেলেমেয়ে একটু নাচিয়া পয়সা চাহিল। একটি করিয়া পয়সা দিয়া তাহারা হোটেলে ফিরিল।

হোটেলে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল ট্রেনের আলাপী তিব্বতী ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। বসিবার ঘরে তাঁহাকে লইয়া গেল। অরুণের মা সকলের জন্য চা ও খাবার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

অনুশীলন

বাংলার গ্রামের ও শহরের গৃহ নির্ম্মাণের কি কি উপাদান, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বল।

গ্রাম ও শহরের পথের কি প্রভেদ? এই প্রভেদের জন্য যান বাহনের কি পার্থক্য দৃষ্ট হয়?

কলিকাতায় প্রতিদিন টাট্‌কা শাকসবজি ও মাছ কি ভাবে আসে?

বাংলার জমি এত উর্ব্বর কেন?

পলিমাটি বাংলায় কিরূপে আসে?

কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাইবার পথের বর্ণনা কর।

বাংলা দেশে কোন্ কোন্ দিকে উচ্চ মালভূমি? সমতলক্ষেত্র কোন্ দিকে?

কোন্ কোন্ পাহাড়ী জাতি এই দেশের আশে পাশে বাস করে?

চাক্‌মাদের বিশেষত্ব কি?

হাতের কাজ

তোমার ছবির খাতায় শহরের যান বাহনের ছবি সংগ্রহ কর। ক্লাসের একদল বালক ও বালিকা মিলিয়া ।০ পাতায় (১) লিখিত মডেলটি তৈয়ারি কর।

নানাদেশের কথা—(ক) তিব্বত

§১

তিববতী ভদ্রলোকটি ছেলেমেয়েদের স্বদেশের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"তোমরা দার্জ্জিলিংএর পথে দেখিয়াছ বাংলার সমতলক্ষেত্র



তিব্বতের পাহাড়

শিলিগুড়ির পর হইতে হঠাৎ অত্যধিক উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, এবং দেখিয়াছ যে কত চেষ্টা করিয়া, কত কষ্টে রেলপথ এই ৭০০০ ফুট উচ্চ স্থানে আসিয়াছে। দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ হিমালয়ের বুকে পায়ে চলা ছাড়া গাড়িতে যাতায়াত কত শক্ত—কেবল শক্ত নয়, অসম্ভব। এই শহর হইতে আরও উত্তরে হিমালয়ের বুকে প্রায় ১৫০০০ ফুট উচ্চে আমার দেশ। পায়ে চলা ছাড়া আর কোন উপায়েই তিববতে পৌঁছান যায় না এবং ১৪।১৫ হাজার ফুট উচ্চে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় আমার দেশে। যাবার পথে দুরন্ত তুষারপাত ও অত্যধিক ঠাণ্ডা হাওয়ায় পথিকদের প্রতি পদে বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। আমার দেশের লোকেরা বাহিরের জগতের কোন খোঁজই রাখে না এবং বাহিরের বিদেশী লোক আমাদের দেশে যাক আমরা এটা পছন্দও করি না।

পাহাড়ে চলাফেরা করিয়া আমাদের দেহ খুব কষ্টসহ আর কঠিন হইয়াছে। অত শীত বলিয়া আমরা গায়ে ভেড়ার চামড়ার জামা পরি আর পায়েও ভেড়ার চামড়ার জুতা ব্যবহার করি।”

অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“ছোট ছেলেমেয়েদের শীতে খুব কষ্ট হয় ?” তিব্বতী বলিলেন,—“ছোট শিশুদের গায়ে তাহাদের মায়েরা চর্ব্বি মাখাইয়া রাখেন, নতুবা চামড়া ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। ঠাণ্ডাতে আমাদেরই মুখের চামরা জরজর হইয়া যায়। আমরা একসঙ্গে তিনটি-চারটি জামা পরি।” অমিয়ার মা চা দিয়া গেলেন; চা ও খাবার খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন,—“আমাদের দেশে চা আসে চীন থেকে—চাপ দিয়ে ছোট ছোট ইটের মত করে আনা হয়। চা আমরা মাখন আর নুন দিয়ে খাই।”

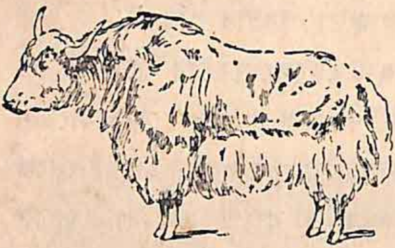
অরুণ বলিল,—“আপনাদের বাড়ী কিসের তৈয়ারী ?” তিব্বতী বলিলেন,—“আমরা শীতকালে পাথরের ঘরে থাকি, কিন্তু অন্য সময় তাঁবুর মধ্যে বাস করি, কারণ আমাদের ছাগল, ভেড়া ও ইয়াক্‌দের চরাইতে হয় এবং তাহাদের খাদ্য যে স্থানে, সেই স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।”



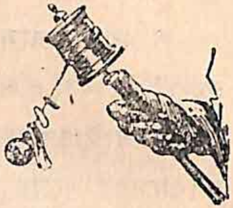
“অন্য সময়ে তাঁবুর মধ্যে বাস করি”

ওহারু বলিল,—“ইয়াক্ কি ?” তিনি বলিলেন,—“কতকটা গরুর মত, কিন্তু গায়ে কোমল ও কোঁকড়ান বড় বড় লোম, পাহাড়ে বোঝা পিঠে করিয়া খুব ভাল চলিতে পারে এবং উহাদের লোমের বস্ত্র আমরা তাঁবুর জন্য ব্যবহার করি।”

ওটানী তিব্বতী ভদ্রলোকের কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা ডাঁটির সহিত লাগান একটি চক্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওটি কি ?" তিনি



ইয়াক্



প্রার্থনা চক্র

হাসিয়া বলিলেন,—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হইলে আমাদের ঐ চক্রটি ঘুরাইতে হয়। আমাদের দেশে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা মঠে বাস করেন এবং দেশের বড় মঠের প্রধান সন্ন্যাসীই আমাদের শাসন করেন। তাঁহার নাম দালাই লামা। লাসায় পাহাড়ের উপর তাঁর বড় প্রাসাদটির নাম পোটালা। ঠাণ্ডা দেশ বলিয়া এবং চাষের অসুবিধায় মাংস আমাদের খাইতেই হয়। আমরা নৃত্য খুব পছন্দ করি। নানারকম বীভৎস মুখোশ পরিয়া আমরা মঠে ও উদ্যানে নৃত্য করি এবং তার সঙ্গে ঢাক আর বাঁশী বাজে। ঐ নাচকে আমরা ভূত তাড়ানর নাচ বলি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার থলি হইতে একটি অদ্ভুত মুখোশ বাহির করিয়া তাহাদের দেখাইলেন। মুখোশটি সকলে একবার করিয়া মাথায় পরিল। যেই একজন সেটি পরে, আর সকলে হাসিয়া খুন!

নানারূপ গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিব্বতী ভদ্রলোকটি বিদায় লইলেন। ছেলেমেয়েরা "পৃথিবীর ছাদ" তিব্বতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

(খ) মরুদেশ

§১

অরুণ আজ রবির পত্র পাইয়াছে, পত্রের সহিত আসিয়াছে একটি বড় মোড়ক—আগ্রহের সহিত মোড়কটি খুলিয়া দেখিল কয়েকখানি "শিশু" মাসিক পত্র। রবির পত্রখানি পড়িয়া জানিল অরুণের বিদেশের গল্পগুলি—যেগুলি সে গ্রামের স্কুলে বলিয়াছিল, —প্রধান শিক্ষক মহাশয়, এই শিশুদের মাসিক পত্রে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহারা সেইগুলি খুশি হইয়া ছাপাইয়াছে। দাদার গল্প ছাপা হইয়াছে শুনিয়া অমিয়া তাড়াতাড়ি একখানি বই লইয়া দেখিল লেখা আছে—

"মরুদেশের কথা"—শ্রীমান অরুণ

অমিয়া বলিল সে গল্পটি পড়িবে—সকলে শুনিতে লাগিল,—

"বাবার সহিত যখন এডেনে পৌঁছিলাম তখন তিনি বলিলেন একদিকে আরবের মরু, আর অন্যদিকে আফ্রিকার মরুভূমি। আরবের অধিবাসীরা বীর, সাহসী এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে মরুভূমির উপর ঘুরিয়া বেড়ায়—আমার ইচ্ছা হইল ঘোড়ার পিঠে বেদুইনদের দেখিব। জাহাজেই এক আরবীয় বণিকের সহিত বাবার আলাপ হইয়াছিল; তিনি বলিলেন আমাদের এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন।"

"এডেন থেকে যাত্রা সুরু হইবে। কয়েকটি উট ভাড়া করা হইল এবং খবর পাওয়া গেল একদল বণিক্, সংখ্যায় প্রায় পাঁচশত, উট লইয়া মরুপথে যাইবে। মরুভূমিতে উটই যাতায়াতের প্রধান সহায়, কারণ উট তিন-চারি দিন জল পান না করিয়া এবং মরুর ছোট ছোট কাঁটা গাছ খাইয়া চলিতে পারে। তাহাদের খুর



মরুভূমি

চওড়া ও দ্বিখণ্ডিত, বালিতে ডুবিয়া যায় না। উটদের চোখে একটি পরদা আছে, এইজন্য সূর্য্যরশ্মি বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না।"

"আমরা স্থির করিলাম বণিক্‌দলের সঙ্গেই যাইব, কারণ দলবদ্ধ হইয়া না যাইলে দস্যুর হস্তে পড়িবার আশঙ্কা আছে।"

"পরদিন ভোর চারিটার সময় যাত্রা করিলাম। শহর ও গ্রাম পার হইয়া পড়িলাম বালু-সমুদ্রে—পৃথিবীতে যে এত বালি থাকিতে পারে আমার কখনও ধারণা হয় নাই।"

§২

"উটের দল সারি বাঁধিয়া দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল। বাবা



মরূদ্যান বা ওয়েসিস

ও আমি উটের পিঠের উপর, উটেরই লোমের তৈয়ারী কাপড়ে ঢাকা এক খাঁচার মধ্যে বসিলাম। উট চলিল।"

"শীঘ্রই সূর্য্যোদয় হইল। আমরাও রঙিন চশমা চোখে দিলাম এবং গরম হাওয়া লাগিবার ভয়ে সাদা কাপড় দিয়া গা ঢাকিলাম। পাঁচ ঘণ্টা চলিবার পর সকলে থামিল ও আহারাদি করিল, তারপর

আবার দল বাঁধিয়া চলিল। কিছুক্ষণ যাইবার পর অত্যন্ত গরম অনুভব করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিয়া উঠিল, 'সাবধান, এখনি ঝড় উঠিবে'। বলিতে বলিতে উটগুলি মাথা নীচু করিয়া



বেদুইন

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং আমরা সকলে চালকের উপদেশ মত উটের কোলের মধ্যে মোটা কাপড় চাপা দিয়া শুইয়া পড়িলাম।"

"হঠাৎ দূর হইতে ভীষণ ঝড়ের শব্দ আসিতে লাগিল। উঁকি দিয়া দেখিলাম তাম্রবর্ণের বালির ঝড় বিরাট্‌দেহ লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। অত্যন্ত ভয় হইল, আমি মাথা নীচু করিয়া শুইয়া রহিলাম। ঝড় আমাদের উপর দিয়া বহিতে লাগিল। কতক্ষণ বহিয়াছিল জানিনা, তবে যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম, আমি শুইয়া আছি খেজুর গাছে ঘেরা, রৌদ্রে শুকান ইটের তৈয়ারী বাড়িতে একখানি কার্পেটের উপর। জল পান করিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং দেখিলাম স্থানটিতে কিছু কিছু গাছপালা আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঝড়ে অজ্ঞান হইবার পর আমাকে এই মরূদ্যানে আনা হইয়াছে এবং এইস্থান হইতেই আমরা এডেনে ফিরিব। মরুর মাঝে স্থানে স্থানে মাটির মধ্যে জল পাওয়া যায়। সেই স্থানগুলিতে গাছপালা জন্মায় এবং আরবরা ঘর করিয়া বাস করে।



বেদুইন তাঁবু

খেজুর তাহাদের একটি প্রধান খাদ্য। পানীয় জলও পাওয়া যায়। দুইদিন পরে আমরা যাত্রা করিলাম এডেনের দিকে। পথে একদিন বাবার বন্ধু দূর হইতে দেখাইলেন একটি তাঁবু। তিনি বলিলেন —'ঐ বেদুইনদের তাঁবু। উহারা ভেড়া, ছাগল, গাধা প্রভৃতি জীবজন্তু লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; উহাদের সর্দ্দারকে "শেক" বলে এবং উহারা খুব অতিথি পরায়ণ। বেদুইনরা যাযাবর জাতিদের মধ্যে অন্যতম। ঘোড়া উহাদের অত্যন্ত প্রিয়।' গল্প শুনিতে শুনিতে এবং বিরাট্ মরুর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা সন্ধ্যায় এডেনে ফিরিলাম।"

(গ) কঙ্গোর জঙ্গল

§১

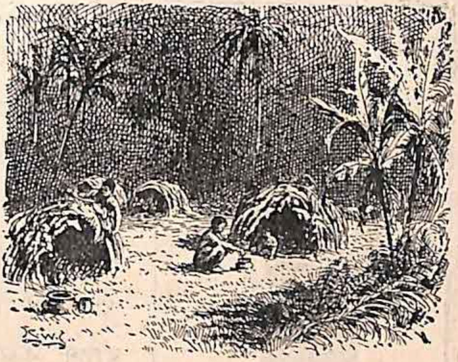
পরদিন আহারের পর সকলে বিশ্রাম করিতেছিল। ওহারু বলিল,—"আজ অরুণদার গল্প আমি পড়িব।"

মাসিকখানি খুলিয়া দেখিল, লেখা আছে—"কঙ্গোর জঙ্গলে" —শ্রীমান অরুণ

ওহারু আস্তে আস্তে মিষ্টি করিয়া পড়িতে লাগিল, সকলে একমনে শুনিতে লাগিল।

"বাবার কাছে শুনিয়াছিলাম পৃথিবীতে এমন এক রকম লোক আছে, যাহারা লম্বায় তিন হাতেরও কম। ইউরোপ থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের পথে আসিবার সময় জাহাজ যখন আফ্রিকার পশ্চিম কূল দিয়া আসিতেছিল, বাবা বলিলেন,—'এই পথেই আমরা কঙ্গো নদীর মোহানা দেখিতে পাইব এবং সেই নদীর ধারে গভীর জঙ্গলে থাকে এই বামনরা। ইংরাজীতে তাহাদের বলে পিগ্মী।'

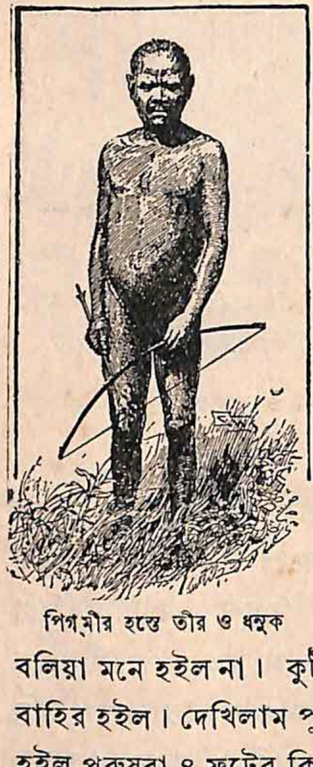
শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল ; বলিলাম,—'আমাদের কি সেখানে যাওয়া খুব অসুবিধা ?' বাবা বলিলেন,—'জঙ্গলে যাওয়া খুবই অসুবিধা—নানা রকমপোকা-মাকড়,সরীসৃপ ঘুরিয়া বেড়ায়—গাছেগাছে গরিলা প্রভৃতি বানরজাতীয়বড় বড় জন্তু বাস করে এবং লতা ও বৃক্ষ এত ঘন যে পথ চলাও দুষ্কর।'



পিগ্‌মী ও তাহাদের কুটীর

"মরুদেশের অভিজ্ঞতায় আমি খুব জোর করিয়া বাবাকে বলিতে পারিলাম না। তবে মনটি এই বামনদের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইল। আমাদের জাহাজ তখন বিষুবরেখার নিকট দিয়া যাইতেছিল এবং সকলেই অত্যন্ত গরম অনুভব করিতেছিলাম। জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহিত আমার খুব আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমায় অতিশয় স্নেহ করিতেন—একদিন তিনি বলিলেন—'খোকা, আমরা এখন যে স্থান দিয়া যাইতেছি তাহার পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ নদী আছে। নদীটির নাম কঙ্গো, ইহার দুইধারে গভীর জঙ্গল। আমি যখন জাহাজে প্রথম কর্ম্ম করি তখন রবার লইয়া যাইবার জন্য আমাকে ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাইতে হইত।' আমি ক্যাপ্টেনকে বলিলাম,—'আচ্ছা, ঐ জঙ্গলে নাকি পিগ্‌মীরা থাকে ?' ক্যাপ্টেন বলিলেন,—'হ্যাঁ। কিন্তু তাহারা খুব লাজুক, লোকালয়ে আসে না,

জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে থাকে।' আমি বলিলাম,—'আপনি দেখিয়াছেন?' তিনি বলিলেন,—'একবার আমরা কয়েকজন আফ্রিকা-বাসীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম পিগ্‌মীদের অনুসন্ধানে। বনের মধ্যে কয়েকদিন চলার পর বনের এক গভীর অন্ধকার স্থানে আসিলে, আমাদের পথ-প্রদর্শক আমাদের আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল। একটি বৃক্ষে উঠিয়া দেখিলাম জঙ্গলের মধ্যে একটি ফাঁকা স্থানে পাতার খুব ছোট কুটীর আর তার আশে পাশে ছোট ছেলেদের মত কয়েকজন লোক ঘুরিতেছে। তাহাদের হাতে তীর-ধনুক, পরনে কাপড় আছে বলিয়া মনে হইল না। কুটীরের ক্ষুদ্র দরোজা দিয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। দেখিলাম পুরুষদের অপেক্ষা সে আরও ছোট। মনে হইল পুরুষরা ৪ ফুটের কিছু অধিক এবং স্ত্রীলোকটি ৪ ফুটের বেশী মোটেই নয়। কিছুক্ষণ থাকিবার পর দেখিলাম কয়েকজন বনের ভিতর হইতে শিকার করা বানর, পাখী আর কিছু ফল লইয়া আসিতেছে। তাহারা আসিলে সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া সেইগুলি খাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। শুনিলাম এই পিগ্‌মীরা শিকারে এবং বনের মধ্যে জন্তুর পথ অনুসরণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহারা বনের জিনিস সংগ্রহ করিয়া নদীর ধারের লোকের বসতির



পিগ্‌মীর হস্তে তীর ও ধনুক

নিকট রাখিয়া যায় এবং নদীর ধারের লোকেরা ঐ সকল বস্তুর বিনিময়ে লবণ, কলা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া বনজাত দ্রব্যগুলি লইয়া যায়। কাহারও সহিত কাহারও দেখা হয় না। পিগ্‌মীরা হাতী মারে এক অদ্ভুত উপায়ে। বিষ মাখাইয়া একটি বর্শা হাতীর যাতায়াতের পথে গাছ হইতে ঝুলাইয়া রাখে। হাতী সেই পথে যাইবার সময় তাহার গায়ে ঐ বর্শা বিঁধিয়া যায়। ইহাতে হাতীর প্রাণান্ত হয়—তখন পিগ্‌মীরা আনন্দ করিয়া তাহারা মাংস খায়।' ক্যাপ্টেনের গল্প শুনিতে শুনিতে খাইবার ঘণ্টা পড়িল এবং বিদায় লইয়া খাইবার ঘরে যাইলাম।"

পিগ্‌মীদের গল্পটি ওহারু এত মিষ্ট করিয়া পড়িল যে সেইদিনই অরুণের পিতা তাহাকে একখানি সুন্দর গল্পের বই উপহার দিলেন।

(ঘ) বরফের দেশ

§ ১

সেদিন সন্ধ্যায় দার্জ্জিলিং শহরে খুব বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতও খুব। সকলে মোটা জামা পরিয়া আগুনেরধারে বসিয়াআছেন এবং মনে হইতেছে যে বুকের ভিতরের কাঁপুনি যেন কিছুতেই কমিতেছে না। অরুণের পিতা বলিলেন,—"আজ তোমাদের শীতের দেশের গল্প বলিব। তোমরাদার্জ্জিলিংএর ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইতেছ, আমি কিন্তু এমন দেশে একবার গিয়াছিলাম যেখানে প্রায় সারা বৎসর বরফ ঢাকা।"

"সেবার নরওয়েতেথাকিতেএকজনব্যবসায়ীরসহিতবেশআলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—'এবার যখন আমরা শিকারে যাইব আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন?' আমিও সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। রাজী হইলাম। পনের দিন পরে শুনিলাম যাত্রা

স্থির। আমিও প্রস্তুত। চামড়ার জামা, চামড়ার টুপী ও বুট, সমস্ত ঠিক করিয়া জাহাজে উঠিলাম। কিছুদিন পরে আমাদের জাহাজ পৌঁছিলগ্রীন্‌ল্যাণ্ডের উপকূলে। এরূপ অদ্ভুত দেশ পূর্ব্বে দেখি নাই —চারিদিক্ বরফ আর বরফ। চামড়ার পোশাক্ পূর্ব্বেই পরিয়াছিলাম এবং হাতে বর্শার ফলা দেওয়া লাঠি লইয়া সকলে অবতরণ করিলাম। তখন শীতকাল—উত্তর দিকের আকাশ হইতে একপ্রকার আলোক আসিতেছে এবং স্থানটি মোটামুটি অন্ধকার; শুনিলাম বসন্তকালে যখন কিছু রৌদ্রতাপ পায়,তখন কিনারার বরফ গলিয়া যায় ও সেই স্থানগুলি নানারকম তৃণে ও পুষ্পে ভরিয়া যায়।”

§২

“একদল লোক সীল্ শিকারে গেল, আমি বন্ধুর সহিত দেশটি দেখিতে গেলাম। জাহাজ দেখিয়া কতকগুলি খর্ব্বকায় পীত ও লাল মিশ্রিত বর্ণের বক্র-চক্ষু লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের গায়ে মোটা সীল্ চামড়ার জামা ও পায়ে সীল্ চামড়ার বুট। তাহারা আমাদের দেখিয়া হাসিতে লাগিল। আমার বন্ধুটি তাহাদের ভাষা কিছু বুঝিতেন, তিনি বলিলেন যে আমরা তাহাদের বাড়ী দেখিতে যাইব। পরে আমাকে বলিলেন যে ইহারা এস্কিমো। ইহারা কাঁচা মাংস খায়। এস্কিমোরা সঙ্গে এক চক্রহীন গাড়ী আনিয়াছিল, সেই গাড়িতে চারি জোড়া কুকুর বাঁধা ছিল। শুনিলাম গাড়িটিকে শ্লেজ বলে এবং কুকুরগুলি হাস্‌কিস্। এই কুকুর এস্কিমোদের গাড়ী টানিতে ও বন্য হরিণ শিকার করিতে সাহায্য করে। এস্কিমোরা আমাদের শ্লেজে



সীল্



এস্কিমোদের দেশ



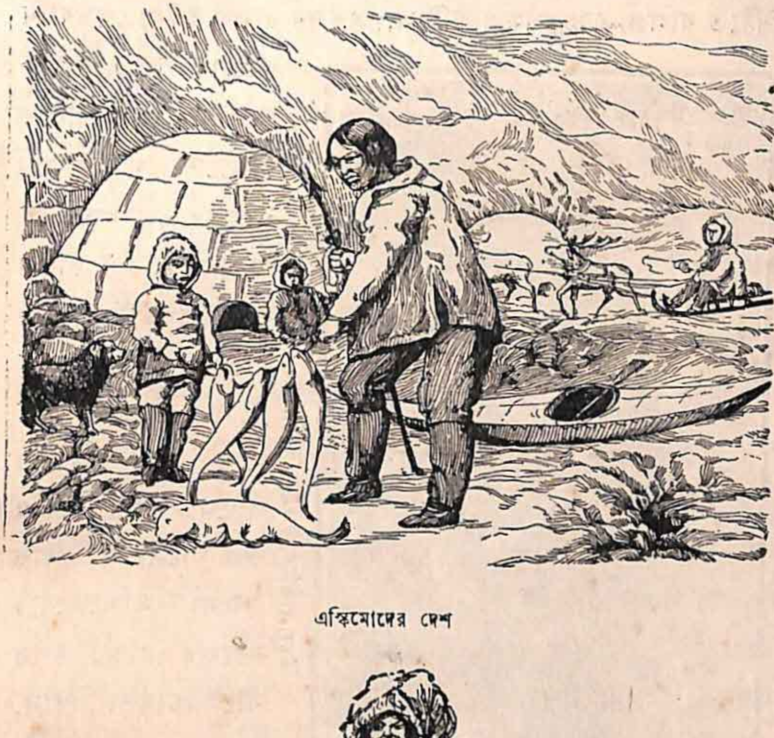
এস্কিমো শিশুদের নৃত্য

স্থির। আমিও প্রস্তুত। চামড়ার জামা, চামড়ার টুপী ও বুট, সমস্ত ঠিক করিয়া জাহাজে উঠিলাম। কিছুদিন পরে আমাদের জাহাজ পৌঁছিলগ্রীন্‌ল্যাণ্ডের উপকূলে। এরূপ অদ্ভুত দেশ পূর্ব্বে দেখি নাই—চারিদিক্ বরফ আর বরফ। চামড়ার পোশাক্ পূর্ব্বেই পরিয়াছিলাম এবং হাতে বর্শার ফলা দেওয়া লাঠি লইয়া সকলে অবতরণ করিলাম। তখন শীতকাল—উত্তর দিকের আকাশ হইতে একপ্রকার আলোক আসিতেছে এবং স্থানটি মোটামুটি অন্ধকার; শুনিলাম বসন্তকালে যখন কিছু রৌদ্রতাপ পায়,তখন কিনারার বরফ গলিয়া যায় ও সেই স্থানগুলি নানারকম তৃণে ও পুষ্পে ভরিয়া যায়।"

§২

"একদল লোক সীল্ শিকারে গেল, আমি বন্ধুর সহিত দেশটি দেখিতে গেলাম। জাহাজ দেখিয়া কতকগুলি খর্ব্বকায় পীত ও লাল মিশ্রিত বর্ণের বক্র-চক্ষু লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের গায়ে মোটা সীল্ চামড়ার জামা ও পায়ে সীল্ চামড়ার বুট। তাহারা আমাদের দেখিয়া হাসিতে লাগিল। আমার বন্ধুটি তাহাদের ভাষা কিছু বুঝিতেন, তিনি বলিলেন যে আমরা তাহাদের বাড়ী দেখিতে যাইব। পরে আমাকে বলিলেন যে ইহারা এস্কিমো। ইহারা কাঁচা মাংস খায়। এস্কিমোরা সঙ্গেএক চক্রহীনগাড়ী আনিয়াছিল,সেই গাড়িতেচারি জোড়াকুকুর বাঁধা ছিল। শুনিলাম গাড়িটিকে শ্লেজ বলে এবং কুকুরগুলি হাস্‌কিস্। এই কুকুর এস্কিমোদের গাড়ী টানিতে ও বন্য হরিণশিকারকরিতে সাহায্য করে। এস্কিমোরা আমাদের শ্লেজে


সীল্

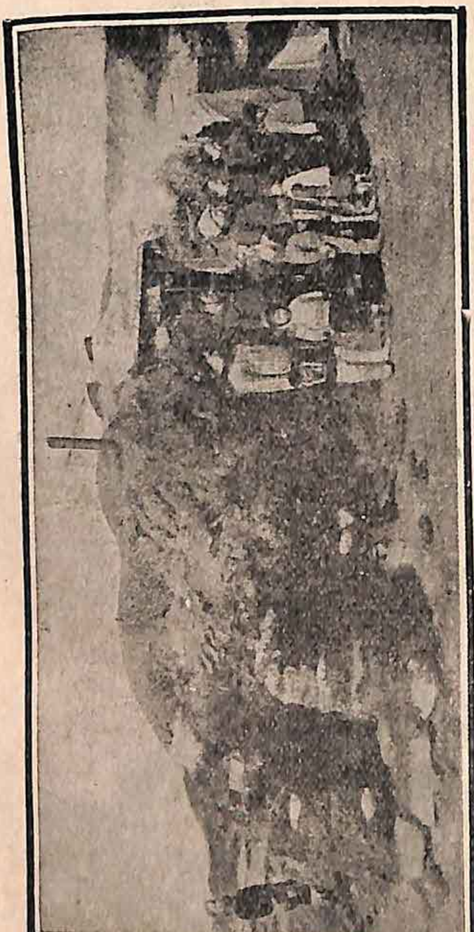


এস্কিমোদের দেশ



এস্কিমো শিশুদের নৃত্য

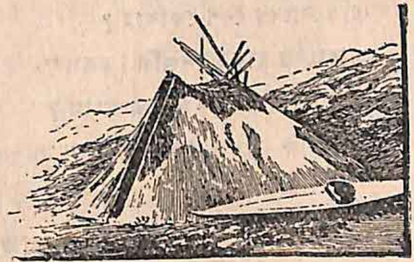
উঠিতে বলিল এবং আমরা উঠিলে, একজন চালক হইয়া শ্লেজখানি লইয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে এস্কিমোদের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। বরফের বড় বড় চাঁই দিয়া ঘরখানি তৈয়ারী। একটি সুড়ঙ্গ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঘরের ভিতর বেশ গরম। একটি পাথরের লণ্ঠনে সীলের চর্ব্বি ও শুষ্ক ঘাসের পলিতায় আলো জ্বলিতেছে। বরফের বেঞ্চির উপর সীলের চামড়া বিছান, আমরা তাহার উপর বসিলাম। একটি গোলগাল এস্কিমো ছেলে তার মার কোল হইতে অবাক্ হইয়া আমাদের দেখিতে লাগিল।



ইগ্‌লু বা বরফের চাঁই দিয়া তৈয়ারী ঘর

কিছু পরে একজন এস্কিমো একটি সীলের হাড়ের বর্শা হাতে এবং কয়েকটি টাটকা সীল্ লইয়া সেই বরফের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহারা সীলের গরম রক্ত একটু একটু পান করিল এবং ছালটি খুলিয়া ফেলিল। বলিল যে এই চামড়ায় তাহাদের পোশাক হয় আর গ্রীষ্মকালে 'কায়াক' হয়। কায়াক একপ্রকার নৌকা। বরফ গলিবার পর এস্কিমোরা সেই নৌকায় করিয়া মৎস্য শিকার করে। উমিয়াক্ নামে আর একপ্রকার নৌকা আছে তাহাতে মেয়েরাই বেশী চড়ে। এস্কিমোরা শীতকালে বরফের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া রাখে এবং বর্শা লইয়া সেই গর্ত্তের মুখে বসিয়া থাকে। সীল্ বরফের নীচ হইতে প্রশ্বাস লইতে আসিলে তাহাকে বর্শাদ্বারা মারা হয়। বরফের ঘরগুলিকে 'ইগ্‌লু' বলে। গ্রীষ্মকালে তাহারা বাস করে হরিণ বা সীলের চামড়ার তাঁবুতে। আমরা কিছুক্ষণ ইগ্‌লুর মধ্যে থাকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ছোট ছেলেমেয়েরা বরফের উপর দৌড়াদৌড়ি ও নৃত্য করিতেছে। জাহাজে আসিয়া দেখি অপর সঙ্গী অনেকগুলি সীল্ মারিয়া আনিয়াছেন। এই এস্কিমোরা থাকে গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে, কানাডার



গ্রীষ্মকালে বাস করিবার তাঁবু

উত্তরে এবং আলাস্কায়। সকলের জীবনযাত্রা একপ্রকারের। এই সকল দেশে সাদা ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়। তারা খুবই হিংস্র।"
অরুণ বলিয়া উঠিল,—লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় সে অনেকগুলি সাদা ভালুক দেখিয়াছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে খাবার সময় হইল, অরুণের মা সকলকে ডাকিতে আসিলেন। আজ সকলে বরফের দেশের কথা শুনিয়া দার্জ্জিলিংএর শীতের কথা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল।

অনুশীলন

তিব্বত এত ঠাণ্ডা কেন? তিব্বতের পথে কি কি বিপদ্ আছে?
ইয়াক্ তিব্বতীদের কি কি কাজে লাগে?
দালাইলামা কাহাকে বলে?
উটকে মরুসাগরের জাহাজ কেন বলে?
মরূদ্যান কিরূপে গঠিত হয়? মরুর ফসল কি কি?
মরুর বিপদ্ কি কি?
আমাদের সহিত পিগ্‌মীদের প্রভেদ কোথায়?
কঙ্গো কোথায়—সেখানে আবহাওয়া কিরূপ?
কঙ্গোর জঙ্গলে অন্য বৃহৎ জন্তু অপেক্ষা বানর অধিক কেন?
কঙ্গোর জঙ্গল হইতে আমরা কি কি দ্রব্য পাই?
এস্কিমোদের দেশ কোথায়?
তাহাদের যানবাহনগুলি কিরূপ?
সীল্ তাহাদের কি কাজে লাগে?
ইগ্‌লু কি করিয়া তৈয়ারি হয়?

হাতের কাজ

ছবির খাতায় ইয়াক্, উট ও সীলের ছবি সংগ্রহ কর।
ইগ্‌লুর ছবি নিজে হাতে আঁক এবং মাটি দিয়া একটি ইগ্‌লু তৈয়ারি কর।
ছবি দেখিয়া বালির উপর মরুভূমি ও মরূদ্যানের মডেল তৈয়ারি কর।

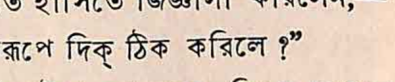
কম্পাস্ বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র

§১

ওটানী ও অরুণের সম্বন্ধে অনেক কথা তোমরা শুনিলে, কিন্তু জাপান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় তাহারা জাহাজে যে একটি ছোটখাট ঝগড়া বাধাইয়া তুলিয়াছিল সে কথা এখনও তোমাদের বলা হয় নাই। সে এক মজার ঝগড়া। ওটানী বলে জাহাজ দক্ষিণে চলিতেছে, অরুণ বলে পূর্ব্বদিকে। অবশেষে তাহারা বাজি রাখিয়া ফেলিল—এক ঘুষি; অর্থাৎ যে হারিবে তাহাকে একটি ঘুষি খাইতে হইবে। বিচারের ভার পড়িল অরুণের বাবার উপর। তিনি সব শুনিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, বলতো ওটানী, তুমি কিরূপে দিক্ ঠিক করিলে ?"

ওটানী তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সামনের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল,—"দেখুন, এইদিকে সূর্য্য উঠিয়াছে, এটা পূর্ব্ব, আমার পিছন দিক্‌টা পশ্চিম, বাঁ দিক্‌টা উত্তর, ডান দিক্‌টা দক্ষিণ। জাহাজ দক্ষিণ-দিকে চলিতেছে কি না ?"

অরুণের বাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সূর্য্যোদয়ের দেশের লোক, সূর্য্যের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে দেখিতেছি! অরুণের বাজি হার হইয়াছে।"



জাহাজ চলিতেছে

অরুণ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল,—"আমিও জানি বাবা। আজ ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইয়াছিল; সূর্য্যোদয় দেখি নাই, তাই।"

§২

বিকালবেলায় অরুণের বাবা "ডেকে" বসিয়া সমুদ্র দেখিতেছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং হীরার কুচির মত অগণ্য তারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল, অরুণের বাবাহঠাৎকি মনে করিয়া ওটানী ও অরুণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ওটানী ও অরুণ কাছে আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন জাহাজ কোনদিকে যাইতেছে বলিতে পার ?"



ধ্রুব ও সপ্তর্ষি

ওটানী ও অরুণ তো ভাবিয়াই অস্থির। রাত্রিবেলায় তাহারা কিরূপে দিক্ ঠিক করিবে ?

অরুণের বাবা দূরে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ সাতটি তারা দেখিতেছ ?"

অরুণ খানিক তাকাইয়া বলিল,—"হ্যাঁ, দেখিতে ঠিক জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত !"

অরুণের বাবা বলিলেন,—"হ্যাঁ, উহাকে বলে সপ্তর্ষি। এখন ঐ জিজ্ঞাসার চিহ্নের মাথার তারা দুইটি যোগ করিয়া মনে মনে একটি রেখা টান। দেখ ঐ রেখা অনেক দূরে চক্‌চকে যে একটি তারার পাশ দিয়া চলিয়া গেল উহার নাম ধ্রুবতারা। উহা সব সময় একই স্থানে থাকে এবং ঐ দিক্‌টিই উত্তর দিক্‌। সপ্তর্ষি আকাশের এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুরিয়া বেড়াইলেও উহাদের মাথার তারা দুইটির মধ্য দিয়া রেখা টানিলে ঐ রেখা ধ্রুবতারার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবে এবং আমাদের উত্তর দিক্‌ চিনিতে কোন কষ্ট হইবে না।"

এই বলিয়া অরুণের বাবা অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আচ্ছা, বলতো অরুণ, জাহাজ এখন কোনদিকে যাইতেছে?"

অরুণ তাড়াতাড়ি উত্তরদিকে বাঁ হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং জাহাজ ডানদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিল,—"জাহাজ দক্ষিণ দিকে যাইতেছে!"

§৩

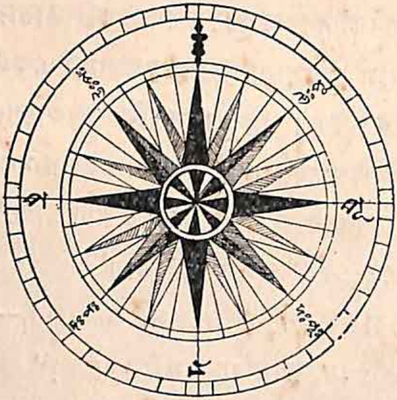
পরের দিন রাত্রিতে আকাশ একটু মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। অরুণের বাবা বলিলেন,—"তাইতো ওটানী, আজ বড় মুস্কিল! সূর্য্যও নাই, ধ্রুবতারাও নাই, ক্যাপ্টেন সাহেব হয়তো দিক্‌ হারাইয়া ফেলিবেন।"

অরুণ ও ওটানীর মুখ শুকাইয়া গেল!

অনিলবাবু ছেলেদের ভয় দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,— "যন্ত্রের সাহায্যে কেমন করিয়া দিক্‌ নির্ণয় করিতে হয় আজ তাহাই তোমাদের দেখাইব।"

এই বলিয়া তিনি অরুণ ও ওটানীকে লইয়া ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে চলিলেন। ক্যাপ্টেনের অনুমতি লইয়া তাঁহারা সকলে সেই

ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘড়ির মত একটি যন্ত্র দেখাইয়া অরুণের বাবা বলিলেন,—"ইহার নাম কম্পাস্। ইহার কাঁটার মুখ সব সময় উত্তর দিকে থাকে। অতএব এবার অন্য দিক্ ঠিক করা মোটেই শক্ত নয়। এই ঘড়ির মধ্যে শুধু চারিটি দিক্ই যে দেখান আছে তাহা নহে; চারিটি দিকের মধ্যবর্ত্তী অনেক গুলি কোণও দেখান আছে।



কম্পাস্

অরুণ ও ওটানীর দেখা হইলে সকলে ক্যাপ্টেন্ সাহেবকে অভিবাদন করিয়া ও ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

কেবিনে ফিরিবার পথে অরুণের বাবা বলিলেন,—"উত্তর ও পূর্ব্বের মাঝামাঝি কোণকে বলে উত্তর-পূর্ব্ব কোণ, বাংলা দেশে ইহাকে বলে ঈশান কোণ, আচ্ছা বলতো অরুণ, দক্ষিণ ও পূর্ব্বের মাঝামাঝি কোণকে কি কোণ বলিবে?"

অরুণ বলিল,—"দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ।"

"হ্যাঁ, ঠিক হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহাকে বলে অগ্নি কোণ।

এইরূপে তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম বা নৈঋর্ত কোণ এবং উত্তর-পশ্চিম বা বায়ু কোণের কথা শিখিল।

অরুণের বাবা বলিলেন,—"ঐ আটটি দিকের মাঝামাঝি আরও আটটি কোণ কম্পাসে আঁকা আছে; সেগুলির কথা তোমাদের পরে বলিব।"

সেদিন রাত্রে অরুণ ও ওটানী দিক্ নির্ণয়ের তিনটি উপায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

স্কুলবাড়ি ও গ্রাম

§১

দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিবার সময় অরুণ প্রায়ই দেখিত তাহার পিতা কোন নূতন স্থানে পৌঁছিলেই সেই স্থানের একখানি নক্সা ক্রয় করিয়া দর্শনীয় স্থানগুলি কোনদিকে আছে দেখিয়া লইতেন। ইহাতে গন্তব্য স্থান স্থির করিবার বিশেষ সুবিধা হইত।

প্যারিসে থাকিতে অরুণ দেখিয়াছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটি নক্সায় সেই পল্লীর বড় বড় রাস্তা বা দেখিবার স্থানগুলি আঁকা আছে। তাহার এই জ্ঞান, গ্রামে একদিন খুব কাজে লাগিয়াছিল।

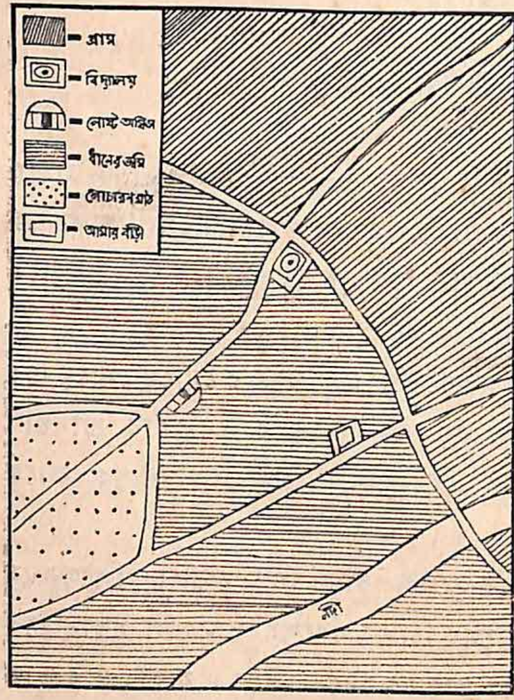
এক শনিবার গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন যে এই স্কুলবাড়ি হইতে গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি কোনদিকে আছে একটি ছবি করিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে। যাহার ছবি ভাল হইবে, তাহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

§২

ছেলেরা সকাল সকাল ছুটি পাইয়াছে। কাগজ পেন্সিল লইয়া স্কুলের বাহিরে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া দেখিতে লাগিল এবং একটি নক্সা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অরুণ ও ওটানী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিল। তাহারা এইরূপ নক্সা অনেকবার দেখিয়াছে, সুতরাং কাগজে স্কুল-বাড়ির

স্থান নির্দ্দেশ করিয়া একটি চিহ্ন দিল এবং তারপর কোন দিক্‌টি ঐবাড়ির উত্তর তাহা ঠিক করিয়া সেই দিক্‌টিচিহ্নিতকরিল। পরে স্কুল হইতে বাহির হইয়া উত্তর দিকে যাইয়া যাহা যাহাদেখিললিখিল। এইভাবে তাহারা পূর্ব্ব,পশ্চিম ও দক্ষিণ এবং এই দিক্‌গুলির কোণের দিকেও যে সব বিশিষ্ট স্থান পাইল লিখিয়া লইল। পরে ভাল করিয়া সেই নক্সাটি আঁকিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে দিল। সকল শিক্ষকই এই নক্সা দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইলেন এবং অরুণ ও ওটানীকে দুইটি ভাল রংএর বাক্স ও তুলি পুরস্কার দিলেন।



গ্রামের নক্সা

বায়ুর গতি ও দুপুর রোদে ছায়া

§১

গ্রামে থাকিতে ওহারু একদিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া

আসিয়া বলিল,—"জ্যাঠামহাশয়, আমি আপনাদের এখানে আসিয়া বড় হইয়া গিয়াছি।"

অরুণের বাবা হাসিয়া বলিলেন,—"এক মাসেই বড় হইয়া গেলে? ব্যাপার কি?"

ওহারু বলিল,—"আগে আমার ছায়াটা ছোট ছিল, এখন কত বড় হইয়াছে দেখিবেন চলুন।"

অনিলবাবু বলিলেন,--"জিনিসের ছায়া যে বাড়ে-কমে রে, পাগল!"

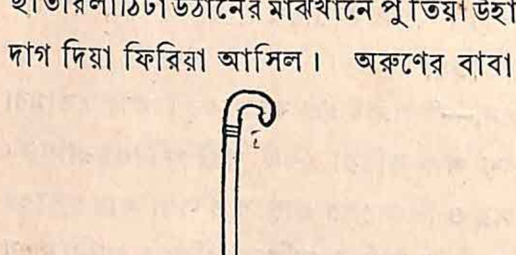
ওহারু হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

অরুণের বাবা বলিলেন,—"আচ্ছা এক কাজ কর। কাল তোমরা উঠানের মাঝখানে বেশ শক্ত করিয়া একটি খুঁটি পুঁতিয়া রাখিও। প্রথমতঃ দেখিবে সকালের ও বিকালের ছায়া কত লম্বা আর দুপুরের ছায়াটা কত ছোট। আবার অনেকদিন দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে ঐ দুপুরের ছায়াও সব ঋতুতে সমান থাকে না, শীতকালের ছায়া গ্রীষ্মকালের ছায়ার চেয়ে বড়। এর কারণ কি জান? মাথার উপর সূর্য্য থাকিলে ছায়া ছোট হয়, আর সূর্য্য হেলিয়া থাকিলে ছায়া বড় হয়। এজন্য সকাল ও বিকালের ছায়া লম্বা আর দুপুরের ছায়া ছোট। আবার দুপুর বেলাও সূর্য্য সব সময় মাথার উপর থাকে না। এখানে কোন মাসে উহা ঠিক মাথার উপর থাকে, আবার কোন মাসে উত্তর বা দক্ষিণে হেলিয়া থাকে। তোমরা যদি এক বৎসর দুপুরের ছায়া লক্ষ্য কর তবে দেখিতে পাইবে যে ২২শে ডিসেম্বরের ছায়া সব চেয়ে বড়, তারপর ২২শে জুন পর্য্যন্ত ক্রমে ছোট হইতে থাকে। সেদিন আমাদের দেশে দুপুরে সূর্য্য প্রায় মাথার উপর হয়। আবার ২৩শে জুন থেকে ছায়া দিনে দিনে বড় হয়—২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।"

"অবশ্য টোকিওর মত যে সকল স্থান কর্কট-ক্রান্তির উত্তরে অথবা মেলবোর্ণের (অষ্ট্রেলিয়া) মত যে সকল স্থান মকর-ক্রান্তির দক্ষিণে সেখানে সূর্য্যকে কোন দিনই মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

§২

ইতোমধ্যে অরুণ আসিয়া জুটিয়াছিল; বাবার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সে ছুটিয়া একবার বাহিরে চলিয়া গেল এবং নিজের ভাঙ্গা ছাতার লাঠিটা উঠানের মাঝখানে পুঁতিয়া উহার ছায়ার মাথায় একটি দাগ দিয়া ফিরিয়া আসিল। অরুণের বাবা খোলা জানালা দিয়া সব দেখিতেছিলেন। তোয়ালে দিয়া অরুণের ঘাম মুছাইতে মুছাইতে তিনি বলিলেন,—"আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিও, দুপুরের বা দিনের অন্য কোননির্দ্দিষ্ট সময়ের ছায়া যত বড় হইবে দিন তত ছোট হইবে, আর ছায়া ছোট হইলে দিন বাড়িতে থাকিবে। হ্যাঁ, আর এক কথা, ঐ খুঁটির ছায়াটা সব সময় একই দিকে পড়িবে না, সেটাও লক্ষ্য করিয়া দেখিও।"



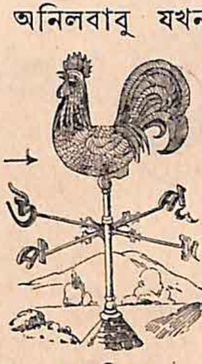
ক খ ও গ দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ছায়ার পার্থক্য দেখাইতেছে

এই বলিয়া তিনি অরুণ ও ওহারুকে দুইটি ছায়া পরীক্ষার চার্ট করিয়া দিলেন—

তারিখ (দুপুর)	ছায়ার দৈর্ঘ্য	ছায়ার দিক্	মন্তব্য

§৩

দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে অরুণদের লইয়া অনিলবাবু যখন কলিকাতায় থাকিতেন তখন বৈশাখের প্রথমে একদিন সন্ধ্যাবেলায় জোরে কাল-বৈশাখী বহিয়া গেল। পরদিন সকালে কাগজ পড়িতে পড়িতে অরুণের বাবা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ কাল কি জোরে ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঘণ্টায় ৫০ মাইল!"



বায়ু-নিশান

ওটানী বলিল,—"জ্যাঠামহাশয়, ওগুলো আজগুবি কথা। ঝড়ের পাছু পাছু তো আর কেউ দৌড়ায় নাই যে বু'ঝবে ঝড় কোন দিক্ হইতে কত জোরে বহিতেছিল।"

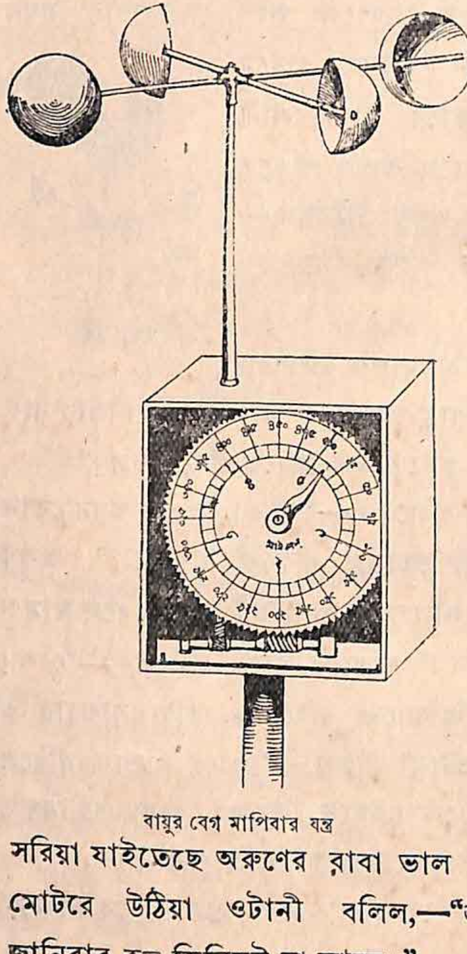
অরুণের বাবা হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, হাওয়া কখন কোন দিক্ হইতে আসে তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার না?" অরুণ বলিল,—"হ্যাঁ বাবা, কতকগুলি কাগজের কুচি উড়াইয়া দিলে আমরা হাওয়ার দিক্ বুঝিতে পারি।" অরুণের বাবা বলিলেন,—"বেশ! হাওয়া জোরে বহিতেছে কি আস্তে বহিতেছে তাহা বুঝিবার কি কোন উপায় নাই?" ওটানী বলিল,—"জোরে বাতাস বহিলে গাছগুলি জোরে নড়িতে থাকে এইমাত্র, কিন্তু তা বলিয়া এত নিখুঁত হিসাব কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, জ্যাঠামহাশয়?"

অরুণের বাবা সহাস্যে বলিলেন,—"এর জন্য যন্ত্র আছে রে পাগল!"

§৪

সেই দিনই দুপুর বেলায় তিনি অরুণ ও ওটানীকে লইয়া আলিপুর "হাওয়া অফিসে" চলিলেন। প্রথমেই তিনি উহাদিগকে

তীরাকৃতি বায়ু-নিশানটি দেখাইলেন। বায়ু যে দিক্ হইতে বহে, নিশানের মুখটিও কেমন সঙ্গে সঙ্গে সেইদিকে ঘুরিয়া যায়, অরুণ ও ওটানী তাহা লক্ষ্য করিল। তীরের নীচে পূ, প, ইত্যাদি লেখা দিক্-গুলিও তাহারা দেখিল।



বায়ুর বেগ মাপিবার যন্ত্র

বায়ুর বেগ মাপিবার জন্য যে যন্ত্রটি, তাহা দেখিয়া অরুণ ও ওটানী আরও বিস্মিত হইল। একটি ঘড়ির মত যন্ত্রের উপর চারিটি বাটির মত জিনিস হাওয়ার বেগে বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া ঘড়ির কাঁটা সরিয়া যাইতেছে অরুণের বাবা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

মোটরে উঠিয়া ওটানী বলিল,—"জ্যাঠামহাশয়, পৃথিবীতে জানিবার কত জিনিসই না আছে!"

অনুশীলন

অন্ধকার রাত্রে কি উপায়ে দিঙ্‌ নির্ণয় করা যায় ?

কম্পাস কি কাজে লাগে ?

বৎসরের কোন তারিখে দিন সব চাইতে বড় হয় ?

১০ই পৌষকে "বড় দিন" কেন বলে ?

বায়ুর বেগ কি উপায়ে মাপা যায় ?

হাতের কাজ

একটি চতুষ্কোণ আঁকিয়া চারিটি দিক্‌ দেখাও এবং ঐ চতুষ্কোণটিকে তোমাদের গ্রাম ধরিয়া গ্রামের কোন দিকে তোমাদের বাড়ি, বিদ্যালয় ও পোষ্ট অফিস দেখাও।

ক্লাশের সকলে মিলিয়া একটি বায়ু-নিশান তৈয়ারি কর।

বিদ্যালয় গৃহ ও বিভিন্ন শ্রেণী

মাপ শিক্ষা

§১

অরুণের পিতা গ্রামের স্কুলে একখানি ভূগোলের ঘর ও একটি লাইব্রেরী ঘর করিবার জন্য টাকা দিয়াছেন।

ঘর করিবার পূর্ব্বে ঘরের নক্সা প্রস্তুত করিলে কাজের সুবিধা হয়। এই কাজের জন্য কলিকাতা হইতে মণীন্দ্র মিত্র নামে একজন ভাল নক্সাকার আসিয়াছেন। তিনি আজ স্কুলে যাইয়া কোথায় ঘর দুইটি হইবে এবং কি রকম ঘর হইবে স্থির করিবেন। মণিবাবু অরুণদের বাড়িতেই উঠিয়াছেন; স্কুলের কাজে তাঁহাকে এক সপ্তাহ থাকিতে হইবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আগ্রহে স্থির হইয়াছে যে মণিবাবু কয়েকদিন ছেলেদের নক্সা আঁকিতে শিখাইবেন।

আজ প্রথম দিন। মণিবাবু স্কুলে আসিয়াছেন, ক্লাস হইতে সকলেই উঁকি দিয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে মণিবাবু স্কুলের মাঠে দাঁড়াইলেন এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত একদল ছেলে তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইল। রমেশ নামে একটি বালককে কিছু দূরে দাঁড় করাইয়া মণিবাবু অন্য বালকদের বলিলেন,—"আচ্ছা, বলত রমেশ কোথায় ছিল?"

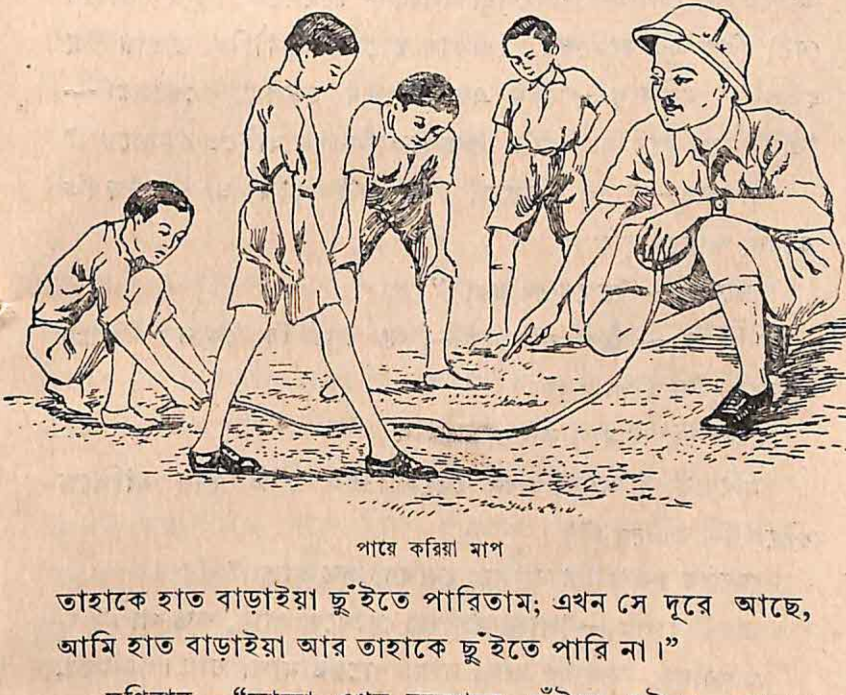
ছেলেরা বলিল,—"এই স্থানে, আমাদের কাছে।"

মণিবাবু,—"আচ্ছা, এখন রমেশ কোথায়?"

ছেলেরা,—"ঐখানে, আমাদের নিকট হইতে দূরে।"

মণিবাবু,—"প্রথমে রমেশ ছিল তোমাদের কাছে, এখন বলিতেছ রমেশ তোমাদের নিকট হইতে দূরে, আচ্ছা, দূরে আর কাছে বলিতে কি বুঝ ?"

একটি বালক বলিল,—"রমেশ যখন কাছে ছিল তখন আমি



পায়ে করিয়া মাপ

তাহাকে হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে পারিতাম; এখন সে দূরে আছে, আমি হাত বাড়াইয়া আর তাহাকে ছুঁইতে পারি না।"

মণিবাবু,—"আচ্ছা, এখন রমেশকে ছুঁইতে হইলে তোমায় কি করিতে হইবে ?"

বালক কহিল,—"আমায় রমেশের নিকট হাঁটিয়া যাইতে হইবে।"

মণিবাবু দুইটি বালককে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার নিকট

হইতে একজন রমেশের কাছে হাঁটিয়া যাও এবং আর একজন রমেশ পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল সেইস্থানে যাও।"

দুইজনে চলিল, ছেলেরা দেখিতে লাগিল। দুইজনে দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে মণিবাবু বলিলেন,—"বলত, কে আগে পৌঁছিল এবং কে পরে পৌঁছিল?" ছেলেরা বলিল,—"রমেশকে যে ছুঁইল তাহার দেরী হইল এবং রমেশের পূর্ব্বেকার স্থানে যে পৌঁছিল তাহার শীঘ্র হইল।" মণিবাবু,—"কেন এরূপ প্রভেদ হইল?" ছেলেরা,—"একজনকে দূরে এবং আর একজনকে নিকটে যাইতে হইয়াছে।"

মণিবাবু,—"বেশ বলিয়াছ, কিন্তু এই দূরত্ব ও নিকটত্ব কি করিয়া আমরা বুঝি?"

ছেলেরা,—"চোখে দেখিয়া।"

মণিবাবু,—"ঠিক বলিয়াছ—কিন্তু আর কি কোন উপায়ে আমরা বুঝিতে পারি?"

ছেলেরা,—"মাপ করিয়া।"

মণিবাবু,—"আচ্ছা এখন তোমরা এই দুইটি স্থান মাপিতে হইলে কি করিবে?"

ছেলেরা,—"হাতে মাপিয়া দেখিব, কত হাত।"

একটি বালক,—"পায়ে মাপিয়া দেখিতে পারি, কত পা।"

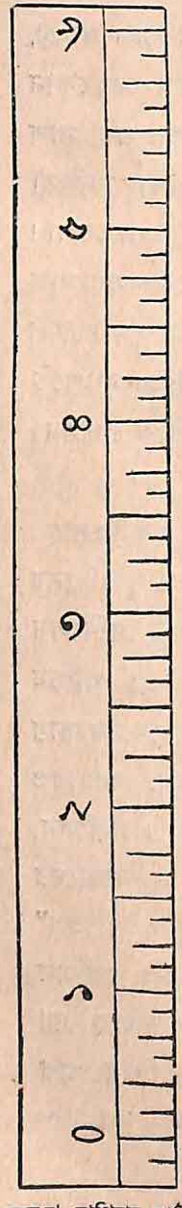
মণিবাবু,—"হাতেও মাপা যায়, পায়েও মাপা যায়। আচ্ছা, একজন পা ফেলিয়া স্থান দুইটি মাপ।"

অনেকেই আগ্রহ দেখাইল—মণিবাবু একজনকে মাপিতে বলিলেন। বালক মাপিয়া বলিল যে একটি স্থান ৫-পা এবং আর একটি স্থান ২০-পা।

মণিবাবু,—"দেখিলে, কোনটি দূরে এবং কোনটি নিকটে। আচ্ছা, এখন তোমরা ক্লাসঘরে গিয়া—ঘরের কোন দিক্‌টি বড় এবং কোন দিক্‌টি ছোট পায়ে মাপিয়া লিখিয়া রাখ। পায়ের মাপ দুই রকমে করা যায়, এক রকম—একটি পায়ের পাতা ফেলিয়া তাহার সম্মুখের আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া আর একটি পা ফেলা। অন্য রকম, সাধারণ ভাবে চলিয়া। তোমরা সাধারণ ভাবে চলিয়া মাপ লিখিয়া আনিবে—(১) উত্তর হইতে দক্ষিণ……এবং (২) পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম……।" বালকেরা উৎসাহের সহিত ক্লাসঘর মাপিতে চলিয়া গেল। মণিবাবু প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরের দিকে গেলেন।

§২

আজ আবার মণিবাবু আসিয়াছেন; ছেলেদের খুব উৎসাহ। আজ তিনি একটি ক্লাসে গিয়া দেখিলেন—ছেলেরা পূর্ব্বদিনের নির্দ্দেশ মত ক্লাসঘরের মাপ খাতায় লিখিয়াছে। তিনি দেখিলেন একটি বালকের খাতায় লেখা আছে ঃ—(১) পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ২০-পা ও (২) উত্তর হইতে দক্ষিণ ১২½-পা। অন্য বালকদের খাতায় ঐরূপই লেখা আছে, তবে মাপ কাহারও কিছু কম, কাহারও কিছু বেশী। মণিবাবু এই প্রভেদের কারণ বুঝাইবার জন্য বলিলেন, —"একজনের পা বড় এবং আর একজনের পা ছোট। যাহাদের পায়ের মাপ সমান, তাহাদের মাপ প্রায় একরকম হইয়াছে।" পরে তিনি বালকদের একখানি করিয়া সাদা কাগজ ও পেন্সিল লইতে বলিয়া কহিলেন,—"তোমরা ঘরটির চারিদিক্ বেশ ভাল করিয়া দেখ।" বালকেরা ঘরটি ভাল করিয়া দেখিলে পর তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"ঘরের মধ্যে কোন দেওয়াল দুইটি বড়?"



স্কেল বা মাপিবার কাঠি

প্রথম বালক,—"পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যে দেওয়াল দুইটি গিয়াছে।"

মণিবাবু,—"আচ্ছা, তাহা হইলে কোন দিক্‌টি ছোট তোমরা বুঝিতে পারিতেছ ?" "উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক্‌টি।" "তোমাদের খাতায় যদি এই ঘরটি আঁকিতে বলি তোমরা কি করিয়া আঁকিবে ?"

প্রথম বালক,—"কাগজের দৈর্ঘ্য যে দিকে, সেই দিকে ঘরের বড় দিক্‌টি আঁকিব এবং প্রস্থ যে দিকে, সেই দিকে ছোট দিক্‌টি আঁকিব।"

মণিবাবু,—"ঠিকই বলিয়াছ, তোমরা সকলে কাগজের উপর মাপিবার কাঠিটি লইয়া কাগজের দৈর্ঘ্য যে দিকে সেই দিকের দুই পাশে দুইটি সরল রেখা টান এবং প্রস্থ যেদিকে সেইদিকের দুই পাশে দুইটি সরল রেখা টান। প্রস্থের রেখার প্রান্ত দুইটি যেন দৈর্ঘ্যের রেখা দুইটির প্রান্তভাগ স্পর্শ করে।"

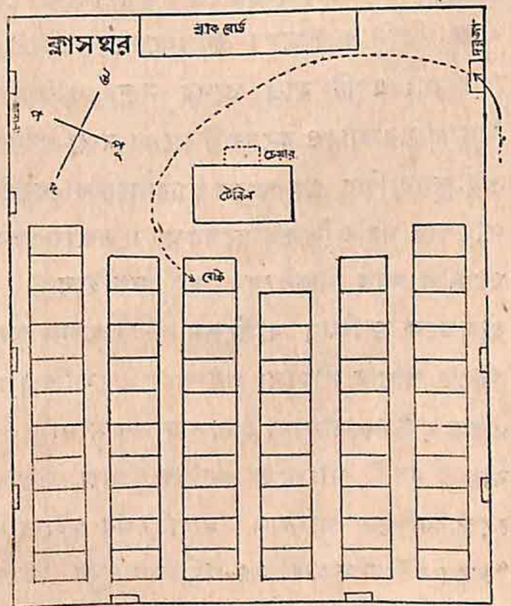
বালকগণ কাগজ ও মাপকাঠি লইয়া আঁকিতে লাগিল। আঁকা হইলে তিনি দেখিলেন অধিকাংশ বালক একটি করিয়া চতুষ্কোণ আঁকিয়াছে।

মণিবাবু তখন দৈর্ঘ্যের রেখা দুইটি সমান চারি-ভাগে ভাগ করিতে বলিলেন। ছেলেরা ভাগ করিল। তিনি বলিলেন,—"তোমাদের অঙ্কিত চিত্রের তলায় লেখ—এক ভাগ=৫-পা। এখন

তোমরা বলিতে পার, তোমাদের ছবির দৈর্ঘ্যের রেখার মাপ কত ?”

প্রথম বালক,—“একভাগ পাঁচ-পা হইলে, চারি ভাগ কুড়ি-পা।” সকলে দেখিল ছোট কাগজে কি ভাবে বড় ঘর আঁকা যায়। মণিবাবু বলিলেন,—“ঘরের নক্সা ইহাকে বলে। তবে এই নক্সায় তোমরা আরও অনেক জিনিস দেখাইতে পার।”

পরে তিনি ছেলেদের বলিলেন,—“তোমাদের ঘরের নক্সাগুলি সামনে রাখ এবং ঘরটি আর একবার দেখ। তোমাদের বসিবার বেঞ্চিগুলি কি ভাবে সাজান আছে দেখিয়া ঐ নক্সার মধ্যে ছোট ছোট রেখার দ্বারা সেইগুলি আঁক।” ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মণিবাবুও ব্ল্যাকবোর্ডে ঘরের একটি নক্সা আঁকিতে লাগিলেন। কয়েকটি বালকের সাহায্যে তিনি বোর্ডে ক্লাসঘর, বেঞ্চি, শিক্ষকের স্থান, ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতি রেখার দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন এবং



ক্লাসঘর ও একটি বালকের নিজের বেঞ্চিতে যাইবার পথ

বালকগণও নিজ নিজ নক্সার উপর সেইরূপ করিল। মণিবাবু বলিলেন,—"এইবার তোমরা নক্সার উপরে একটি রেখা টানিয়া দেখাও কিভাবে ঘরের দরোজা হইতে তোমরা নিজ নিজ বসিবার জায়গায় পৌঁছাইয়াছ।" বালকগণ ঐরূপ করিলে মণিবাবু চলিয়া গেলেন।

§৩

পরদিন ক্লাসঘরের নক্সাগুলি ছেলেরা গৃহ হইতে খুব ভাল করিয়া আঁকিয়া আনিয়াছে। মণিবাবু দেখিয়া খুশি হইলেন। আজ তিনি বালকদের ক্লাসঘরের বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা একটি মাত্র ঘরের নক্সা করিয়াছ। আজ তোমাদের বিদ্যালয়ের আরও কয়েকটি ঘরের নক্সা করিতে হইবে। তোমাদের এই স্কুলবাড়ির এক অংশে ছাত্রাবাস বা বোর্ডিং এবং অন্য এক অংশে পড়িবার ঘর ও শিক্ষকদিগের ঘর। নক্সায় কেবল তোমাদের পড়িবার ঘরগুলি আর শিক্ষকদের ঘর দেখাইবে।" সমান উচ্চতার দুইটি বালককে ডাকিয়া বলিলেন,—"একজন স্কুলবাড়ির পূর্ব্ব সীমানা হইতে পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত পা ফেলিয়া মাপিয়া যাও এবং আর একজন উত্তর সীমানা হইতে দক্ষিণ সীমানা পর্য্যন্ত মাপিয়া যাও।" বালক দুইটি মাপিতে লাগিল, অন্য সকলে কাগজ ও পেন্সিল হস্তে দেখিতে লাগিল। মাপ শেষ হইলে বালক দুইটি বলিল,—"উত্তর হইতে দক্ষিণ ২৫-পা, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ১০০-পা।" সকলে মাপটি নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইল। মণিবাবু বলিলেন,—"তোমাদের কাগজের যে দিক্ দীর্ঘ, সেই দিকে একটি সরল রেখা টান।" বালকেরা একটি সরল রেখা টানিল। তিনি বলিলেন,—

"আচ্ছা, বলত, এই দীর্ঘ সরল রেখাটি যদি ১০০-পা বুঝায় তাহা হইলে প্রস্থের ২৫-পা বুঝাইতে কি প্রকার সরল রেখা টানিতে হইবে ?" ছেলেরা ভাবিতে লাগিল। মণিবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, ৫০-পা হইলে কত বড় রেখা হইত ?" ছেলেরা তৎক্ষণাৎ বলিল,— "দীর্ঘরেখার অর্দ্ধেক হইত।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— "২৫-পা হইলে কিরূপ রেখা হইবে, এইবার নিশ্চয় বলিতে পারিবে।" একজন বালক বলিল,—"দীর্ঘ রেখাটির সিকি ভাগ হইবে।" "ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা, এইবার তোমরা একটি কাগজের দীর্ঘ, সরু টুকরা লইয়া দীর্ঘ রেখাটি মাপ। কাগজের টুকরাটি অঙ্কিত দীর্ঘরেখার মাপে কাটিয়া লও।" বালকেরা সেইরূপ করিল। তিনি বলিলেন,—"টুকরাটি লম্বা দিকে চারি ভাঁজ কর।" ছেলেরা তাহাই করিল। তিনি পুনরায় বলিলেন,—"এই চারি ভাঁজের এক



এই রেখাটি স্কুল বাড়ির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমের মাপ (১০০-পা) বুঝাইতেছে



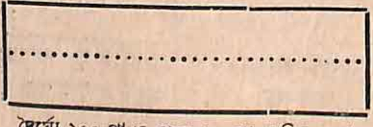
এই চিত্রটিতে দেখান গেল যে দৈর্ঘ্যের সিকি ভাগ প্রস্থ



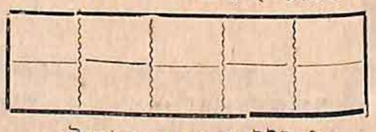
চতুষ্কোণটি স্কুল বাড়ির একটি অংশের নক্সা

ভাঁজ দৈর্ঘ্যের কত অংশ ?" বালকেরা বলিল,—"সিকি ভাগ এবং

অঙ্কিত দীর্ঘ রেখারও সিকি ভাগের সমান।” অতঃপর মণিবাবুর নির্দ্দেশ মত পূর্ব্বের অঙ্কিত দীর্ঘ রেখাটির দুই প্রান্ত হইতে দুইটি সরল রেখা ঐ সিকি ভাগের অনুযায়ী করিয়া কাগজের প্রস্থের দিকে টানিল এবং প্রস্থ রেখার বাহিরের দুই প্রান্ত একটি সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করিল। বালকগণ দেখিল একটি চতুষ্কোণ হইয়াছে। মণিবাবু বালকদের বলিলেন,—“এইবার তোমরা দেখ। কতকগুলি ঘর পাশাপাশি আছে?” ছেলেরা বলিল,—“পাঁচখানি ঘর এবং ঘরগুলির সম্মুখে বারান্দায়ও পাঁচটি ক্লাসঘর আছে।” মণিবাবু বলিলেন,—“ঘরগুলির মাপ কত?” একজন মাপিয়া বলিল,—“দৈর্ঘ্যে ২০-পা, প্রস্থে ১২½-পা এবং বারান্দাও প্রস্থে ১২½-পা।” মণিবাবু বলিলেন,—“কাগজে অঙ্কিত প্রস্থ রেখার মাপটি পাঁচ ভাগ কর।” ছেলেরা পাঁচ ভাগ করিলে তিনি বলিলেন,—“প্রস্থের মাপ ২৫-পা হইলে, এক ভাগ কত-পা হইল?” ছেলেরা বলিল,—“৫-পা।” মণিবাবু বলিলেন,—“প্রস্থ রেখাটি দুই সমান ভাগে ভাগ কর এবং নক্সার মধ্য দিয়া একটি সরল রেখা টানিয়া নক্সাটিকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত কর।” বালকেরা সেইরূপ করিল এবং দেখিল যে চিত্রটি দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তারপর তিনি বলিলেন,—“এইবার দৈর্ঘ্যের রেখাটি পাঁচটি সমান ভাগে (২০-পা × ৫) ভাগ কর।” বালকেরা তাহাই করিল এবং দেখিল চিত্রটি এইরূপ হইয়াছে :



দৈর্ঘ্যে ১০০-পা ও প্রস্থে ২৫-পা বাড়ির নক্সা একটি রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইল



এইরূপে ঘর ও বারান্দা দুইটিই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল

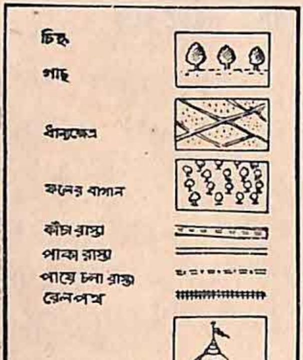
মণিবাবু বলিলেন,—"অঙ্কিত চিত্রের নীচে লিখিয়া দাও, একভাগ —২০-পা—দৈর্ঘ্য।" ছেলেরা দেখিল স্কুলের পাঁচখানি ঘর পাশাপাশি রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে বারান্দা রহিয়াছে। বারান্দাটিও ঐরূপ সমান সমান পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহারা চিত্রখানি সম্পূর্ণ করিল। মণিবাবু বালকদের বলিলেন,—"তোমাদের ঘরখানি চিহ্নিত কর।" ছেলেরা তাহা করিল এবং পরে স্কুলের খেলিবার মাঠ, শিক্ষকদের ঘর প্রভৃতি নক্সায় দেখাইল। বালকেরা আজ অত্যন্ত খুশি। তাহারা পড়িবার ঘরগুলি একখানি কাগজে দেখিতে পাইতেছে।

ম্যাপ ও ম্যাপ অঙ্কন

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

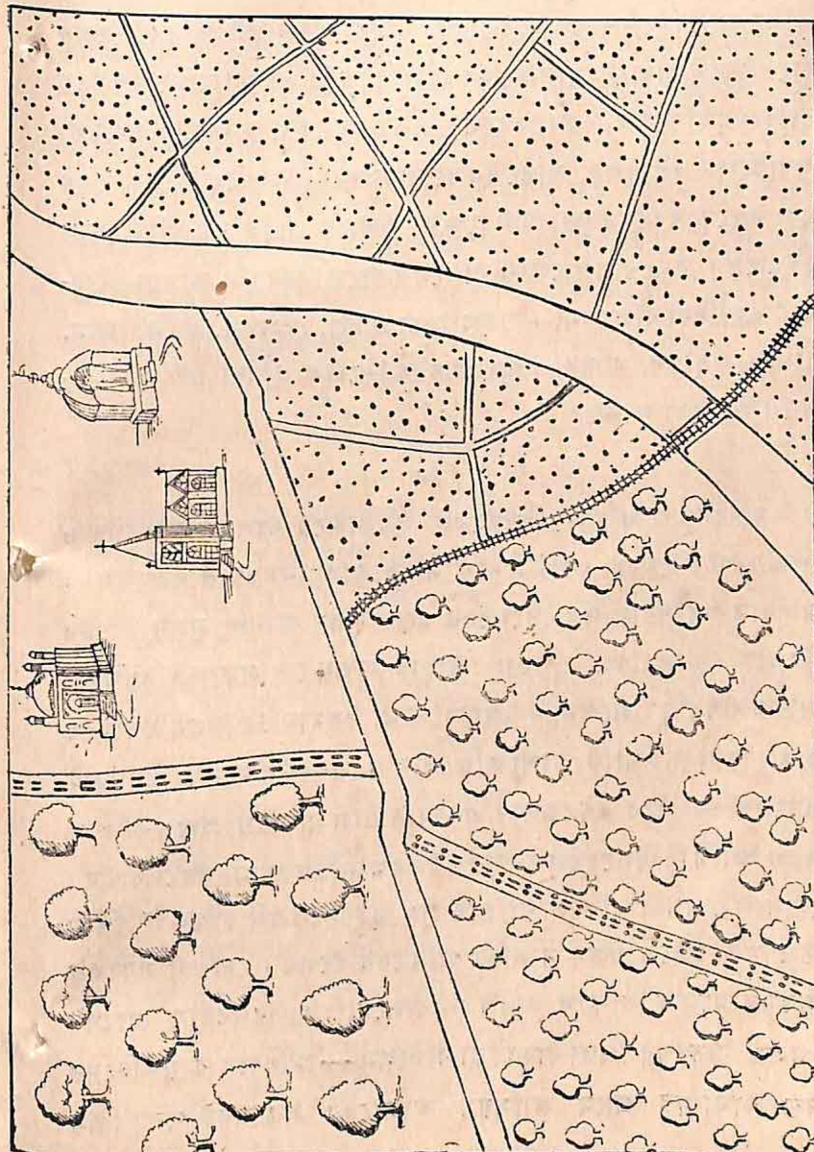
§১

পর দিবস মণিবাবু বালকদের লইয়া বিদ্যালয়ের চারিদিকের স্থানগুলি ভ্রমণ করিলেন এবং তাহারা কি কি দেখিতেছে খাতায় সেইগুলি লিখিতে বলিলেন। বালকগণ বিদ্যালয়ের কোন দিকে কোন রাস্তা, বাড়ি যাইবার পথ, পোষ্ট অফিসের ও ষ্টেশনের পথ সব লিখিল এবং পরে খাতায় বিদ্যালয়টি আঁকিয়া তাহার চারিদিকে যাহা দেখিয়াছে তাহা অঙ্কিত করিল। এইরূপে তাহারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানচিত্রের ধারণা করিয়া লইল।



ম্যাপের সাঙ্কেতিক চিহ্ন

একদিন মণিবাবু তাহাদের গ্রামের পশ্চিমে যেখানে ধানের জমি, ফলের বাগান, মন্দির, মস্‌জিদ প্রভৃতি আছে তাহার একখানি নক্সা আঁকিয়া দেখাইলেন এবং বালকগণ এইবার সহজেই বুঝিল গ্রামের বিশিষ্ট স্থান ও রাস্তাগুলি মানচিত্রের কোথায় আছে। তাহারা দেখিল মানচিত্রের উপর বিভিন্ন চিহ্নের দ্বারা



গাছ, ধান্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, রাস্তা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, নদী, নদীর উপর রেলের সেতু

বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মণিবাবু চিহ্নগুলি আরও বিশেষ ভাবে বুঝাইলেন এবং মানচিত্রের রঙগুলি যে বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করে তাহাও বুঝাইলেন। ভারতবর্ষের একটি রঙকরা মানচিত্র আনিয়া দেখাইলেন, হিমালয়, ভারতের সর্ব্বোচ্চ স্থান, কিভাবে গৈরিক রঙএ এবং বঙ্গদেশের সমতল উর্ব্বরক্ষেত্র কিভাবে সবুজ রঙ দিয়া বুঝান হইয়াছে। অবশেষে প্রত্যেক বালকের হাতে একখানি করিয়া রেখা-মানচিত্র দিয়া বলিলেন,—"চিহ্ন দিয়া রাস্তা, রেলপথ, ধানের জমি, বাগান, মস্‌জিদ, মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া এই মানচিত্র-খানি আঁকিয়া আনিবে।"

§২

মণিবাবু আজ চলিয়া যাইবেন। বিদ্যালয়ে বালকবালিকাগণ ও শিক্ষক মহাশয়েরা একটি সভায় মণিবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—মণিবাবু আসিবার পর ছেলেদের মধ্যে নূতন আনন্দ, নূতন কাজের উৎসাহ আসিয়াছে, সুতরাং তাঁহার যাওয়াতে সকলেই দুঃখিত। সভায় মণিবাবু বলিলেন,—"আমি তোমাদের মানচিত্র-অঙ্কন বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছি আশা করি তোমরা সেইগুলি মনে রাখিয়া এই গ্রামের এবং পরে এই জেলার একখানি ভাল মানচিত্র প্রস্তুত করিবে। আজ আমি বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ দুইটির মানচিত্র তোমাদের দেখাইব। দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে গৃহ দুইটি কিরূপ হইবে।" তিনি তাঁহার নিজহস্তে প্রস্তুত মানচিত্রখানি দেখাইলেন। দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। জলযোগের পর বিদায় গ্রহণের পালা। অরুণের পিতা দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"মণিবাবু কয়েকদিনের জন্য আমাদের গ্রামে আসিয়া, আমাদের সকলেরই পরম প্রিয়

হইয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা দিবার পদ্ধতিতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; আশা করি তিনি আবার আমাদের গ্রামে আসিয়া তোমাদের নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দিবেন।"

পরে একটু থামিয়া বলিলেন,—"আমি এই গৃহ-নির্ম্মাণ ও অন্য কার্য্য উপলক্ষ্যে এখন গ্রামে কিছুদিন থাকিব এবং মাঝে মাঝে আসিয়া দেশ-বিদেশের গল্প করিব।" ছেলেমেয়েরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

অনুশীলন

একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একটি বস্তু যে দূরে আছে ও অন্য একটি বস্তু যে নিকটে আছে কি করিয়া তাহা বুঝিতে পারি?

২০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া একখানি ঘর খাতার ছোট কাগজে কি ভাবে আঁকিয়া দেখাইবে?

জেলার মানচিত্রে তোমাদের গ্রাম, গৃহ, বিদ্যালয়, নদী প্রভৃতি দেখাও।

হাতের কাজ

তোমাদের ক্লাসঘর আঁকিয়া তোমাদের বসিবার স্থান হইতে বোর্ডে যাইবার পথ দেখাও।

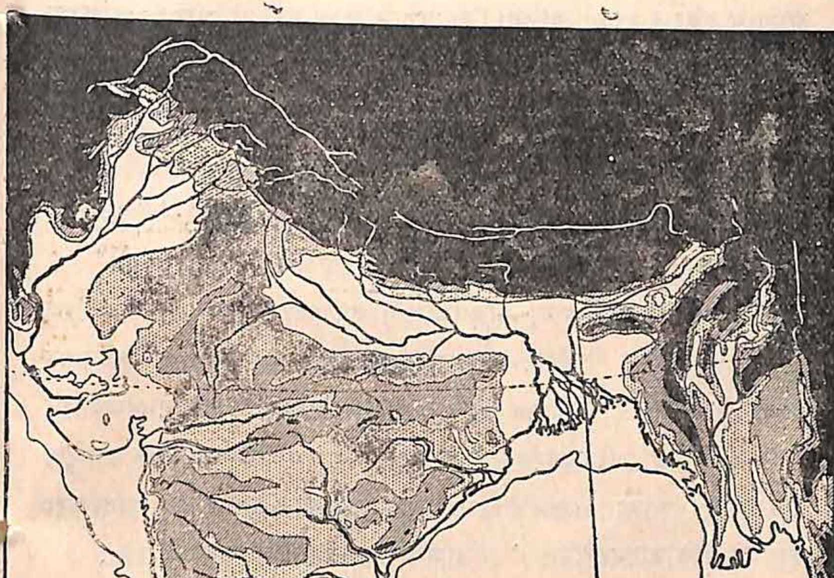
একটি চতুষ্কোণ আঁকিয়া তাহার মধ্যে নানারূপ চিহ্নের দ্বারা বিদ্যালয় ও তাহার আশপাশের পথ, বাগান, খেলার মাঠ প্রভৃতি দেখাও।

পৃথিবী ভ্রমণ

আরম্ভে

§১

আজ শনিবার। বেলা একটার মধ্যে বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া বালকবালিকাগণ বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছে। অনিলবাবু আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অরুণ, অমিয়া, ওটানী ও ওহারু আসিল। একটি গ্লোব, একখানি ব্ল্যাকবোর্ড এবং পৃথিবীর একখানি মানচিত্র সেই স্থানে সাজান হইল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহাদের বলিলেন,—"অনিলবাবু আজ তোমাদের তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের গল্প বলিবেন।" অনিলবাবু মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দেখ আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশ। এই বঙ্গদেশ হইতে আমি পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলাম। দুইবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একবারের কথা আজ বলিতেছি।" তিনি বলিতে লাগিলেন যে তিনি কলিকাতা হইতে ট্রেনে ভারতের পশ্চিমে বোম্বাই যান এবং বোম্বাই হইতে আরও পশ্চিমে আফ্রিকার পূর্ব্ব ও উত্তর দিক্ দিয়া ভূমধ্যসাগরে পৌঁছান। পরে ইতালীর মধ্য দিয়া আরও পশ্চিম দিকে যাইয়া ফরাসীদেশে যান। সেই স্থান হইতে আরও পশ্চিমে আমেরিকার পূর্ব্বকূলে নিউইয়র্ক এবং তথা হইতে পুনরায় পশ্চিমে যাইয়া আমেরিকার পশ্চিম সীমানায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে পৌঁছান। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া আরও পশ্চিমে যাইয়া ওটানী-ওহারুর দেশ জাপানে পৌঁছিলেন।



ভারতবর্ষ

জাপান হইতে যাত্রা করিয়া কিছুদূর দক্ষিণে যাইয়া আবার পশ্চিমে আসিয়া বাংলা দেশে পৌঁছিলেন। এই যাত্রা-পথটি মানচিত্রে দেখাইয়া পরে গ্লোবের উপর খড়ি দিয়া একজন বালককে আঁকিতে বলিলেন। বালকটি গ্লোবে দাগ দিয়া দেখিল—দাগটি প্রায় গোলাকার হইল। অনিলবাবু ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পৃথিবীর আকার কিরূপ দেখিতেছ ?" বালকগণ বলিল,—"বৃত্তাকার।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"আমার পৃথিবী ভ্রমণের পথ লক্ষ্য করিলে তোমরা দেখিতে পাইবে, যেস্থানে স্থলপথ শেষ হইয়াছে সেইস্থান হইতেই আমাকে জাহাজে উঠিতে হইয়াছে এবং যেস্থানে জলপথ শেষ হইয়াছে সেই স্থানে আমায় ট্রেন বা মোটর গাড়িতে চড়িতে হইয়াছে। আচ্ছা, এখন তোমরা বল, পৃথিবীর উপরিভাগ প্রধানতঃ কি কি উপাদানে গঠিত।" বালকগণ,—"জল ও স্থল।"



উত্তরে অধিকাংশ স্থল, দক্ষিণে অধিকাংশ জল

অনিলবাবু,—"আচ্ছা, তোমরা জান মানচিত্রের উপর দিক্ উত্তর ও নিম্ন দিক্ দক্ষিণ। এখন একজন পৃথিবীর মানচিত্রে জলভাগ ও স্থলভাগ দেখাও এবং বল জলভাগের অধিকাংশ কোন দিকে এবং

স্থলভাগের অধিকংাশ কোন দিকে ?” বালকটি বলিল অধিকাংশ জলভাগ দক্ষিণ দিকে, আর অধিকাংশ স্থল উত্তরদিকে এবং দেখাইল যে স্থলভাগের চারিদিকেই রহিল জল।

অনিলবাবু,—“এইবার তোমরা বল জল ও স্থলের মধ্যে কোনটি অধিক দেখিতেছ। একজন মানচিত্রের ও একজন গ্লোবের নিকটে আসিয়া একটি সুতা লইয়া মাপিয়া দেখ।” বালকেরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিল এবং দুইজনে মোটামুটিভাবে মাপিয়া বলিল,—“জলভাগ বেশী।” তখন অনিলবাবু বোর্ডে একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইলেন ভূপৃষ্ঠের দুই প্রধান উপাদানের মধ্যে জলভাগ ৪ ভাগের প্রায় ৩ ভাগ এবং বাকী স্থলভাগ।



জলভাগ ও স্থলভাগ

দুইজন বালককে ডাকিয়া বলিলেন,—“একজন মানচিত্রে স্থল-ভাগের বৃহৎ বৃহৎ অংশগুলির নাম পড়িয়া বল এবং আর একজন বোর্ডে লিখিয়া যাও।” প্রথম বালক বলিতে লাগিল,—“এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকা।”

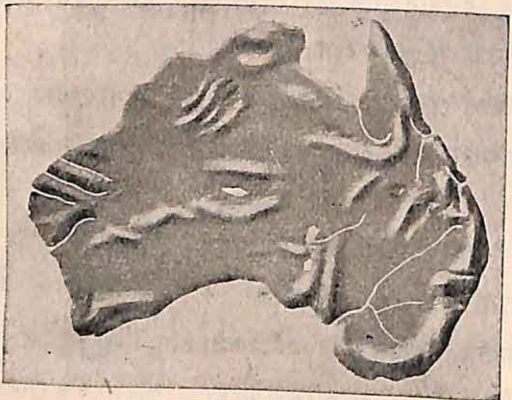
অষ্ট্রেলিয়ার কথা

অনিলবাবু মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—“এই দ্বীপটির নাম অষ্ট্রেলিয়া। ইহা এত বড় যে ইহাকেও একটি মহাদেশ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষরা ইংরাজ।”

অরুণ বলিল,—“আমরা বোম্বাইয়ে যে জাহাজখানিতে উঠি সেইটি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিতেছিল এবং সে জাহাজে আমি অনেকগুলি ক্যাঙ্গারু দেখিয়াছিলাম।”

অনিলবাবু,—“ঠিক, ক্যাঙ্গারু শুধু অষ্ট্রেলিয়াতেই দেখা যায়।

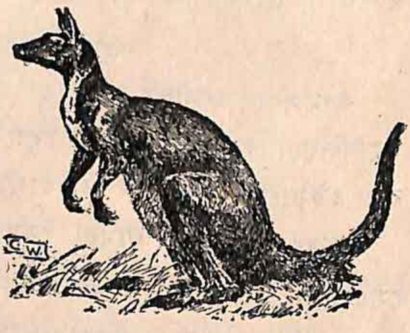
জাহাজে যে ক্যাঙ্গারুগুলি ছিল তাহাদিগকে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এই মহাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকেই অধিক লোক বাস করে। এখানে সোনার খনি আছে এবং এদেশের লোকেরা পশমেরজন্য মেষ পালন করে। এখানে গমও বেশ জন্মায়। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা খুব ভাল ক্রিকেট খেলিতে পারে।"



অষ্ট্রেলিয়া

একজন বালক বলিল,—"আমি কলিকাতার চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারু দেখিয়াছি, ইহারা পিছনের দুইটি পা ও লেজে ভর দিয়া চলে ও খুব লাফায়।"

অষ্ট্রেলিয়ার চারিদিকে সাগর। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বড় বড় সাগরগুলির নাম শিখাইবার জন্য অনিলবাবু দুইজন বালককে ডাকিয়া বলিলেন,—"একজন জলভাগের বিশেষ বিশেষ অংশগুলির নাম মানচিত্র দেখিয়া বল এবং আর একজন লিখ।" প্রথম বালক বলিল,—"ভারত মহাসাগর,



ক্যাঙ্গারু

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর।” অনিলবাবু মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—“দক্ষিণে যে জলভাগ দেখিতেছ উহাকে বলে দক্ষিণ বা আণ্টার্কটিক মহাসাগর, উত্তরে উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর।” পরে বালকগণকে বলিলেন,—“আচ্ছা, স্থলভাগের ও জলভাগের কোন বিশেষ অংশ দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়?” বালকগণ মানচিত্র দেখিয়া বলিল,—“স্থলভাগের মধ্যে এশিয়া ও জলভাগের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর।” “ঠিক বলিয়াছ। এই প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া এশিয়া আসিবার সময় শুনিলাম এই সাগর অতিশয় গভীর এবং ইহার একস্থানে সে গভীরতা ৩৪,৪১৬ ফুট অর্থাৎ এশিয়ার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গ (২৯,১৪১ ফুট) যদি সেখানে ডুব দেয় তাহা হইলে তাহার চূড়া জলের উপরিভাগ হইতে প্রায় এক মাইল নীচে থাকিবে।”

একজন বালক বলিল,—“গ্লোবে আপনার ভ্রমণ-পথের রেখা প্রায় সকল মহাদেশের উপর দিয়া গিয়াছে—আপনি কি আজ একটি মহাদেশের কথা আমাদের বলিবেন?”

অনিলবাবু,—“হাঁ, এইবার আফ্রিকার কথা বলিব।”

§২

আফ্রিকা

অনিলবাবু বলিতে লাগিলেন,

“পৃথিবীর মধ্যে মজার দেশ আফ্রিকা—আফ্রিকা ভ্রমণের সময় আমি বিভিন্ন জাতীয় লোক দেখিয়াছিলাম—উত্তর দিকে ভূমধ্য-সাগরের ধারে ধারে মিশরীয়, মূর প্রভৃতি প্রাচীন জাতি বসবাস করে—তাহারা অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং ব্যবসায়ী

ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি হইতে দক্ষিণে গিয়া দেখি কেবল বালি আর



আফ্রিকা

বালি ; আফ্রিকার বালুময় সেই বিরাট্ অংশটি সাহারা। পিরামিড্ দেখিতে উটের পিঠে আমরা সেই মরু-ভূমির উপর দিয়া গিয়াছি। সেখানে লোকের বসবাস নাই বলিলেই চলে, কেবল নীল নদের ধারে ধারে উর্ব্বর স্থানগুলিতে লোক বাস করে। মধ্য-আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য ভূমিতে বাস করে এক বীর জাতি, তাহাদের হাবসী বলে। হাবসীদের দেশ আবিসিনিয়া। মধ্য-আফ্রিকার পশ্চিমদিকে



নিগ্রো

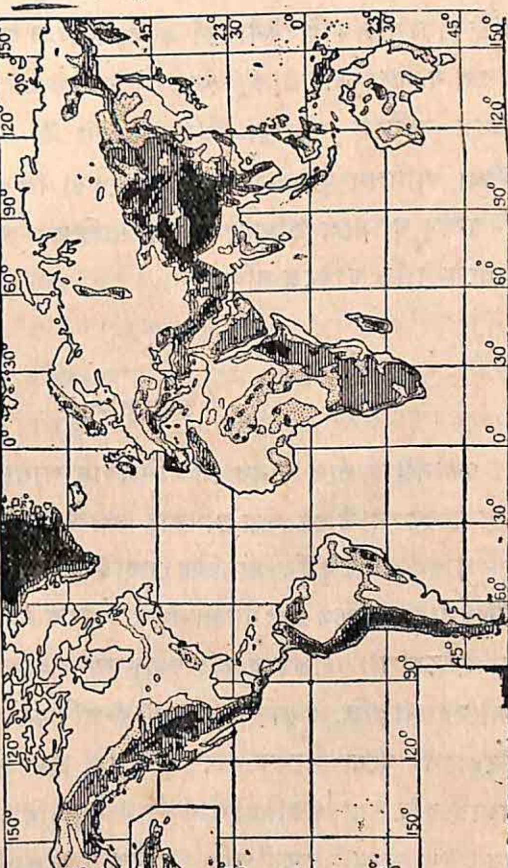
কঙ্গো নদীর ধারে ধারে গভীর জঙ্গল এবং জঙ্গলে খর্ব্ব-কায় পিগ্মী প্রভৃতি অনুন্নত জাতিরা বাস



পিরামিড ও উট

করে। এই জঙ্গলের গাছগুলি খুব উঁচু এবং লতায় জড়ান। এর জলে বড় বড় কুমীর ও জল-হস্তী, স্যাঁতসেঁতে জমিতে নানারূপ পোকা-মাকড় ও সাপ এবং গাছের উপর নানা জাতীয় বানর ও নানা বর্ণের পাখী আছে। জঙ্গল ও মরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানটি তৃণভূমি—আফ্রিকায়

ইহার নাম:সাভানা। এই তৃণভূমিতে হস্তী, জিরাফ, জেব্রা, গণ্ডার ও সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়।”



পৃথিবীর মানচিত্র

“আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের অধিকাংশ স্থান ইংরাজ-অধিকৃত। সেখানে হীরকের খনি আছে এবং উটপাখি দেখা যায়। এ অঞ্চলে জুলু, কাফির প্রভৃতি জাতিরা উপুড় করা খুব বড় বড় ঝুড়ির আকারের বাড়িতে বাস করে। পূর্ব্বে এই আফ্রিকা দেশ হইতে নিগ্রো ও অন্যান্যজাতিরলোক লইয়া গিয়া, ক্রীত-দাসরূপে আমেরিকায় বিক্রয় করা হইত। এই ক্রীতদাসদের সন্তানেরা এখন আমেরিকায় বাস করে। এখন ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। আফ্রিকায় ভ্রমণের সময় অধিবাসীদের অনেকের মিষ্ট ও সরল ব্যবহারে

আমি খুব আনন্দ পাইয়াছি।” অনিলবাবু তাঁহার পরিচিত এক আফ্রিকাবাসীর ছবি দেখাইয়া বলিলেন,—“অধিবাসীদের আকৃতি এইরূপ বলিষ্ঠ, চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু এবং গায়ের রং কাল। শিকার করিতে তাহারা অতিশয় পটু।” স্কুলের ঘড়িতে দুইটা বাজিল, অনিলবাবু থামিলেন। ছেলেরা স্থির হইয়া শুনিতেছিল, অনিলবাবু থামিলে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় সকলকে বাড়ি যাইতে বলিলেন।

§৩

ইউরোপ

এক সপ্তাহ পরে শনিবারে অনিলবাবু আবার বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখেন, ছেলেরা তাঁহার গল্প শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া আছে। তিনি পৃথিবীর একখানি মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—“এশিয়া মহাদেশের সংলগ্ন পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এই যে দেশটি রহিয়াছে, উহা ইউরোপ। এশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইলেও ইউরোপের অধিবাসীদের আকৃতি, প্রকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের মত নহে। ইউরোপের মধ্যে অনেক দেশেই আমি ভ্রমণ করিয়াছি। জাহাজে বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া আরবসাগর, লোহিতসাগর ও সুয়েজ খাল পার হইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়ি। ভূমধ্যসাগরের উত্তরকূলে ইউরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা এবং পূর্ব্বে এশিয়া। আমাদের জাহাজ সুয়েজ পার হইয়া পোর্ট সৈয়দ বন্দর হইতে উত্তরে ইউরোপের দিকে চলিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ইতালী পৌঁছিলাম। ইতালী ইউরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের কূলে অবস্থিত। ইহার রাজধানী রোম

একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। ইতালীর বিখ্যাত শিল্পীদের নির্ম্মিত পাথরের মূর্ত্তি ও ছবি অতুলনীয়। ইতালীতে ভিনিস্ শহরটি বেশ নূতন ধরণের। বন্দরে নামিয়া শহরে যাইব বলাতে মুটেরা আমার মালপত্র লইয়া আসিল একটি খালের ধারে। দেখিলাম খাল-গুলিই যাতায়াতের পথ। আমি একখানি গণ্ডোলায় (আমাদের দেশের ময়ূরপঙ্খীর মত দেখিতে) চাপিয়া খালের উপর দিয়া শহরে আসিলাম। ভিনিসে এক বাড়ি হইতে অন্য বাড়ি যাইতে হইলে অধিকাংশ স্থলে গণ্ডোলায় যাইতে হয়। ভিনিস্ অতি পুরাতন বন্দর। এখানে সেণ্ট্ মার্কের মন্দির-গাত্রে রঙিন কাঁচের তৈয়ারী মূর্ত্তিগুলি বিখ্যাত। বিখ্যাত ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরি এই ইতালীতে। ইতালী হইতে ট্রেনে আমরা আল্পস্ পর্ব্বতের উপর দিয়া সুইট্‌স্‌জারল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। উচ্চ পর্ব্বতের উপর সেই দেশটি সুন্দর সুন্দর হ্রদে পূর্ণ। উচ্চ পর্ব্বত ঘেরা নীল জলপূর্ণ হ্রদের তীরে ভ্রমণের মনোরম স্থান আছে। ইহার রাজধানী বার্ণ। জেনিভা শহরটি ঘড়ির ব্যাবসার জন্য বিখ্যাত। এখানে পর্ব্বতের উপরের অধিবাসীরা পশু পালন করে এবং নিম্নদেশবাসীরা আঙুরের চাষ করে। স্বাস্থ্যের জন্য এবং শীতকালে বরফের উপর খেলা করিবার জন্য বহু লোক এখানে আসে। সুইট্‌স্‌জারল্যাণ্ড পার হইয়া আমরা ফরাসী দেশে গিয়াছিলাম। রাজধানী প্যারিস্ সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। মহাবীর নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার কবর একটি দর্শনীয় স্থান। প্যারিসে কত যাদুঘর এবং কত প্রাচীন রাস্তা, বাড়ি ও গির্জ্জা আছে তাহা গণনা করা যায় না। প্যারিসের 'এফিল' টাওয়ারের চূড়ায় আমি উঠিয়াছিলাম। ইহা

কলিকাতার মনুমেণ্টের অপেক্ষা অনেক বড়। ফরাসীরা খুব মিশুক। প্যারিস্ হইতে ইংলণ্ডে যাই। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহর সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে প্যারিস্ অপেক্ষা কম নয়। টেম্স্ নদীর কূলে বিরাট্ প্রাসাদ, গির্জ্জা প্রভৃতি দেখিলে বিস্ময়ে প্রাণ ভরিয়া যায়। লণ্ডন বিখ্যাত বন্দর। লণ্ডন হইতে আমি জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন শহরে গিয়াছিলাম। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেই শহরটি। ইউরোপের লোকেরা অতিশয় পরিশ্রমী, সাহসী এবং যুদ্ধ-নিপুণ।"

"ইউরোপের লোকেরা আমাদের মত কাপড় পরে না।" তিনি একখানি ছবি দেখাইয়া বলিলেন,—"ইউরোপীয়েরা এইরূপ পায়জামা, কোট, বুটজুতা এবং টুপী পরে। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া পশমের বস্ত্রাদি অধিক ব্যবহৃত হয়।"

§৪

আমেরিকা



উত্তর আমেরিকা

।"ইউরোপ হইতে আমি আমেরিকা গিয়াছিলাম। পর্ত্তুগীজ নাবিক কলম্বাস উত্তর আমেরিকা প্রথমে আবিষ্কার করেন। আমেরিকার অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইউরোপের লোক ছিলেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

আদিম অধিবাসীরা খুব বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ। আমেরিকার আদিম অধিবাসী ছাড়া অন্য অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক এবং নিগ্রো অনেক আছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা মাথায় পালকের টুপী পরে ও রঙিন পোশাক পছন্দ করে। ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে তাহারা অদ্বিতীয়। আমেরিকা দেশটি খুব বড় ইহার পূর্ব্বে আট্‌লান্টিক ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার উত্তর প্রান্ত পৌঁছিয়াছে উত্তর মেরুতে এবং দক্ষিণ প্রান্ত প্রায় দক্ষিণ-মেরুর কাছাকাছি গিয়াছে। দেশটির উত্তরভাগ দুই অংশে বিভক্ত—কানাডা ও যুক্তরাজ্য। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ অংশটির নাম মধ্য-আমেরিকা। মধ্য-আমেরিকার দক্ষিণে দক্ষিণ-আমেরিকা।



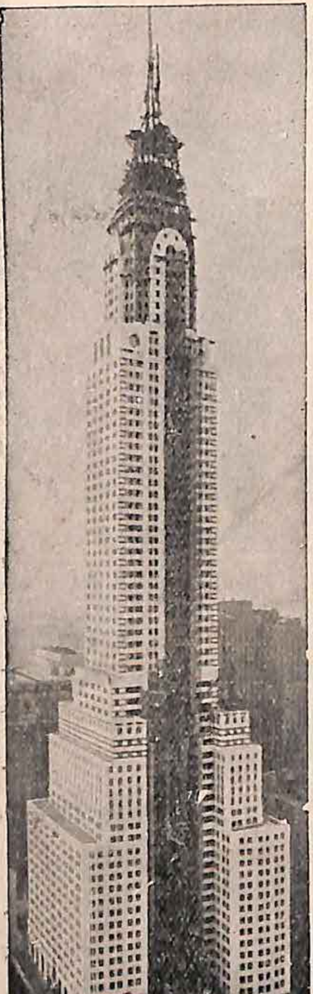
দক্ষিণ আমেরিকা



রেড ইণ্ডিয়ান বা উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী

কানাডার চাষের গম, পনীর, বনের কাঠ, নদী ও সমুদ্রের মাছ পৃথিবীর নানাস্থানে চালান হয়। উত্তর আমেরিকাও গম, খনিজ-তৈল ও তামাকের জন্য বিখ্যাত। ব্যাবসা ও শিল্পে উন্নতির দ্বারা

উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান বলিয়া খ্যাত। নিউইয়র্ক শহরের আকাশস্পর্শী বাড়িগুলি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মধ্য-আমেরিকা তুলার চাষের জন্য বিখ্যাত। এইস্থানে পানামা খাল কাটিয়া আট্‌লান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করা হইয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসীর পূর্ব্বপুরুষ স্পেনিয়ার্ড। উত্তর আমেরিকায়, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরে আহার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা দেখিলে বেশ বুঝা যায় আমেরিকার লোক কত ধনবান। ইউরোপের স্পেন দেশের লোকেরা দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ৪০০০ মাইল লম্বা আমেজন নদীর ধারের জঙ্গল, আফ্রিকার কঙ্গো নদীর ধারেরজঙ্গলের মতই গভীর ও নানারূপ পশু-পক্ষীতে পূর্ণ। দক্ষিণ-আমেরিকা খনিজ সম্পদের জন্য বিখ্যাত। গমও এখানে খুব জন্মায়। আর্জ্জেণ্টাইনের রাজধানী বুয়োনোজাইস্ বিখ্যাত শহর।”



এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং নিউইয়র্কের আকাশস্পর্শী বাড়িগুলির অন্যতম

§৫

এশিয়া

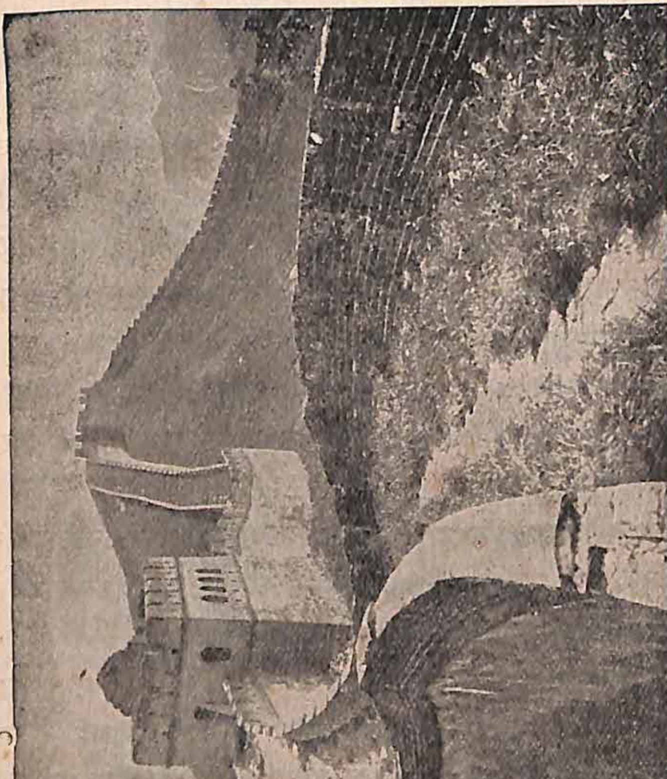
"আমেরিকা ত্যাগ করিয়া আমরা প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়াছিলাম এবং ওটানীদের দেশ জাপানে আসিয়াছিলাম। বরফ-ঢাকা আগ্নেয়গিরি ফুজিয়ামা আর চেরী ফুল জাপানীদের আদরের বস্তু। জাপানীরা বীর ও কর্ম্মকুশল। উহারা শিল্প ও ব্যাবসাক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। আকৃতি ইউরোপীয়দের অপেক্ষা খর্ব্ব এবং নাক চেপটা, প্রায় হলুদ রঙ ; চক্ষু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।" জাপানীদের কথা যখন বলিতেছিলেন তখন ওটানী-ওহারুর মুখ আনন্দে ও গর্ব্বে ভরিয়া উঠিতেছিল এবং সকলেই উহাদের দিকে চাহিতেছিল।

"জাপান হইতে আমি একবার গিয়াছিলাম চীনদেশে। চীনারাও আকৃতিতে জাপানীদের মত। জাপান ও চীনের বহুলোক কৃষিজীবী।"

"লোকসংখ্যায় চীনদেশ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্থানাভাবে বহু লোক নদীবক্ষে নৌকার উপর চিরকাল বাস করে। চীনের বিখ্যাত প্রাচীর পৃথিবীর সাতটি অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর অন্যতম।"

"এশিয়ার মধ্যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এককালে ধনে, মানে, জ্ঞানে ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। বিগত কয়েক শতাব্দী বারংবার বিদেশী আক্রমণে বিব্রত হইয়া ভারতবাসী বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারে নাই। এখন আবার নূতন উদ্যমে সর্ব্বমুখী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ কৃষিজীবী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, অতিথিপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশ আবার সকল বিষয়ে উন্নত হইবে।"

"আচ্ছা, তোমরা পৃথিবীর নানা দেশের গল্প শুনিলে, এখন বল মোটামুটি অধিবাসীদের কি ভাবে ভাগ করা যায়।"



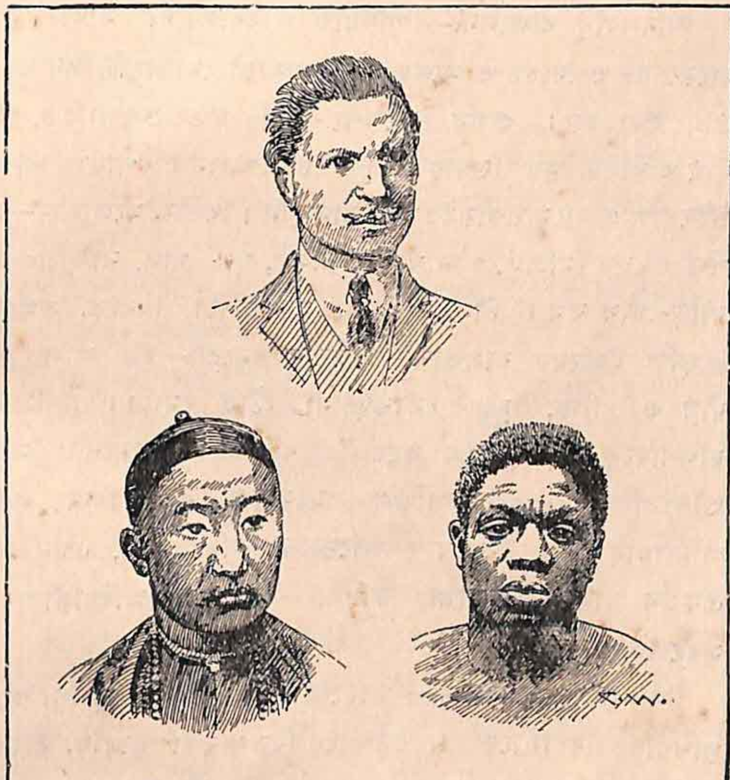
চীনের বিখ্যাত প্রাচীর

প্রথম বালক,—"জাপান ও চীন দেশের লোকেরা দেখিতে প্রায় একরকম।"

অনিলবাবু,—"তাহাদের কি কি সাদৃশ্য আছে ?"

প্রথম বালক,—"চুল একরকম, নাক চেপটা, রঙ পীত।"

অনিলবাবু,—"আর ?"



ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো

দ্বিতীয় বালক,—"আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা সকলেই প্রায় একরকম—চুল কোঁকড়ানো, রঙ কাল, ঠোঁট মোটা।"

অনিলবাবু,—"ইউরোপের লোকেরা কিরূপ ?" "ইউরোপ এবং আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী প্রায় একই প্রকার—দেহ দীর্ঘ, নাসা উন্নত, রঙ ফরসা।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"পৃথিবীর অধিবাসীদের মাথার চুল, গায়ের রঙ ও দেহের ও মুখের গঠন অনুযায়ী মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম, ককেশীয়—বর্ণ শ্বেত ও লোহিত, গঠন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, মুখ ডিম্বাকৃতি, চুল ঢেউ খেলান। পারস্য, ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের বাসস্থান। দ্বিতীয়, মঙ্গোলীয়—বর্ণ পীত ও শ্বেত মিশ্রিত, গঠন খর্ব্ব ও বলিষ্ঠ, মুখ গোল, নাক চেপটা। দাড়ি-গোঁফ কম। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ইহাদের বাসস্থান। তৃতীয়, নিগ্রো—রঙ কাল, গঠন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট মোটা। আফ্রিকার দক্ষিণদিকে ইহারা বাস করে।" বালকগণ আনন্দের সহিত শুনিতেছিল। দুইটা বাজিল, ছেলেদের নিকট বিদায় লইয়া অনিলবাবু বাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় একজন বালক জিজ্ঞাসা করিল,—"ভারতের অধিবাসীরা কি সকলেই ককেশীয় ?"

অনিলবাবু বলিলেন,—"ভারতে নানা শ্রেণীর লোক বাস করে। পৃথিবীর অধিবাসীদের যে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ হয় নাই। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড় (দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী) প্রভৃতি জাতি আছে। দেখ, গায়ের রঙ দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করা আগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। খুব ফরসা মানুষ যদি বহুকাল

রৌদ্রে খোলা গায়ে থাকে তাহা হইলে তাহার রঙ কটা হইয়া যায়, সুতরাং মাথার চুলের পার্থক্য হিসাবে ভাগ করাই ভাল।"

অনুশীলন

পৃথিবীর স্থলভাগের অধিকাংশ কোনদিকে আছে ? সর্ব্ববৃহৎ স্থলভাগের ও জলভাগের নাম কি ?

কোন কোন বৃহৎ জলভাগ বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে ?

কলিকাতা হইতে অষ্ট্রেলিয়া কি ভাবে যাওয়া যায় ? ঐ দেশের কোন অদ্ভুত জন্তুর বর্ণনা কর।

আফ্রিকার নানাস্থানের অধিবাসীদের নাম কর। ঐ দেশের কত প্রকার জন্তুর নাম তুমি জান ?

যাতায়াতের পথ খাল ইউরোপের কোন শহরে ?

কোন পাহাড়ের উপর সুইট্‌স্‌জারল্যাণ্ড অবস্থিত ?

ইউরোপের লোকেরা সুইট্‌স্‌জারল্যাণ্ডকে পছন্দ করে কেন ?

প্যারিসের কয়েকটি দ্রষ্টব্য বস্তুর নাম কর।

কোন নদীর উপর লণ্ডন অবস্থিত ?

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কিরূপ পোশাক পরে ?

কানাডার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কি কি ?

অধিক তৈল-খনি আমেরিকার কোথায় আছে ?

আমেজন্ কোথায় ? কঙ্গোর তটভূমির সহিত আমেজনের তটভূমির সাদৃশ্য কোথায় ?

জাপানীদের প্রিয় বস্তু কি কি ?

পৃথিবীর কোন দেশের লোকসংখ্যা সর্ব্বাধিক ?

সাধারণ ভারতবাসীর উপজীবিকা কি ?

ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রোজাতির মধ্যে চেহারার প্রভেদ কোথায়?

হাতের কাজ

পৃথিবীর রেখা-মানচিত্রে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে যাইবার পথ আঁকিয়া দেখাও।

পৃথিবীর রেখা-মানচিত্রে বৃহৎ স্থলভাগগুলির নাম লিখ।

তোমার ছবির খাতায় অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার জীবজন্তুর ছবি সংগ্রহ কর।

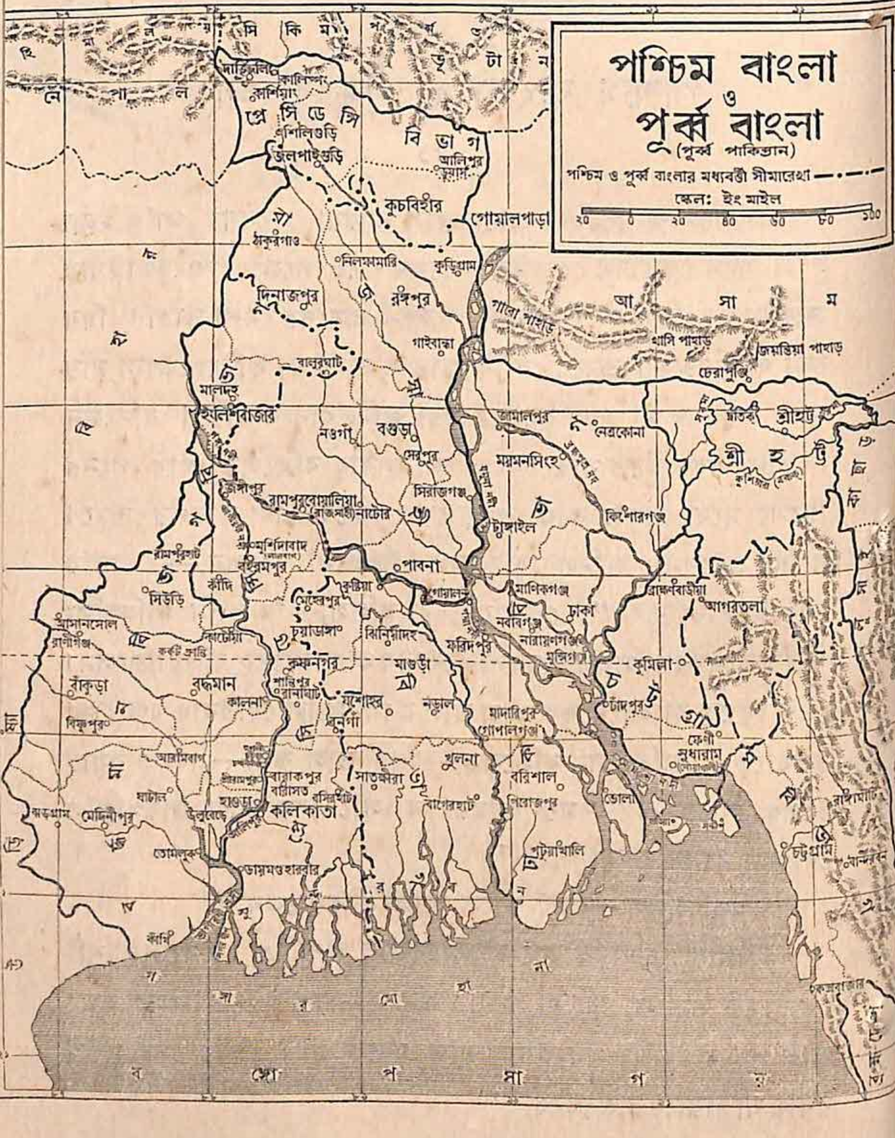
পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব্ব বাংলা

§১

একসঙ্গে অনেকদিন গ্রামে বাস করিয়া অরুণের মা'র ইচ্ছা হইল তিনি কিছুদিন বেড়াইয়া আসেন। ছেলেমেয়েরাও বেড়াইবার জন্য উৎসুক ছিল। বিশেষতঃ অরুণ—ভ্রমণের নেশা তাহার দিন দিন বাড়িতেছে। ভ্রমণে যে কি আনন্দ, ভ্রমণ না করিলে জানা যায় না। অরুণের মা এবং ছেলেমেয়েরা অনিলবাবুকে ধরিয়া বসিলেন কিছুদিন বেড়াইতে যাইবেন। অনিলবাবু বলিলেন আর পনের দিনের মধ্যে তাঁহার কাজ প্রায় শেষ হইবে এবং তারপর ভ্রমণে বাহির হইবেন। অনিলবাবু সকলকে জিজ্ঞাসাকরিলেন,—"কোথায় বেড়াইতে যাইবে?" ছেলেমেয়েরা বলিল,—"আপনি দার্জ্জিলিং যাইবার সময়বাংলাদেশের সৌন্দর্য্যেরকথাআমাদের বলিয়াছিলেন। সেই হইতে বাংলাদেশের ভাল ভাল জায়গাগুলি দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" অনিলবাবু বলিলেন,—"খুব ভাল কথা—এখনও বর্ষার বিলম্ব আছে, এই সময় আমরা বাংলাদেশের ভাল জায়গাগুলি দেখিতে বাহির হইয়া পড়ি।"

অমিয়া বলিল,—"বর্ষাকালে অসুবিধা হয় কেন?"

অনিলবাবু,—"বর্ষাকালে চলাফেরার অসুবিধা। বাংলাদেশটি মোটামুটি সমতল, বৃষ্টি বা বন্যার জল নিকাশ হইতে বিলম্ব হয়। তাই পথ-ঘাটগুলি বর্ষাকালে ভাল থাকে না। আর সেই জন্যই বর্ষায় যাতায়াতের অসুবিধা।"


পশ্চিম বাংলা
ও
পূর্ব্ব বাংলা
(পূর্ব্ব পাকিস্তান)
পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা
স্কেল: ইং মাইল
২০ ০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০
দার্জিলিং
কার্শিয়াং
কালিম্পং
প্রে সি ডে ন্সি
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
বি ভা গ
আলিপুর দুয়ার
কুচবিহার
গোয়ালপাড়া
ঠাকুরগাঁও
নিলফামারি
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রঙ্গপুর
গাইবান্ধা
বালুরঘাট
মালদহ
ইংলিশবাজার
নওগাঁ
বগুড়া
সেরপুর
জামালপুর
নেত্রকোনা
ময়মনসিংহ
সিরাজগঞ্জ
টাঙ্গাইল
কিশোরগঞ্জ
শ্রীহট্ট
শ্রী হ ট্ট
জঙ্গীপুর
রামপুরবোয়ালিয়া
নাটোর
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
রামপুরহাট
সিউড়ি
কাঁদি
পাবনা
কুষ্টিয়া
গোয়ালন্দ
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
আগরতলা
মেহেরপুর
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
ফরিদপুর
নবাবগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
আসানসোল
রাণীগঞ্জ
কাটোয়া
কৃষ্ণনগর
মাগুরা
বাঁকুড়া
বর্দ্ধমান
কালনা
রাণাঘাট
শান্তিপুর
যশোহর
নড়াইল
মাদারিপুর
গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর
বিষ্ণুপুর
বনগাঁ
ফেণী
সুধারাম
আরামবাগ
খুলনা
বরিশাল
ব্যারাকপুর
বারাসত
বসিরহাট
সাতক্ষীরা
ঘাটাল
হাওড়া
কলিকাতা
বাগেরহাট
পিরোজপুর
ভোলা
রাঙ্গামাটি
ঝাড়গ্রাম
মেদিনীপুর
উলুবেড়িয়া
তমলুক
পটুয়াখালি
চট্টগ্রাম
ডায়মণ্ডহারবার
কাঁথি
বান্দরবন
কক্সবাজার
আ সা ম
গারো পাহাড়
খাসি পাহাড়
জয়ন্তিয়া পাহাড়
চেরাপুঞ্জি
ব ঙ্গো প সা গ র

অরুণ বলিল,—"এই সময়ে যাওয়াই ভাল; পথ-ঘাট শুষ্ক থাকিলে অনেক জায়গায় যাইতে পারিব।"

ঠিক হইল দুই সপ্তাহ পরে সকলে ভ্রমণে বাহির হইবে, ছেলে-মেয়েরা ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি ঠিক করিতে লাগিল, অরুণের মা সকলের কাপড়জামা প্রভৃতি গোছ করিতে লাগিলেন।

অনিলবাবু ছেলেমেয়েদের বলিলেন,—"দেখ, বাংলা দেশের প্রাকৃতিক গঠন এবং জমির বিশেষত্ব সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি ধারণা আছে। আমি এই কয়দিন রোজ সন্ধ্যাবেলা বাংলা দেশের যে যে স্থানে যাইব সেই স্থানগুলি কোন কোন বিভাগ বা জেলার অন্তর্গত সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।" সেইদিন সন্ধ্যার গাড়িতে বিশেষ কাজে অনিলবাবু কলিকাতায় আসিলেন এবং পরদিন মানচিত্র অঙ্কনের অফিস হইতে বাংলাদেশের দুইখানি মানচিত্র ও বিভিন্ন বিভাগের মানচিত্র লইয়া গেলেন।

§২

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া একদিন সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েদের লইয়া অনিলবাবু গল্প করিতে বসিয়াছেন। বিভক্ত বাংলার একখানি মানচিত্র এবং অবিভক্ত বাংলার আর একখানি মানচিত্র ছেলেমেয়েদের সম্মুখে রাখিয়া তিনি বলিলেন,—"এই মানচিত্র দুই-খানির মধ্যে কিছু তফাৎ আছে কি?" সকলে মানচিত্র দুইখানি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অমিয়া বলিল,—"দুইখানি মানচিত্র মোটা-মুটি দেখিতে একই রকম। কিন্তু একটিতে লেখা আছে বঙ্গদেশের মান-চিত্র এবং অন্যটিতে লেখা আছে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব্ব বাংলা বা পূর্ব্ব পাকিস্তান। অরুণ বলিল,—"দ্বিতীয় মানচিত্রটির উত্তর দিক্ হইতে

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত কয়টি আঁকা বাঁকা মোটা ভাঙ্গা রেখা রহিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গদেশের মানচিত্রে ঐ রেখাটি নাই।”

অনিলবাবু বলিলেন,—“১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে বাংলাদেশ বলিতে প্রথম মানচিত্রে দেখান সমস্ত অঞ্চলটিকে বুঝাইত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার সময় ভারতবর্ষকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। একটি অংশ মুসলমান-প্রধান এবং অন্য অংশ হিন্দু-প্রধান। মুসলমান-প্রধান অংশ দুইটির নাম দেওয়া হয় পাকিস্তান এবং বাকী অংশের নাম ভারতবর্ষই আছে। র‍্যাডক্লিফ নামক একজন ইংরাজের উপর সীমারেখা টানিবার ভার দেওয়া হয়। তিনি ঐ সময় বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগের সীমারেখা স্থির করিয়া দেন। এ রেখার পশ্চিমে যে অংশ তাহার নাম হয় পশ্চিম বাংলা এবং ঐ রেখার পূর্ব্বে যে অঞ্চল তাহার নাম হয় পূর্ব্ব বাংলা বা পূর্ব্ব পাকিস্তান। হিন্দু প্রধান ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত।” অমিয়া বলিল—“পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তান অনেক বড় বলে মনে হয়।” “হ্যাঁ মা—পশ্চিম বাংলার অংশে জমি অনেক কম পড়িয়াছে।” অরুণ বলিল,—“দার্জ্জিলিংএর নিকটে লেখা আছে পশ্চিম বাংলা আর ঠিক তার দক্ষিণেই পূর্ব্ব পাকিস্তান। পশ্চিম বাংলা দুই অংশে আলাদা হইয়া গিয়াছে।” অনিলবাবু বলিলেন,—“ভাগ এমন ভাবে হইয়াছে যে পশ্চিম বাংলার দুই অঞ্চলের লোকজনের যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। উত্তর অঞ্চলে যাইতে হইলে এবং ভারতের পূর্ব্ব সীমায় আসামে যাইতে হইলে বিহারের ভিতর দিয়া যাইতে হয়।”

"এই দুই অংশের যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি নূতন রেলপথ তৈয়ারী হইয়াছে। ঐ রেলপথ বিহারের মধ্য দিয়া আসাম গিয়াছে।"

এইবার অনিলবাবু পশ্চিম বঙ্গের মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"হিমালয় কোথায় দেখিতেছ?" সকলে দেখাইল—পশ্চিম বাংলার উত্তরে হিমালয়। অমিয়া বলিল,—"বাবা, এই না বঙ্গোপসাগর, আমরা ইহা দেখিয়াছি।" অনিলবাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, বাংলার দক্ষিণে এই উপসাগর।" ওহারু বলিল,—"জ্যাঠা-মহাশয়, সেই সাঁওতালরা কোন স্থানে বাস করে?" অনিলবাবু বলিলেন,—"পশ্চিম বাংলার পশ্চিমে, বিহারের এই মালভূমিতে সাঁওতালরা বাস করে। বাংলার পশ্চিম সীমানায় এই বিহার; আর ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে উড়িষ্যা।" অমিয়া মানচিত্র দেখাইয়া বলিল,—"বাবা—এই কি পূর্ব্ব পাকিস্তান?" অনিলবাবু,—"হ্যাঁ মা, বাংলার পূর্ব্ব সীমানায় এই নূতন রাষ্ট্র পূর্ব্ব পাকিস্তান। উভয় বাংলাদেশকে শাসন কার্য্যের এবং খাজানা আদায়ের সুবিধার জন্য গভর্নমেণ্ট কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আচ্ছা, তোমরা চৌকিদার দেখিয়াছ?" অমিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, আপনার কাছে বকশিশ লইতে আসিয়াছিল।"

অরুণ বলিল,—"প্রায় রাত্রে চৌকিদারের চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কি জোরে চেঁচায়!"

অনিলবাবু বলিলেন,—"আমাদের এই গ্রাম এবং আর কয়েকটি গ্রামের বিশিষ্টলোকদের লইয়া একটি সমিতি আছে—সেই সমিতিকে ইউনিয়ন বোর্ড বলে। ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে কয়েকজন

চৌকিদার থাকে। তাহারা গ্রামের জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সকল খবর থানায় দেয় এবং রাত্রে গ্রাম পাহারা দেয়। ইউনিয়ন বোর্ডে একজন সভাপতি থাকেন। তিনি কয়েকজন সদস্যের সাহায্যে গ্রামের বিবাদ প্রভৃতি মিটাইয়া দেন।"

"কতকগুলি ইউনিয়ন লইয়া একটি থানা হয়। থানায় থাকেন দারোগা বা পুলিস্ সাব্ ইনস্পেক্টর এবং তাঁহার সহকারী কয়েকজন কনষ্টেবলও থাকে। সমগ্র থানার এলাকার শান্তিরক্ষার ভার তাহাদের হাতে।"

অরুণ বলিল,—"বাবা, হাটের দাঙ্গার দিনে আপনি একজনকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনি দারোগা।"

অনিলবাবু,—"হ্যাঁ, দারোগা বাবু আসাতে হাটে আর কোন গোলমাল হয় নাই।"

অনিলবাবু বলিতে লাগিলেন,—"এইরূপ কয়েকটি থানা লইয়া একটি মহকুমা বা সাব্ডিভিসন হয়। মহকুমার প্রধান কর্ম্মচারী সাব্ডিভিসনাল অফিসার। টাকা-পয়সা ও জায়গা-জমি লইয়া গোলমালের বিচার করেন মুনসেফ।"

"মহকুমা ও অন্যান্য শহরে রাস্তাঘাট পরিষ্কার, পথে আলো দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি সমিতি থাকে। সেই সমিতিকে মিউনিসিপ্যালিটি বলে। শহরের বিশিষ্ট লোক মিলিয়া এই সমিতির কাজ চালান। শহরের লোকেরা চাঁদা বা ট্যাক্স দেয়। এই সমিতি ছাড়া মহকুমায় আর একটি সমিতি থাকে, তাহাকে লোকালবোর্ড বলে। মহকুমার অন্তর্গত পল্লীগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা এই সমিতির কাজ।"

অমিয়া বলিল,—"বাবা, মা বলেন কাকাবাবু ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি কি করেন ?"

অনিলবাবু,—"হ্যাঁ মা, তোমার কাকাবাবু বিলাত থেকে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ ক'রে জেলার শাসনকর্ত্তা হয়েছেন। তোমরা মহকুমার কথা শুনেছ। কতকগুলি মহকুমা নিয়ে একটি জেলা হয় এবং জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। রাজস্ব আদায়ও তাঁহার আর একটি কাজ। ম্যাজিষ্ট্রেট যেখানে থাকেন সে শহরকে জেলার সদর বলা হয়।"

একটু পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শহরে বড় স্কুল, কাছারি, থানা ও মিউনিসিপ্যালিটি আছে। প্রত্যেক জেলার গণ্যমান্য লোকদের লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হয়—তাহাকে জেলা বোর্ড বলে। সেই বোর্ড সমগ্র জেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতির চেষ্টা করে।"

"কয়েকটি জেলা লইয়া আবার একটি বিভাগ। বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কমিশনার। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া শাসন করেন। কতকগুলি বিভাগের সমষ্টিতে একটি প্রদেশ হয়। প্রাদেশিক প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রদেশপাল বা গভর্নর বলে।"

অরুণ বলিল,—"কলিকাতায় আমরা গভর্নরের বাড়ি দেখিয়াছি।" অরুণের মা সকলকে খাইতে ডাকিলেন এবং সেই দিনের মত গল্প শেষ হইল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা সকলে গল্প শুনিতে বসিয়াছে। অনিলবাবু বলিলেন,—"অরুণ, তোমার মনে আছে লণ্ডনে স্কুলের ছাত্রদের ভ্রমণের কথা ?"

অরুণ,—"ওঃ সে কি যোগাড়-যন্ত্র! বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে গন্তব্য স্থানের বিষয় ও কি কি দেখিতে হইবে সকলকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আমরা যখন যাইতাম তখন সেই সব স্থান দেখিয়া কতই না আনন্দ হইত!"

অনিলবাবু,—"আমাদেরও এই যাত্রার পূর্ব্বে দেশের পরিচয় কিছু লওয়া দরকার। তোমরা কাল শুনিয়াছ যে কয়টি বিভাগ লইয়া এক একটি প্রদেশ গঠিত হয়। পশ্চিম বাংলা প্রদেশটি এরূপ দুইটি বিভাগ লইয়া গঠিত এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত। আমরা পশ্চিম বাংলার কথা আগে বলিব।" তিনি একটি কাগজে লিখিলেন ঃ

পশ্চিম বাংলা

প্রেসিডেন্সি — বর্দ্ধমান

পরে বলিলেন,—"প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। প্রথমে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কথা আমরা আলোচনা করিব।"

§৩

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

"এই বিভাগে নয়টি জেলা—কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জ্জিলিং।"

"কলিকাতায় তোমরা গিয়াছ। শহরটি সমৃদ্ধিশালী এবং কমনওয়েল্থের অন্তর্গত সকল শহরের মধ্যে লণ্ডনের পরই ইহার স্থান। আচ্ছা বলত, কলিকাতার পশ্চিম দিকের নদীর নাম কি?" সকলে বলিল,—"ভাগীরথী বা হুগলী নদী।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"তোমাদের ঠিকই মনে আছে। ঐ নদীর জন্য এবং সমুদ্র হইতে মাত্র ৮০ মাইল দূর বলিয়া স্থানটি এত বেশী উন্নত হইয়াছে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, দার্জ্জিলিং ও আসাম প্রভৃতি বহু দূরদেশ হইতে নানারূপ দ্রব্য রেলগাড়ি বা নৌকায় কলিকাতা আসে এবং কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়। এই ব্যাবসার জন্য কলিকাতায় অনেক ব্যাঙ্ক, সওদাগরী অফিস প্রভৃতি আছে। অধিকাংশ অফিস লালদীঘির আশপাশে এবং ধর্ম্মতলার নিকটে অবস্থিত।"

"কলিকাতার পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশন। সেখান হইতে পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে রেলগাড়ি যায়। কলিকাতার পশ্চিমে হুগলী নদীর অপর পারে হাওড়া ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে ই আই রেল ও বি এন রেল-পথ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে গিয়াছে। হুগলী নদীর উপর হাওড়া ও কলিকাতার মধ্যে হাওড়া পুল তোমরা দেখিয়াছ। কলিকাতার নিকটে হুগলী নদীর ধারে ধারে অনেক পাটের কল আছে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। জাহাজ মেরামতের জন্য এবং মালপত্র লইবার জন্য খিদিরপুরে ডক নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ কালীঘাট, কলিকাতার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। কলিকাতার গড়ের মাঠ খেলাধুলার

ও বেড়াইবার একটি শ্রেষ্ঠ স্থান। এখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ এবং অক্টরলোনি মনুমেণ্ট আছে। সেনানিবাসের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম এই মাঠের পশ্চিমদিকে নদীর ধারে অবস্থিত। জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদের পূজার স্থান পরেশ-নাথের মন্দির দেখিতে অতি মনোরম। পশ্চিম বাংলার প্রধান বিচারালয় বা হাইকোর্ট ও সরকারের প্রধান প্রধান অফিসও কলিকাতায়। মুসলমানদিগের বিখ্যাত নাখোদা মসজিদ কলিকাতার চীৎপুর রোডের উপর অবস্থিত। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার স্থানে স্থানে জঙ্গল ও জলাভূমি ছিল। জব্ চার্ণক নামে একজন ইংরাজ এই শহরের পত্তন করেন। অল্পদিনের মধ্যে ইহা কত উন্নতি লাভ করিয়াছে!"

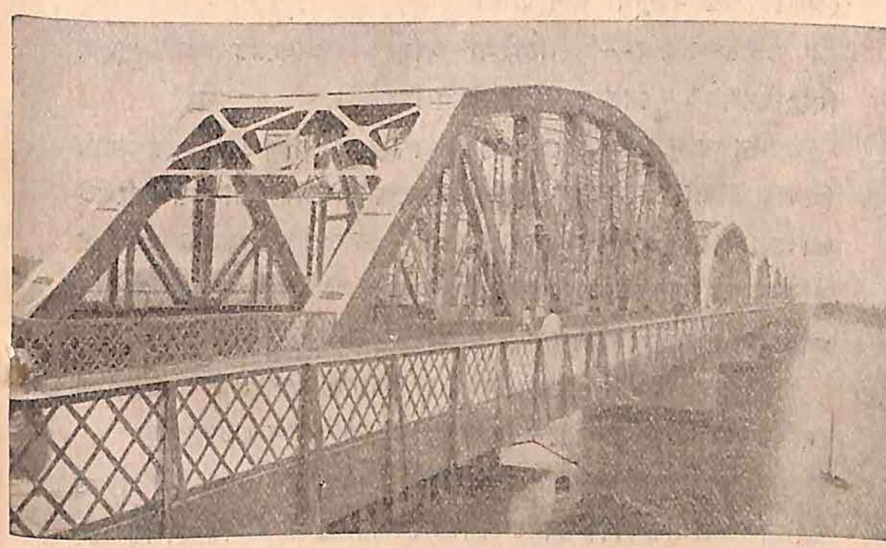
"চব্বিশ পরগনা জেলাতেও তোমরা গিয়াছ। তোমাদের মনে আছে আলিপুরের চিড়িয়াখানা?"

সকলে বলিল,—"ওঃ বাঁদরগুলো কি রকম মজাই না করছিল!"

ওহারু বলিল,—"একটি লোকের ছাতা কি রকম কেড়ে নিল।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"চব্বিশ পরগণা জেলার সদর মহকুমা আলিপুর। অন্যান্য মহকুমা—বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার। এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আলিপুরে থাকেন। বারাকপুর হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে গভর্ণরের (প্রদেশ পালের) প্রাসাদ ও সেনানিবাস আছে। ডায়মণ্ড হারবার একটি বন্দর। টিটাগড়ে কাগজের কল আছে। ভাটপাড়া সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র এবং ইহার নিকটে কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি ছিল। কবি ভারতচন্দ্র শ্যামনগর মূলাজোড়ে থাকিতেন।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটে কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং হালিসহরের নিকটে সাধক রামপ্রসাদ সেন বাস করিতেন। এই সকল স্থানে বহু চট কল ও অনেক আমের বাগান আছে।"



উয়িলিংডন ব্রিজ

"দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীর তীরে কালীবাড়ি রাণী রাসমণির কীর্ত্তি ও তাহা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে ভাগীরথীর উপর একটি বিরাট্ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুটির নাম উয়িলিংডন ব্রিজ, ভারতের পূর্ব্বতন বড়লাট লর্ড উয়িলিংডনের নামে পরিচিত।"

"তোমরা সেদিন চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেছিলে। আচ্ছা বলত, চৈতন্যদেবের জন্মস্থান কোথায়?"

অমিয়া বলিল,—“মা বলিয়াছিলেন নবদ্বীপে।” “ঠিক বলিয়াছ। নবদ্বীপ নদীয়া জেলার অন্তর্গত এবং ইহার সদর কৃষ্ণনগর। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে বাস করিতেন। নদীয়া জেলার অন্য মহকুমা রাণাঘাট।”

ওহারু বলিল,—“জ্যাঠাইমা আমায় কৃষ্ণনগরের একটি পুতুল দিয়াছিলেন। বেশ সুন্দর তৈয়ারী।”

অনিলবাবু,—“এই জেলায় পলাশীতে ইংরাজ ও বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলায় যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের ফলেই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। বাংলা রামায়ণের গ্রন্থকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের নাম তোমরা শুনিয়াছ। তিনি নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।”

ওটানী বলিল,—“জ্যাঠাইমার কাছে একখানি রামায়ণ দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লেখা আছে ‘কৃত্তিবাস রচিত’।”

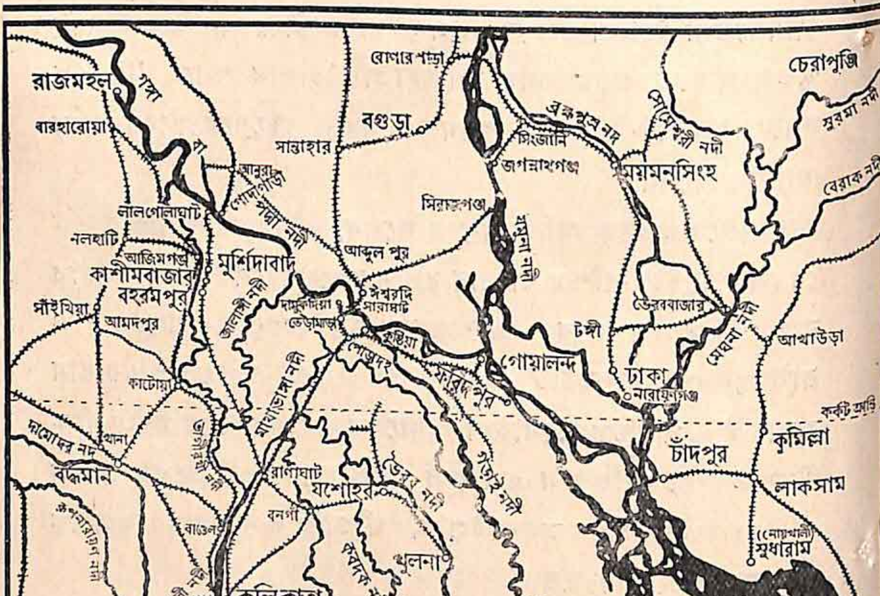
“মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দী। আমার গায়ে যে রেশমের জামা দেখিতেছ ইহার কাপড় এই জেলার সদর বহরমপুরে প্রস্তুত। স্বর্গগতা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই জেলার কাসিমবাজারে থাকিতেন এবং মুর্শিদাবাদে দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাস করিতেন। খাগড়ায় উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়।”

অনিলবাবু বলিলেন,—“মুর্শিদাবাদ জেলার ন্যায় রেশম ও আমের জন্য প্রসিদ্ধ আর একটি জেলা পশ্চিম বাংলায় আছে। এই জেলার নাম মালদহ।” মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—“মুর্শিদাবাদের উত্তরে অবস্থিত এই জেলা। ইহার প্রধান শহর ও

বাণিজ্যস্থান ইংলিশ বাজার মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর আম কলিকাতায় চালান আসে।” এই সময় অরুণের মা ভাল আম ও মিষ্টি ছেলেমেয়েদের জন্য আনিয়া দিলেন।

খাইতে খাইতে অনিলবাবু বলিলেন,—“মালদহের উত্তরে এই যে জেলাটি ইহা পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশের শেষ জেলা। ইহার নাম পশ্চিম দিনাজপুর। এই জেলার দুইটি মহকুমা বালুরঘাট ও রাইগঞ্জ এবং বালুরঘাট প্রধান শহর। এই অঞ্চলে প্রচুর ধান জন্মায়।” মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—“এই দেখ ইহার ঠিক উত্তরেই পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের এই অংশই পশ্চিম বাংলার উত্তর অংশের জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও কুচবিহার জেলাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে।”

অরুণের মা এইবার চায়ের সরঞ্জাম আনিতেছেন দেখিয়া অমিয়া বলিয়া উঠিল,—“যেখানে চা জন্মায় এইবার আমরা সেই অঞ্চলে এসে পড়েছি আর মাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চা নিয়ে এসেছেন।” অমিয়ার কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। চা খাইতে খাইতে অনিলবাবু বলিলেন,—“তোমরা জান চায়ের জন্য বিখ্যাত এই জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলা। জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমা জলপাইগুড়ি শহর এবং আলিপুর দুয়ার আর এক মহকুমা। তিস্তানদীর তীরে এই শহরটি বেশ সুন্দর। আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে অনেক চা-বাগান আছে। এই অঞ্চলের জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার ও হাতী দেখা যায়। আর বনে নানা রকম কাঠ ও বাঁশ পাওয়া যায়।



বাংলার বদ্বীপ, নদী ও রেলপথ

এই দেখ জলপাইগুড়ির উত্তরে হিমালয় পাহাড়ের কিছু অংশ লইয়া দার্জ্জিলিং জেলা। এই জেলার মহকুমা চারিটি—দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়ং ও শিলিগুড়ি। দার্জ্জিলিং প্রধান শহর।

দার্জ্জিলিং-এর কথা আমরা সকলেই জানি। কালিম্পং হইতে সিকিম রাজ্যে যাইবার পথ আছে। এই অঞ্চলে চা, কমলালেবু এবং নানা প্রকার বনজ দ্রব্য পাওয়া যায়।"

§৪

বর্দ্ধমান বিভাগ

আজ বৈকালে চায়ের সঙ্গে সীতাভোগ এবং মিহিদানা সকলেই খুব তৃপ্তির সহিত খাইতেছে।

ওহারু বলিল,—"জ্যাঠাইমা, এই খাবার কলিকাতা হইতে আনাইয়াছেন ?"

অরুণের মা বলিলেন,—"না মা, আমার এক পুরাতন বন্ধু বর্দ্ধমান হইতে পাঠাইয়াছেন। বর্দ্ধমানের এই খাবার খুব বিখ্যাত।"

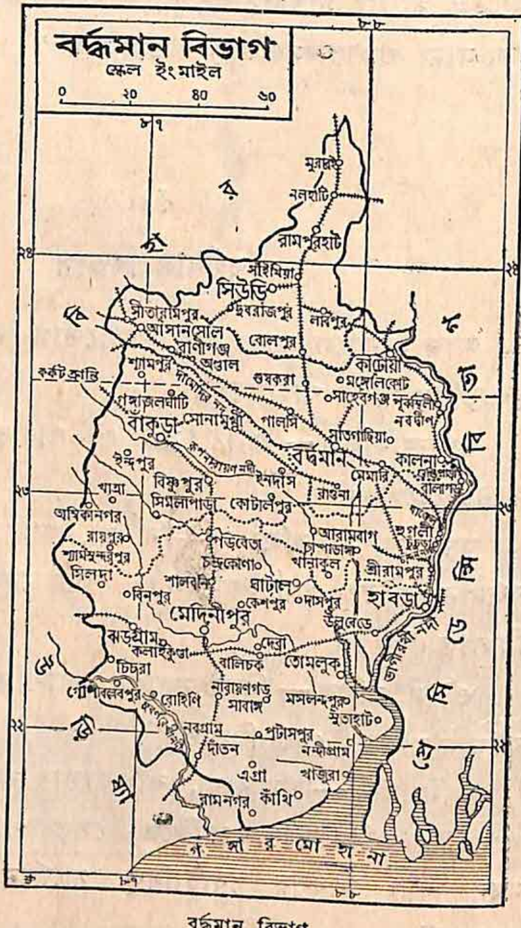
ওটানী বলিল,—"জ্যাঠামহাশয়, আপনি বলিয়াছিলেন না, বর্দ্ধমান বাংলার একটি বিভাগ ?"

অনিলবাবু,—"হ্যাঁ বাবা, কলিকাতার কথা তোমাদের মনে আছে। কলিকাতায় থাকিতে সেতু পার হইয়া, হাওড়ার মধ্য দিয়া শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে গিয়াছিলে, মনে আছে ?"

অমিয়া,—"হ্যাঁ বাবা। ওঃ কত বড় বটগাছ সেখানে আছে !"

অনিলবাবু,—"তোমাদের ঠিক মনে আছে। ঐ শিবপুর ও

হাওড়া বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত স্থান। এই মানচিত্রে দেখ এই বিভাগের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা, পশ্চিমে বিহার ও ছোটনাগপুর, উত্তরে সাঁওতাল পরগনা এবং পূর্ব্বে ভাগীরথী। এই বিভাগের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের জমি সমতল, পলিপূর্ণ এবং সমুদ্রতীর অপেক্ষা বেশী উচ্চ নয়। কিন্তু দেখ, যতই পশ্চিম আর উত্তরে আমরা যাই ততই মাটি লালচে, পাথুরে কাঁকরে পূর্ণ, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে বেশ ধীরে ধীরে উত্তর ও পশ্চিমে উচ্চ হইয়া



বর্দ্ধমান বিভাগ

গিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা ও ছোট নাগপুরের মালভূমির প্রান্তে এই বিভাগ মিশিয়াছে এবং তজ্জন্য ঐ দিক্

দুইটি উচ্চ এবং ক্রমে ক্রমে উহা পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নামিয়া আসিয়াছে।"

"মানচিত্রে এই বিভাগের নদীগুলি দেখ—ভাগীরথী পূর্ব্ব দিক্ দিয়া দক্ষিণ মুখে সাগরে যাইতেছে এবং দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী ও রূপনারায়ণ উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সুবর্ণরেখা সাগরে পড়িতেছে। এই সব নদীতে বর্ষায় খুব বন্যা হয়, বিশেষতঃ দামোদরে। তীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে বন্যার জল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু ক্ষতি হয়, কিন্তু উর্ব্বর পলিমাটিতে মাঠগুলি পূর্ণ হয়।"

"এই বিভাগের পশ্চিম অংশে কয়লার খনি আছে। খনি হইতে কয়লা তুলিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবিকা অর্জ্জন করে।"

"দেখ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া এই ছয়টি জেলা লইয়া বর্দ্ধমান বিভাগ গঠিত। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার হুগলীতে (চুঁচুড়ায়) বাস করেন।" অনিলবাবু ওহারুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাংলা শিখিবার সময় তুমি প্রথমে যে বই পড়িয়াছিলে সে বইখানি কে লিখিয়াছিলেন মনে আছে?"

ওহারু বলিল,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়।"

অনিলবাবু,—"বাংলার গর্ব্ব, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র এই বিভাগের মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্মান। সে সময় বীরসিংহ হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন মেদিনীপুর জেলার মধ্যে। মেদিনীপুর সদর মহকুমা। অন্যান্য মহকুমা—তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম। প্রাচীন কালে তমলুক ছিল প্রধান বন্দর এবং তখন ইহার নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এখন সমুদ্র তমলুক

হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ঘাটালের অদূরে খড়ার পিতল-কাঁসার বাসন প্রস্তুতের কেন্দ্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বহুলোক এই শিল্পে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঘাটালের মাটির হাঁড়িও খুব ভাল। কাঁথি সমুদ্রের নিকটে এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। খড়গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলের কারখানা আছে।”

“মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া সদর এবং বিষ্ণুপুর অন্য মহকুমা। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের রেশম ও তসরের কাপড় প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুর প্রাচীনকালে হিন্দুরাজাদের রাজধানী ছিল। এই স্থানে উৎকৃষ্ট তামাক পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম দিক্ সিংভূম ও মানভূমের সীমানায় মিশিয়াছে। ঐ স্থানগুলি প্রস্তরময় এবং ঐখানে বহু জঙ্গল আছে। জঙ্গল হইতে কাঠ, শালপাতা, বিড়ির পাতা কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে চালান দেওয়া হয়। সোনামুখীতে গালার কারখানা আছে।”

“তোমরা যে এই খাবার খাইতেছ ইহা খাস বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমা বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে। আসানসোল, কালনা, কাটোয়া এই জেলার অন্য মহকুমা। জেলার প্রধান নগর বর্দ্ধমান, বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। এইখানে বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ, কলেজ, ডাক্তারি শিখিবার স্কুল ও একটি শিল্প বিদ্যালয় আছে। কাঞ্চননগর ছুরি-কাঁচির জন্য বিখ্যাত। যে কয়লায় আমাদের রন্ধন হয় তাহা রাণীগঞ্জ হইতে আসে। রাণীগঞ্জে বার্ণ কোম্পানির টালির বিরাট্ কারখানা আছে। বাংলার প্রাচীন

কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মান এবং বাংলা মহাভারতের লেখক কাশীরাম দাস সিঙ্গীতে জন্মান।"

অনিলবাবু ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কে?" ছেলেমেয়েরা বলিল,—"রবীন্দ্রনাথ।" অনিলবাবু বলিলেন,—"রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শান্তিনিকেতন কোথায় জান?" অরুণ বলিল,—"বোলপুরে।"

অনিলবাবু,—"হ্যাঁ। বোলপুর এই বিভাগের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এই জেলার প্রধান নগর সিউড়ি। এখানকার জমি অধিকাংশ স্থানে অসমতল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। প্রথম বাঙ্গালী গভর্ণর স্বর্গীয় লর্ড সত্যেন্দ্র সিংহের বাড়ি এই জেলায়, রায়পুরে। বাংলার বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস নান্নুর গ্রামে এবং কবি জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপুরহাটের শতরঞ্জি বিখ্যাত। হেতমপুরে একটি কলেজ আছে।"

"তোমরা কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর সেতু পার হইয়া হাওড়া ষ্টেশন, শিবপুরের বাগান ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেখিতে গিয়াছিলে; হাওড়ার গঙ্গাতীর পাটের কল, রং ও জাহাজ নির্ম্মাণের কল কারখানায় পরিপূর্ণ। ঐ সকল স্থানে বহু মজুর কাজ করে। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ একটি মঠ স্থাপন করেন। হাওড়ার সদর হাওড়া, অন্য মহকুমা উলুবেড়ে।"

"তোমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলিলাম, তিনি এই বিভাগের হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে জন্মান। হুগলী এই জেলার সদর মহকুমা এবং শ্রীরামপুর ও আরামবাগ অন্য দুইটি মহকুমা। হুগলীতে দানশীল হাজী মহম্মদ মহসীন জন্মান। হুগলীর

প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া তাঁহার কীর্ত্তি। চুঁচুড়াতে বিভাগীয় কমিশনার ও স্কুল ইনস্‌পেক্টর বাস করেন। ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়া প্রথমে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) প্রাচীন-কালে প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যস্থান ছিল। যেখানে সাতগাঁও ছিল এখন সেখানে জঙ্গল। শ্রীরামপুর খুব উন্নত শহর, এখানে অনেক-গুলি কাপড়ের কল ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। শ্রীরামপুরকে বাংলার ম্যানচেষ্টার বলা চলে। এখানে প্রথম বাংলা মাসিক-পত্র মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। বৈদ্যবাটির হাট আলু, কুমড়া, কলা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। বংশবাটিতে মোটর গাড়ির 'টায়ার' প্রভৃতি রবারের জিনিস প্রস্তুতের বিরাট্ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই জেলায় রাধানগর গ্রামে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর পণ্ডিত-প্রধান স্থান এবং এই স্থানে বাংলার রত্নদ্বয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি জিরাট-বলাগড়ে ছিল। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য গুপ্তিপাড়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ ও রথ বিখ্যাত। তারকেশ্বরে বিখ্যাত শিবমন্দির হিন্দু-দিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"পশ্চিম বাংলার বিবরণ মোটামুটি আমরা জানিলাম। এই বার পূর্ব্ব বাংলাটি মানচিত্রে দেখা যাক।" মানচিত্র দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"দেশ বিভাগের পর এই অঞ্চলের নাম হইয়াছে পূর্ব্ব বঙ্গ বা পাকিস্তান, ইহা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত নয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানের তিনটি বিভাগ।" তারপর তিনি বিভাগগুলির নাম কাগজে এইরূপ লিখিলেন ঃ

রাজসাহী

§৫

১। রাজসাহী
২। ঢাকা
৩। চট্টগ্রাম

রাজসাহীর কথায় তিনি বলিলেন,—"বাংলা ও আসাম বিভাগের সময় আসামের শ্রীহট্ট জেলার প্রায় সমস্ত অংশটি রাজসাহী বিভাগের মধ্যে আসিয়াছে।" মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনিলবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, আমরা রাজসাহী বিভাগের উত্তরে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা দুইটি এবং আসাম দেখিতেছি। এই দেখ এই বিভাগের পূর্ব্বে আসাম ও ঢাকা বিভাগ, পশ্চিমে বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।"

"রাজসাহী বিভাগের জেলা ৮টি। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলনা।"

"রাজসাহী জেলার সদর মহকুমা রাজসাহী। নাটোর ও নওগাঁ অন্য মহকুমা। রাণীভবানীর বাড়ি নাটোরে। এইস্থানে ভাল সন্দেশ পাওয়া যায়। পদ্মাতীরে রামপুরবোয়ালিয়া জেলার প্রধান শহর। নওগাঁ গাঁজার চাষের কেন্দ্রস্থান। সরদাতে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ আছে।"

"ইচ্ছামতী নদীর তীরে পাবনা জেলার প্রধান নগর পাবনা। অদূরে পদ্মা। সিরাজগঞ্জ অন্য মহকুমা। যমুনার তীরে সিরাজগঞ্জ—পাটের ব্যাবসার জন্য বিখ্যত। পাকৃশী রেল ষ্টেশনের নিকট পদ্মার উপর বিখ্যাত হার্ডিং সেতু অবস্থিত।"

"বগুড়া জেলায় বগুড়াই একমাত্র মহকুমা। ইহা করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ধান, পাট ও ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ আছে।"

"দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা দিনাজপুর। অন্য মহকুমা ঠাকুরগাঁও। আত্রেয়ী ও করতোয়া এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই অঞ্চলে ইক্ষু, পাট, সরিষা ও তামাক উৎপন্ন হয়। পার্ব্বতীপুর রেলওয়ে জংশন। নেকমর্দ্দন ও আলওয়ারখাঁ নামক স্থানে হাতী, ঘোড়া, উট প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়।"

"রংপুর জেলায় চারটি মহকুমা। রংপুর সদর এবং নিলফামারি, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা অন্যান্য মহকুমা। করতোয়া, যমুনা ও তিস্তা এই জেলার প্রধান নদী। সৈদপুরে রেলের কারখানা আছে এবং ইহা একটি বড় ষ্টেশন। ফুলছড়ি ষ্টীমার ও রেল ষ্টেশন। লালমনির-হাট রেলওয়ে জংশন। এই জেলায় অনেক বিল আছে এবং ইহা তামাকের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।"

"কুষ্টিয়া জেলার মহকুমা দুইটি। কুষ্টিয়া (সদর) এবং চুয়াডাঙ্গা। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের কাপড় উৎকৃষ্ট। পোড়াদহ একটি রেলওয়ে জংসন এবং দর্শনায় চিনির কল আছে।"

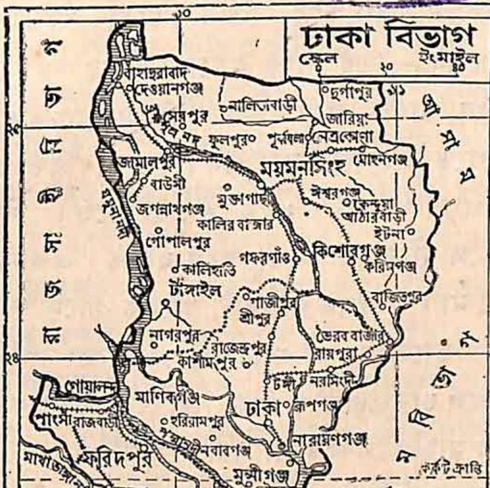
এইবার অনিলবাবু একখানি চিরুনি দেখাইয়া বলিলেন,—"ইহাতে কি লেখা আছে পড়।" সকলে পড়িল যশোহর। অনিলবাবু বলিলেন,—"যশোহর জেলায় চিরুনি ও বোতামের অনেক কারখানা আছে। এই জেলার মহকুমা যশোহর (সদর), ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মাগুরা। যশোহরেই বাংলার প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল।"

এইবার অনিলবাবু খুলনা জেলা দেখাইয়া বলিলেন,—"এই জেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মিয়াছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই জেলার মহকুমা তিনটি। খুলনা (সদর), সাতক্ষীরা ও বাগের হাট। এই জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন।"

ঢাকা বিভাগ

§১

আজ অরুণ ও অমিয়ার খুব আনন্দ, তাহাদের মামা আসিয়াছেন। তিনি খুব ভাল শিকারী। ঢাকা শহরে তাঁহার ধান ও চালের বড় কারবার। ব্যবসায়ের জন্য এবং শিকারের সন্ধানে তিনি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি বন্দুকটি সঙ্গে আনিয়াছেন। অরুণ মামাকে বন্দুকটি দেখাইতে বলিল। তিনি বন্দুক দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন,—"এই বন্দুকে আমি অনেক হরিণ মারিয়াছি এবং তিনটি বাঘও মারিয়াছি।"বাঘের



ঢাকা বিভাগ

কথা শুনিয়া ছেলেমেয়েরা শিকারের গল্প বলিতে মামাকে অনুরোধ করিল। তিনিও রাজি হইলেন। আহারের পর দুপুরবেলা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলে তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন। একখানি মানচিত্রে তিনি ঢাকা শহরটি দেখাইলেন। পরে বলিলেন,—"এই শহর হইতে উত্তরে বহুদূর ময়মনসিংহের দুর্গাপুরের পাহাড় পার হইয়া আমি আসামের ধারে গারো ও খাসিয়া পাহাড়ে শিকারে যাইতাম। ঢাকা বিভাগটি উত্তরে এই গভীর জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ের ধারে শেষ হইয়াছে। শিকারের সময় এই সব জঙ্গলে খাসিয়ারা আমার সঙ্গে যাইত। একদিনেই বাঘ শিকার করা যায় না। বনের পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামে খবর লইয়া বাঘ আছে এমন স্থানের নিকট মাচা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতাম। পাহাড়ীরা জঙ্গলে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া বাঘকে তাড়া করিত। একবার একটি বাঘ মাচার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি গুলি করিতে যাইব এমন সময় দেখি একজন পাহাড়ী বাঘের সামনে। গুলি করিতে পারিলাম না। বাঘটি পাহাড়ীকে ধরিয়া ফেলিল; তৎক্ষণাৎ পাহাড়ীর কয়েকজন সঙ্গী সাহস করিয়া সেই বাঘের গায়ে বর্শা বিদ্ধ করিল। আমিও সেই সুযোগে গুলি করিলাম। বাঘ শিকারে অনেক বিপদ। এই সকল জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ সাপও দেখিয়াছি। ঢাকা বিভাগের উত্তর-পূর্ব্বে সুসঙ্গের পাহাড়ে হাতী শিকার দেখিয়াছি। বড় বড় খেদা করিয়া এবং শিক্ষিত হাতীর সাহায্যে হাতী ধরা হয়। ঢাকার পূর্ব্বে মেঘনা নদীর তীরে ও চট্টগ্রামে হরিণ শিকারের জন্য আমি বহুবার গিয়াছি। একবার এক বাঘের খবর পাইয়া আমরা কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাহায্যে বাঘটিকে

বেশ জব্দ করিয়াছিলাম। বাঘের আসার পথে এক বিরাট্ খাঁচা পাতা হইল। একটি ছাগল সেই খাঁচার মধ্যে রাখিলাম। রাত্রে ছাগলটি শীতে ও ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। বাঘ ছাগলের সন্ধানে আসিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকিল। খাঁচায় বন্দী বাঘের গর্জ্জনে পাহাড় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।"

"ঢাকা বিভাগের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ধারে ধারে পাখী শিকারে অনেক বার গিয়াছি। বড় বড় মানিক্‌জোড় পাখী অনেক শিকার করিয়াছি। এই বিভাগের পশ্চিমে মধুমতি ও যমুনা নদী বহিয়া গিয়াছে।" মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—"ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমানায় প্রায় সত্তর মাইল ব্যাপিয়া উচ্চ জমি ও জঙ্গল আছে। ইহার নাম মধুপুরজঙ্গল বা ভাওয়াল গড়। ঢাকার এই দিক্‌টাই উচ্চ এবং অন্য স্থানগুলি নিম্ন ও সমতল, বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়; বিশেষতঃ দক্ষিণ দিক্‌টি। এই দেখ পদ্মা ঢাকা বিভাগটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। গোয়ালন্দের নিকট পদ্মা যমুনার সহিত মিশিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিছুদূর গিয়া চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীগুলির জলধারা একত্র হওয়ায় মেঘনা এত প্রশস্ত ও খরস্রোতা। মেঘনা যেখানে সমুদ্রে মিশিতেছে সেখানে পলিমাটি পড়িয়া নূতন নূতন বদ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে। পলিমাটি আবৃত বলিয়া ঢাকা বিভাগের নিম্ন ও সমতলভূমি উর্ব্বর। ব্রহ্মপুত্র নদও এই বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের নিকট সুরমা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং মেঘনা নামধারণ করিয়াছে।" অরুণ বলিল,—"দেখুন, আমরা বাবার সহিত ঢাকায় বেড়াইতে যাইব, কি কি দেখিতে হইবে

আমাদের বলিয়া দিন।” অরুণ উঠিয়া গিয়া ঢাকার মানচিত্রখানি লইয়া আসিল। মানচিত্রখানি দেখিয়া অরুণের মামা বলিতে লাগিলেন,—“এই বিভাগ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এই চারটি জেলায় বিভক্ত। ঢাকা জেলার সদর মহকুমা ঢাকা। আমার কারবার এই স্থানে। অন্যান্য মহকুমা নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ। বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত ঢাকা শহরটি অতি মনোরম। ইহা অতি প্রাচীন শহর।”

“ঢাকার বিখ্যাত সূক্ষ্ম মস্‌লিন কাপড় বহু প্রাচীনকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাদরে স্থান পাইত। তোমরা মিশরে গিয়াছিলে। সেখানে পিরামিডে রক্ষিত মৃতদেহের (মামি) আবরণে মস্‌লিন পাওয়া গিয়াছে। ঢাকায় শাঁখা ও সোনারুপার কাজ খুব ভাল হয়। কলিকাতার অধিকাংশ স্বর্ণকার ঢাকার লোক। এইস্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি এবং রাড়িখাল গ্রামে বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মস্থান দেখিয়া আসিবে। নারায়ণগঞ্জ পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। রামপালে বাংলার সেনরাজা বল্লালসেনের রাজধানী দেখিতে যাইও। সোনারগাঁ মুসলমান রাজত্বকালে রাজধানী ছিল। ঢাকা জেলার ঐ সকল স্থান দেখিয়া তোমরা ময়মনসিংহ জেলার সদর ষ্টেশন ময়মনসিংহে যাইবে। জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ অন্যান্য মহকুমা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সুসঙ্গ পাহাড় ও অরণ্য আছে। মধুপুরের বিখ্যাত গড় ইহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সকল বনে অনেক বন্য জন্তু আছে। ব্রহ্মপুত্র

নদের উপর ময়মনসিংহ অবস্থিত বলিয়া ব্যাবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধা। বাংলার কৃতী সন্তান আনন্দমোহন বসু এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মেঘনার তীরে ভৈরববাজার একটি প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ও রেলওয়ে ষ্টেশন। টাঙ্গাইলে সুন্দর শাড়ি প্রস্তুত হয়,—অমিয়া ও ওহারু, নিশ্চয়ই তোমরা দুইখানি শাড়ি কিনিবে। ইসলাম্‌পুর, কাগমারী প্রভৃতি স্থানে পিতল ও কাঁসার বাসনের কারবার আছে। ময়মনসিংহ জেলা দেখিয়া তোমরা ঐ জেলার পশ্চিমে গারো পাহাড় ও গভীর বন দেখিতে যাইতে পার।"

"পরে তোমরা ফরিদপুর জেলা দেখিতে যাইবে। এই জেলার সদর মহকুমা ফরিদপুর। অন্যান্য মহকুমা গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর। ইহার উত্তর সীমা দিয়া পদ্মা ও পূর্ব্ব সীমা দিয়া মেঘনা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা দিয়া মধুমতি প্রবাহিত। আড়ীয়ালখাঁ ইহার মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যাইবার পথেই তোমরা বিখ্যাত রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন গোয়ালন্দ দেখিতে পাইবে। গোয়ালন্দের নিকটেই যমুনা উত্তর দিক্‌ হইতে আসিয়া পদ্মায় মিশিয়াছে। এই স্থান হইতে কলিকাতায় ষ্টীমার যাতায়াত করে। রাজবাড়ী গোয়ালন্দ মহকুমার প্রধান শহর। আড়ীয়ালখাঁর তীরে অবস্থিত। মাদারীপুর গেলে অনেক পাটের আড়ৎ দেখিতে পাইবে। ভূষণায় রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। এই জেলায় ধান, পাট, সরিষা প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং এখানে উৎকৃষ্ট খেজুর গুড় খাইতে পাইবে।"

"ফরিদপুর দেখা শেষ করিয়া পূর্ব্ব বাংলার শস্যাগার বাখরগঞ্জ জেলায় যাইবে। এই জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে মেঘনা ও নোয়াখালি জেলা এবং উত্তরে ফরিদপুর।

বহু নদ-নদী ও জঙ্গলপূর্ণ এই জেলা এবং সেইজন্য ইহার জমি অত্যন্ত উর্ব্বর। বাংলা দেশে অন্য কোথাও এইরূপ ধান ও সুপারি হয় না। বরিশাল (বাখরগঞ্জ), পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর বা ভোলা এই জেলার চারটি মহকুমা। তোমরা প্রথমে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের জন্মস্থান বরিশাল দেখিতে যাইবে। বরিশালে ব্রজ মোহন কলেজ অশ্বিনী বাবুর পিতার নামে স্থাপিত। বরিশাল দেখিয়া মেঘনার মোহানায় ভোলা দ্বীপ দেখিতে যাইও। এইস্থানে মেঘনার স্রোত অতি প্রখর। নলছিটি বন্দর হইতে প্রচুর সুপারি ও নারিকেল চালান হয়।"

ছেলেমেয়েরা মামার নিকট ঢাকা বিভাগের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিষয় আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল; তাহাদের চমক ভাঙ্গিল যখন অমিয়ার মা বৈকালের চা ও জলখাবার লইয়া আসিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নদীবহুল জেলাগুলির মধ্যে নৌকা চড়িবার সুযোগ হইবে ভাবিয়া অরুণ ও ওটানী খুব আনন্দিত হইল। মামা আর একদিন থাকিবেন, সুতরাং সকলে ধরিয়া বসিল যেন তিনি চট্টগ্রামের গল্পটি পরদিন বলেন। তিনি রাজি হইলেন এবং জলযোগের পর সকলে গ্রামে নদীর ধারে বেড়াইতে গেলেন।

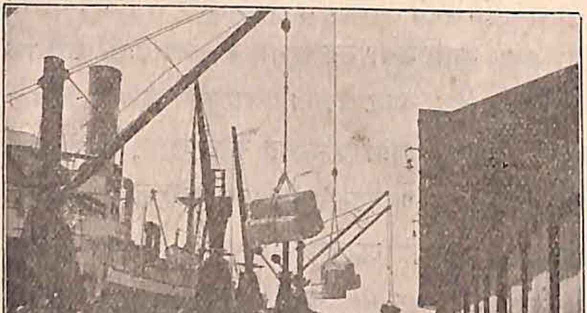
চট্টগ্রাম বিভাগ

§১

পরদিন আহারের পর ছেলেমেয়েরা মামাকে ঘিরিয়া চট্টগ্রামের গল্প শুনিতে বসিল। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের একখানি মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—"প্রথম আমি চট্টগ্রামে যাই কলিকাতা হইতে একটি জাহাজে চাকরি লইয়া। হুগলীনদী পার হইয়া বঙ্গোপসাগরে

জাহাজ যখন পড়িল, তখন বিরাট্ সাগরের বক্ষে আমাদের জাহাজখানি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইল। আমি খুব সাহসী ছিলাম, সমুদ্র দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইতে লাগিল। একটুও ভীত হই নাই। ছোট জাহাজ ধীরে ধীরে যায়। আমি নীল সমুদ্রের নানারূপ শোভা দেখিয়া সানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ মেঘ করিয়া আসিল। ক্যাপ্টেন চট্টগ্রাম বন্দর নিকটে জানিয়া অতি দ্রুত জাহাজ চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল, সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিতে লাগিল। অনেক আরোহী অত্যন্ত ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম; মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ, বাতাস ও সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জন উত্থিত হইল এবং জাহাজখানির উপর বড় বড় ঢেউ আছাড় খাইতে লাগিল। জাহাজের ক্যাপ্টেনের আদেশে এক ছাউনির নীচে আশ্রয় লইলাম। আরোহীরা চীৎকার করিতেছে, নাবিকেরা ছুটাছুটি করিতেছে। বাহিরের গর্জ্জনে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। ধৈর্য্যশীল সাহসী ক্যাপ্টেন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জাহাজ লইয়া ঝড় ও বৃষ্টির সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ঝড় পিছন হইতে জাহাজকে জোরে ধাক্কা দিতেছে। জাহাজ ঠিক পথে রাখা দুষ্কর হইল। ক্যাপ্টেন দেখিলেন এই ভাবে চলিলে ঝড়ের বেগে জাহাজ দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই, সুতরাং তিনি জাহাজের মুখ ঘুরাইলেন এবং ঝড়ের বিপরীত দিকে জোর করিয়া চালাইলেন। জাহাজ দোলায় আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং আমি সেই স্থানে শুইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙ্গিলে

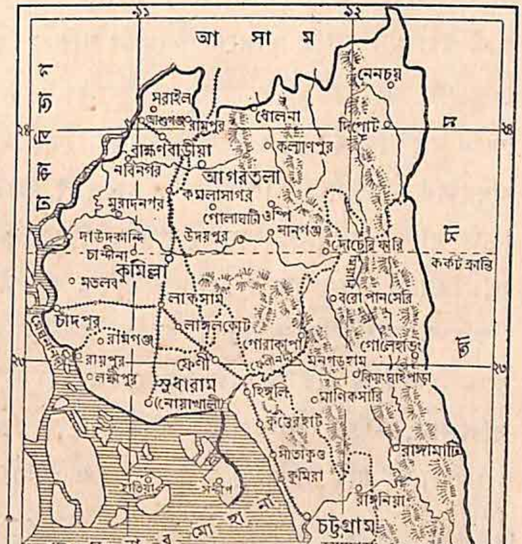
দেখিলাম পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। সমুদ্রের স্থির জলে সূর্য্যের রশ্মি পড়িয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেনের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঝড় চার ঘণ্টা ছিল এবং ডেকের একধার ভাঙ্গা ছাড়া জাহাজের আর কোন ক্ষতি হয় নাই। ক্যাপ্টেন বলিলেন আর দুই ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম পৌঁছাইবেন। খুশি মনে কেবিনে আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলাম ও আহার শেষ করিয়া ডেকে আসিলাম। সকলে জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কুতুবদিয়ার আলোকস্তম্ভ পার হইয়াখাড়ির মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করিল। খাড়ির ধারে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানির পেট্রোল ও কেরোসিন তৈল রাখিবার বড় বড় ট্যাঙ্ক দেখিতে পাইলাম। নিকটেই এরোপ্লেন অবতরণের স্থান থাকায় দেখিলাম একখানি এরোপ্লেন আকাশ হইতে সেই স্থানে নামিবার চেষ্টা করিতেছে।



চট্টগ্রাম বন্দর

জাহাজ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই নৌকা ও ষ্টিমারের ভীড় বাড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে জাহাজ জেটিতে লাগিল। আমারএক বন্ধু নীচেঅপেক্ষাকরিতেছিলেন। জাহাজ থামিলে নামিয়া তাঁহার

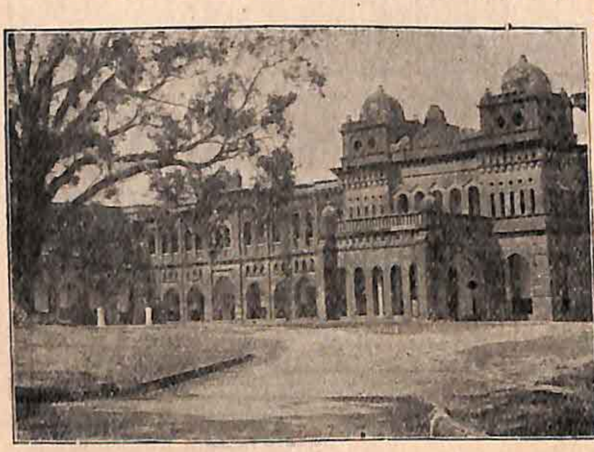
নিকট গেলাম।” বালকবালিকাগণ মামার এই গল্প রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল। জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিবার পর তাহাদের দুর্ভাবনা দূর হইল এবং তাহাদের মুখে হাসি দেখা দিল। মামা বলিতে লাগিলেন, “বন্দরটি দেখিলাম লোকজনে পরিপূর্ণ। চা ও পাট রপ্তানির জন্য গুদামজাত হইয়া আছে এবং ক্রেনে করিয়া জাহাজে উঠিতেছে। আমাদের জাহাজ বন্দরে কয়েকদিন থাকিবে। সুতরাং আমি বন্ধুর সহিত সেই কয়েকদিন চট্টগ্রাম ভ্রমণ করিব স্থির করিলাম। বন্দর হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বন্ধুর



চট্টগ্রাম বিভাগ

একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বন্ধুর

গৃহে আসিলাম। তাঁহার পিতা-মাতা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি বন্ধুর গৃহে আসিয়া আনন্দিত হইলাম। আহারাদি করিয়া দুপুর বেলা তাঁহার পিতার নিকট বসিয়া আমার চট্টগ্রাম ভ্রমণের ইচ্ছা জানাইলাম। তিনি সানন্দে আমার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। শুনিলাম আমার বন্ধুর পিতা চট্টগ্রামের একজন বড় ব্যাবসাদার। তিনি বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রামে আছেন এবং জঙ্গলের কাঠ ও পাহাড় অঞ্চলের কার্পাস ও চা প্রভৃতির চালানী কারবার করেন। বন্ধুর পিতা বলিলেন যে তাঁহাদের নোয়াখালী অঞ্চলে অনেক ধান ও পাটের জমি আছে। সুতরাং ব্যাবসা প্রভৃতির জন্য তাঁহাদের এই বিভাগের সকল স্থানেই ঘুরিতে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন কোন স্থান দেখিলে এই বিভাগ সমন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মায়। তিনি বলিলেন,—'এই বিভাগটি পাঁচটি জেলায় বিভক্ত। চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও শ্রীহট্ট। সুতরাং সব জেলারই বিশেষ স্থান-গুলি দেখিতে হইবে। আজই তুমি চট্টগ্রাম শহর দেখিয়া কাল ভোরে কক্সবাজারে যাইবার জন্য ষ্টীমার ধরিবে। চটগ্রাম জেলায়



চট্টগ্রাম কাছাড়ি বাড়ি

দুইটি মহকুমা—চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। চট্টগ্রাম শহরটি কর্ণফুলির তীরে অবস্থিত। দেখিলাম, নদীর ধারে ব্যবসায়ীদের আড়ৎ ও অফিস। নদীর কিনারায় বড় বড় নৌকায় কাঠ, পাট প্রভৃতি বোঝাই হইতেছে। শহরটি উঁচু-নীচু পাহাড়ে জমির উপর। শহরের মধ্যস্থল উচ্চ এবং সেই উচ্চস্থানের উপর কাছাড়ি বাড়ি। উহার আশেপাশে কয়েকটি স্কুল ও সরকারী অফিস আছে। শহরের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকদের গৃহগুলি পাকা। শহরের উপকণ্ঠে গরিব গৃহস্থদের বাড়িগুলি কোথাও মাটির দেওয়াল, টিনের চাল, কোথাও বা বাঁশের ছেঁচার দেওয়াল ও ছনের চাল। চট্টগ্রাম বন্দরটি ক্রমে ক্রমে বড় হইতেছে। এইটি পূর্ব্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর। শহর ভ্রমণ শেষ করিয়া আমি গৃহে ফিরিলাম এবং আহারাদি করিয়া ভোরে ষ্টীমার ধরিবার জন্য সকাল সকাল শয়ন করিলাম। পরদিন ভোরে ষ্টীমারে উঠিয়া প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে সমুদ্রতটে অবস্থিত কক্সবাজারে পৌঁছিলাম। স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং দেখিলাম ইহাও একটি বন্দর। কক্সবাজারে কাছারির নিকট এক হোটেলে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন ভোরে ষ্টীমার ধরিলাম এবং দুপুর বেলা বন্ধুর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।”

§২

“আহারাদির পর শুনিলাম সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে যাইবার বন্দোবস্ত আমার বন্ধুর পিতা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। সুতরাং বেলা ৪টার সময় আমরা চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যায় পৌঁছিয়া বাসা স্থির করিয়া আহাদির ব্যবস্থা করিলাম। স্থির হইল, পরদিন ভোরেই পাহাড়েউঠা হইবে।

চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। শিবরাত্রি ও দোলপূর্ণিমায় খুব বড় মেলা হয়। আহারাদির পর শয়ন করিলাম। ভোর হইতেই পাণ্ডা আসিয়া ডাকিল এবং পাহাড়ে উঠিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পাহাড়টি উচ্চ এবং সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় মন্দির অবস্থিত। প্রায় তিন ঘণ্টা পাহাড়ের উপর উঠিয়া চূড়ায় পৌছিলাম। চূড়া হইতে সমুদ্র-তটস্থ পর্ব্বতময় চট্টগ্রামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।"

"পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আহারাদি করিলাম এবং সেই দিনই চটগ্রাম শহরে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন বন্ধুর পিতা একজন কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া রাঙ্গামাটিতে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাঙ্গামাটি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রধান শহর। সদর মহকুমা রাঙ্গামাটি, অপর মহকুমা রামগড়। রাঙ্গামাটিতে আমার বন্ধুদের একটি ব্যাবসার কেন্দ্র আছে। কর্ণফুলির তীরে রাঙ্গামাটি অবস্থিত। সুতরাং চট্টগ্রাম হইতে একখানি ছোট ষ্টীমারে আমরা দুইজনে যাত্রা করিলাম। শুনিলাম বর্ষায় কর্ণফুলির স্রোত এত প্রখর হয় যে নৌকা চলাচল কঠিন হয়। রাঙ্গামাটি পৌছিয়া দেখিলাম স্থানটি পর্ব্বতে ও জঙ্গলে পূর্ণ। মগ, চাক্‌মা প্রভৃতি এখানকার অধিবাসী। ইহারা তুলা ও ধান চাষ করে। চাও এখানে চাষ করা হয়। কর্ণফুলি নদীর তীরে চন্দ্রঘোনা বাজার দেখিলাম। এইটিই এই জেলায় সবচেয়ে বড় বাণিজ্যস্থান।"

"দুই দিন রাঙ্গামাটিতে থাকিয়া চট্টগ্রাম শহরে ফিরিয়া আসিলাম। নোয়াখালীতে বন্ধুদের জমিজমা লইয়া কি গোলমাল হওয়ায় শুনিলাম বন্ধুটি নোয়াখালী যাইবেন। স্থির হইল আমি সঙ্গে যাইব। পরদিন ভোরে ট্রেনে উঠিয়া

নোয়াখালী শহরে পৌঁছিলাম। কাছারির কাজ শেষ করিয়া বন্ধুর সহিত বেড়াইতে গেলাম। মেঘনার উপরে নোয়াখালী অবস্থিত। ইহার অন্য নাম সুধারাম। ফেণী এই জেলার আর একটি প্রধান নদী। এই জেলায় সুপারি ও ধান প্রচুর উৎপন্ন হয়। নোয়াখালী হইতে আমরা ফেণী কলেজ দেখিতে আসিলাম। ফেণী এই জেলার অন্য মহকুমা। নোয়াখালী হইতে নৌকা করিয়া মেঘনার মোহনায় সন্দ্বীপ ও হাতীয়া নামক দুইটি বৃহৎ দ্বীপ দেখিতে গেলাম। মেঘনার স্রোতে নৌকা করিয়া যাওয়া অত্যন্ত ভয়াবহ, কিন্তু মাঝিরা সুপটু। সুতরাং আমরা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলাম।”

“নোয়াখালী জেলা ভ্রমণ করিয়া আমাদের ইচ্ছা হইল শ্রীহট্ট জেলা দেখিতে। আমার বন্ধু বলিলেন শ্রীহট্ট জেলার কমলালেবু ও আনারস অতি সুমিষ্ট, আসিবার সময় কিছু আনারস লইয়া আসিবে। পরদিন ট্রেনে শ্রীহট্ট রওনা হইলাম। শ্রীহট্ট পূর্ব্বে আসামের মধ্যে ছিল। সুরমা নদী এই জেলার প্রধান নদী। এই জেলার মহকুমা চারিটি। শ্রীহট্ট (সদর), সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবী বাজার। শ্রীহট্ট কলেজের একজন অধ্যাপক বাবার বন্ধু। তিনি আমাদের শহরের প্রধানস্থানগুলি দেখাইলেন। আমরা কমলালেবুর বাগান দেখিলাম এবং ছাতকের সিমেণ্টের কারখানা দেখিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ভাল আনারস কিনিতে ভুলি নাই।”

“শ্রীহট্ট দেখা শেষ করিয়া আমরা ত্রিপুরা দেখিতে যাত্রা করিলাম। এই জেলার তিনটি মহকুমা—কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ট্রেনে করিয়া কুমিল্লা পৌঁছিলাম। দেখিলাম বড় বড়

দীঘি রহিয়াছে। এখানে একটি কলেজ আছে। কুমিল্লা হইতে ট্রেনে পরদিন চাঁদপুর পৌঁছিলাম। মেঘনার তীরে অবস্থিত চাঁদপুর একটি বড় রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন। চাঁদপুরে কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া লাকসাম হইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গেলাম। এই স্থানটিও কারবারের স্থান। ইহা তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিপুরা জেলার পূর্ব্ব-দিকে ভারতীয় সাধারণ তন্ত্রের অন্তর্গত ত্রিপুরা প্রদেশের পাহাড় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ত্রিপুরা জেলার বেত ও বাঁশের জিনিস বিখ্যাত। ত্রিপুরা জেলা ভ্রমণ শেষ হইলে চট্টগ্রাম শহরে ফিরিয়া আসিলাম। দুই দিন পরে জাহাজ ছাড়িবে। আমিও জিনিস-পত্র ধীরে ধীরে গুছাইতে লাগিলাম। তৃতীয় দিন ভোরে উঠিয়া বন্ধুর পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া আবার জাহাজে উঠিলাম। আমার প্রথম চট্টগ্রাম ভ্রমণ ও সমুদ্র যাত্রা চিরকাল মনে থাকিবে।" ছেলেমেয়েরা বিস্ময়মুগ্ধ নয়নে মামার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শুনিতে-ছিল। অরুণের মা আসিয়া ডাকিতেই তাহাদের চমক ভাঙ্গিল।

অনুশীলন

২৪ পরগণা জেলা কোন বিভাগের অন্তর্গত ?

ঐ জেলার সদর কোথায় এবং সেখানে কি কি দ্রষ্টব্য স্থান আছে ?

কলিকাতা হইতে কোন কোন দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিদেশে চালান হয় ?

হাওড়ার পুল কোন কোন বিভাগকে যুক্ত করিয়াছে ?

কৃষ্ণনগর, যশোহর ও বহরমপুর বিখ্যাত কেন ?

বর্দ্ধমান বিভাগের নদীগুলির নাম কর ও মানচিত্রে দেখাও।

শ্রীরামপুরকে 'বাংলার ম্যাঞ্চেষ্টার' বলে কেন ?

স্যার আশুতোষের পৈতৃক বাস কোথায় ছিল ?

খানাকুল-কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও গুপ্তিপাড়া বিখ্যাত কেন ?

সিরাজগঞ্জ কোন নদীর তীরে অবস্থিত ? স্থানটি বিখ্যাত কেন ?

ঢাকা বিভাগ কয়টি জেলায় বিভক্ত ?

মেঘনা এত প্রবল কেন ?

ঢাকায় বিখ্যাত উৎপন্ন দ্রব্য কি কি ?

বাখরগঞ্জ জেলা এত উর্ব্বর কেন ?

চট্টগ্রাম বন্দর হইতে কি কি দ্রব্য বিদেশে চালান যায় ?

চট্টগ্রাম শহরটি কোন নদীর উপর অবস্থিত ?

কক্সবাজার কোথায় এবং কিভাবে কলিকাতা হইতে যাওয়া যায় ?

চট্টগ্রাম জেলায় হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান কি ?

মেঘনার মোহানায় কি কি দ্বীপ আছে ?

হাতের কাজ

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার রেখা-মানচিত্রে চতুঃসীমা, প্রধান প্রধান নদী ও পর্ব্বত দেখাও।

দূরত্ব ও স্কেল বা আপেক্ষিক আয়তন

ইঞ্চি, ফুট ও গজ

§১

অরুণরা দেশে ফিরিয়াছে। স্কুলের গৃহ তুইটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। মণিবাবু আসিয়াছেন। উৎসবের সহিত নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হইল। মণিবাবু ছেলেদের বলিলেন,—"কয়েক-দিন তোমাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখিয়াছি তোমরা আমার কথামত ছোট ছোট মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছ। বিদ্যালয় ও গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি লইয়াও একটি ভাল নক্সা প্রস্তুত করিয়াছ; কিন্তু ঐ সকল মানচিত্রের মাপ তোমরা পায়ে মাপিয়া করিয়াছ; এইবার মাপ সম্বন্ধে আরও তুই-একটি বিষয় শিখাইয়া দিব।"

তিনি ছেলেদের নূতন ঘরে লইয়া গেলেন এবং তিন জন বালককে পা দিয়া গৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিতে বলিলেন। তিন-জনে মাপিল। একজনের হইল ২০-পা ও ১০-পা,

দ্বিতীয় বালকের হইল ২২-পা ও ১১-পা এবং

তৃতীয় বালকের হইল ২১-পা ও ১০½-পা।

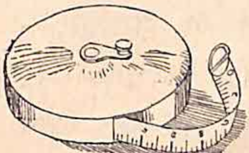
মণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ তফাৎ হইল কেন?"

প্রথম বালক,—"কাহারও পা বড়, কাহারও পা ছোট, এই হেতু।"

মণিবাবু,—"তাহা হইলে ঘরের মাপ কত আমি কিরূপে ঠিক করিব?"

ছেলেরা চুপ করিয়া রহিল—

মণিবাবু একটি মাপিবার কাঠি ও একটি ফিতা দেখাইয়া বলিলেন,—"এই কাঠি ও ফিতায় যে মাপ আছে তাহাই ইংল্যাণ্ডে ও আমাদের দেশে প্রচলিত।"


মাপিবার ফিতা

তিনি বালক তিনজনকে তিনটি মাপকাঠি দিয়া ঘরটি আবার মাপিতে বলিলেন।

ছেলেরা তিন জনেই মাপিয়া দেখিল—দৈর্ঘ্য—৩০ ফুট ও প্রস্থ—১৫ ফুট। সকলেরই একরূপ হইল। ছেলেরা বুঝিল একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ-কাঠি লইয়া মাপ করিতে হয়। কাঠিটির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগগুলি দেখাইয়া মণিবাবু বলিলেন,—"কয়টি ভাগ আছে দেখ।"

ছেলেরা বলিল,—"৬টি"।

মণিবাবু,—"ঐ ৬ভাগের এক একটি ভাগ এক ইঞ্চি—১২ ইঞ্চিতে এক ফুট। মাপিবার কাঠি সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি বা আধ ফুট, ১২ ইঞ্চি বা এক ফুট অথবা ৩৬ ইঞ্চি বা তিন ফুট হয়। বড় জায়গা মাপিতে হইলে মাপিবার ফিতা বা চেইন্ ব্যবহার করাই সুবিধা। ফিতা কৌটার মধ্যে গুটান থাকে। এক একটি ফিতা ৫০ ফুট বা আরও বেশী লম্বা হয়। জামা-কাপড়ের দোকানে ৩৬ ইঞ্চি মাপিবার কাঠি দেখিতে পাইবে।"

একজন বলিল,—"হাঁ, আমি দেখিয়াছি, তাহাকে গজকাঠি বলে।"

মণিবাবু,—"ঠিক, এইরূপ একটি গজকাঠির মাপ ৩৬ ইঞ্চি বা তিন ফুট।"

তিনি বোর্ডে লিখিলেন—

"১২ ইঞ্চি = ১ ফুট

৩ ফুট = ১ গজ।"

পরে বলিলেন,—"ষ্টেশন কত দূর বলিতে পার ?"

ছেলেরা বলিল,—"স্কুল হইতে ২ মাইল দূর।"

মণিবাবু,—"তুই মাইল বলিতে কি বুঝ ?"

ছেলেরা চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,— "গজের মাপ তোমরা জান, ঐরূপ একটি গজকাঠি লইয়া ১৭৬০ বার মাপিলে যতটা দূরত্ব মাপা যায়—তাহাই এক মাইল।" তিনি বোর্ডে লিখিলেন,—"১৭৬০ গজ = ১ মাইল।"

§২

ছেলেদের মাপ সম্বন্ধে ধারণা হইবার পর তিনি বলিলেন,— "একটি কাগজ লইয়া এইবার তোমাদের এই ঘরটির একটি মানচিত্র আঁকিতে হইবে। তোমাদের কাগজের মাপ কত দেখ।"

ছেলেরা দেখিল—১২ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ইঞ্চি চওড়া।

মনিবাবু বলিলেন,—"এইবার তোমরা বল এই ৩০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া ঘরের ছবিটি এই ছোট কাগজে কি ভাবে আঁকিবে।"

একজন বালক বলিল,—"আগে আপনি আমাদের স্কেল শিখাইয়া দিন—পরে সেইভাবে আঁকিব।"

মণিবাবু,—"ঠিক বলিয়াছ—আচ্ছা কিরূপ স্কেল লইতে হইবে বল।"

ছেলেরা ভাবিয়া বলিল,—"১ ইঞ্চি = ৩ ফুট স্কেল ধরিতে পারা যায়।" মণিবাবু,—"আচ্ছা, ১ ইঞ্চি যদি ৩ ফুট ধর তাহা হইলে ৩০ ফুটে কত ইঞ্চি ?"

একজন বলিল,—"১০ ইঞ্চি।"

মণিবাবু,—"১৫ ফুটে কত ইঞ্চি ?"

দ্বিতীয় বালক,—“৫ ইঞ্চি।”

মণিবাবু,—“ঠিক বলিয়াছ, এখন তোমরা কাগজে লম্বা ১০ ইঞ্চি ও চওড়া ৫ ইঞ্চি একটি চতুষ্কোণ আঁক।”

ছেলেরা আঁকিল—তখন মণিবাবু বলিলেন,—“এইবার তোমরা দেখ—দেওয়ালের কোন স্থানে জানালা-দরোজা আছে এবং সেই-গুলিও স্কেল অনুযায়ী আঁকিয়া যাও।”

ছেলেরা উৎসাহের সহিত মাপিতে লাগিল এবং নক্সার স্থানে স্থানে জানালা, দরোজা প্রভৃতি চিহ্নিত করিতে লাগিল।

মণিবাবু বলিলেন,—“এইবার তোমরা শিক্ষক মহাশয়ের বসিবার স্থান ও তোমাদের বসিবার স্থান দেখাও।”

ছেলেরা ঐরূপ করিলে তিনি বলিলেন,—“এইবার প্রত্যেকে এই গৃহের দরোজা হইতে নিজ নিজ বেঞ্চিতে যাইবার পথ রেখার দ্বারা দেখাও।”

সকলেই রেখার দ্বারা নিজ নিজ বসিবার স্থান দেখাইল এবং ছবি দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল কোন বালক সেই ছবি আঁকিয়াছে।

মণিবাবু অত্যন্ত খুশি হইলেন এবং বালকেরা আনন্দ করিতে করিতে গৃহে ফিরিল।

পরদিন মণিবাবু বালকগণকে লইয়া বিদ্যালয় ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলি ঐরূপ নিয়মে স্কেলের সাহায্যে আঁকিতে শিক্ষা দিলেন। বালকদের শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া মণিবাবু নিজের তৈয়ারী অনেকগুলি মানচিত্র ও নক্সা তাহাদের দেখাইলেন।

বায়ু ও আবহাওয়া

কোন দিক্ হইতে বায়ু বহিতেছে তাহার হিসাব

§১

দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া অনিলবাবুদের একবার কলিকাতার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় পূর্ব্বের পরিচিত হোটেলে পাঁচদিন ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ ভ্রমণে যাইতেন। একদিন আলিপুর মানমন্দির দেখিতে যাইলেন।

মানমন্দিরে যাইয়া অরুণের পিতা বলিলেন,—"তোমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছ এখানে বায়ু ও আবহাওয়ার যন্ত্রগুলি মোটামুটি সবই আছে। এই সময় মানমন্দিরের গৃহের ছাদ হইতে একটি লাল রংএর বেলুন ছাড়া হইল। দুইজন একটি যন্ত্রের সাহায্যে বেলুনের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করিল,—"ও বেলুন নিয়ে ত আমরা খেলা করি। ও বেলুন এঁরা ছাড়িলেন কেন!"

অনিলবাবু বলিলেন,—"বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর গতি বিভিন্ন রকমের হয়। উচ্চস্তরের বায়ুর গতি কিরূপ জানিবার জন্য ঐ বেলুন ছাড়া হয়।" ওটানী বলিল,—"কি করিয়া গতি জানা যায়?"

অনিলবাবু বলিলেন,—"ঐ একজন একটি যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতেছেন এবং আর একজন লিখিতেছেন।"

ওহারু বলিল,—"বেলুনটি কি হইবে?"

অনিলবাবু বলিলেন,—"যে স্থানে ঐ বেলুনটি পড়িবে সেই স্থানের লোক উহা ধরিয়া থানায় জমা দিবে এবং যে ধরিবে সে পুরস্কার পাইবে। ঐরূপে বেলুন কতদূর যায় তাহাও বুঝা যায়।"

"নিম্নস্তরের বায়ুর গতি লিপিবদ্ধ করিবার যন্ত্রটির নাম এনিমোমিটার। উহার সাহায্যে বায়ু কত জোরে বহিতেছে জানা যায়। এবং ঐ যে বায়ু-নিশান দেখিতেছ উহার দ্বারা বায়ু কোন দিক্ হইতে বহিতেছে জানা যায়। বেলুনটি কোন দিকে গেল বল দেখি?"

অরুণ বলিল,—"উত্তর দিকে।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"গ্রীষ্ম ও বর্ষায় আমাদের বাংলাদেশে বায়ু দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে বায়ু সমুদ্র হইতে আসে বলিয়া জলপূর্ণ। কিন্তু শীতকালে উত্তর হইতে বাতাস বয়। উত্তরের বাতাস ঠাণ্ডা ও শুষ্ক।"

বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্রটির কাছে লইয়া গিয়া দেখাইলেন বৃষ্টি হইলে কি ভাবে শিশিতে জল পড়ে এবং সেই জল মাপিয়া বলা হয় কত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন কলিকাতায় সারা বছরে লণ্ডন অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ বেশীবৃষ্টি হয়। লণ্ডনে সারা বছরে মাত্র ২৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপড়ে। বাগানের মধ্যে খড়খড়ি দেওয়া একটি উঁচু বাক্স দেখাইয়া বলিলেন,—"জ্বর হইলে কত জ্বর হইয়াছে কিভাবে জানা যায় বলত?"

সকলে বলিল,—"থারমোমিটার বগলে দিয়া।"

"থারমোমিটার কি বলিয়া দেয়?"

অমিয়া বলিল,—"গা কত গরম।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"এই বাক্সের মধ্যে ঐরূপ অনেক যন্ত্র আছে। উহাদের সাহায্যে বায়ু সারাদিনে কত বেশী গরম বা কত কম গরম হয় জানা যায়।" বায়ু ও আবহাওয়ার সম্বন্ধে বুঝাইয়া

তিনি একখানি খবরের কাগজ দেখাইয়া বলিলেন,—"প্রতি দিনের আবহাওয়া কাগজে এইভাবে লিখে।"

সেইদিন অনিলবাবু ছেলেমেয়েদের একটি 'ওয়াল থারমোমিটার' কিনিয়া দিলেন। হোটেলে আসিয়াই সকলে থারমোমিটারটি ঘরের বাহিরে দেওয়ালে টাঙ্গাইল এবং প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়—উত্তাপ লিখিয়া রাখিতে লাগিল। অনিলবাবু ছেলেমেয়েদের ইহাতে উৎসাহ দিতেন, ফলে তাহারা এ বিষয়টি শিখিয়া ফেলিল।

অনুশীলন

আজকাল উচ্চস্তরের বায়ুর গতি কি করিয়া জানা হয়?

আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় এবং শীতকালে বায়ুর কি প্রভেদ হয়?

লণ্ডনে সারা বছরে মোট কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়? কলিকাতায় লণ্ডন অপেক্ষা কত বেশী বৃষ্টি হয়?

স্কেল বলিতে কি বুঝ?

হাতের কাজ

জেলা ও প্রদেশের মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট স্কেল দেখিয়া উহাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ স্থির কর।

থারমোমিটার লইয়া দিনের বিভিন্ন সময়ে ঘরের ভিতরে ও বাহিরের উত্তাপ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া রাখ।